Based on "Illuminati Agenda 21"
by Dean & Jill Henderson

ইলুমিনাতি এজেন্ডা

রূপান্তর
প্লাবন কুমার

Scanned with CamScanner
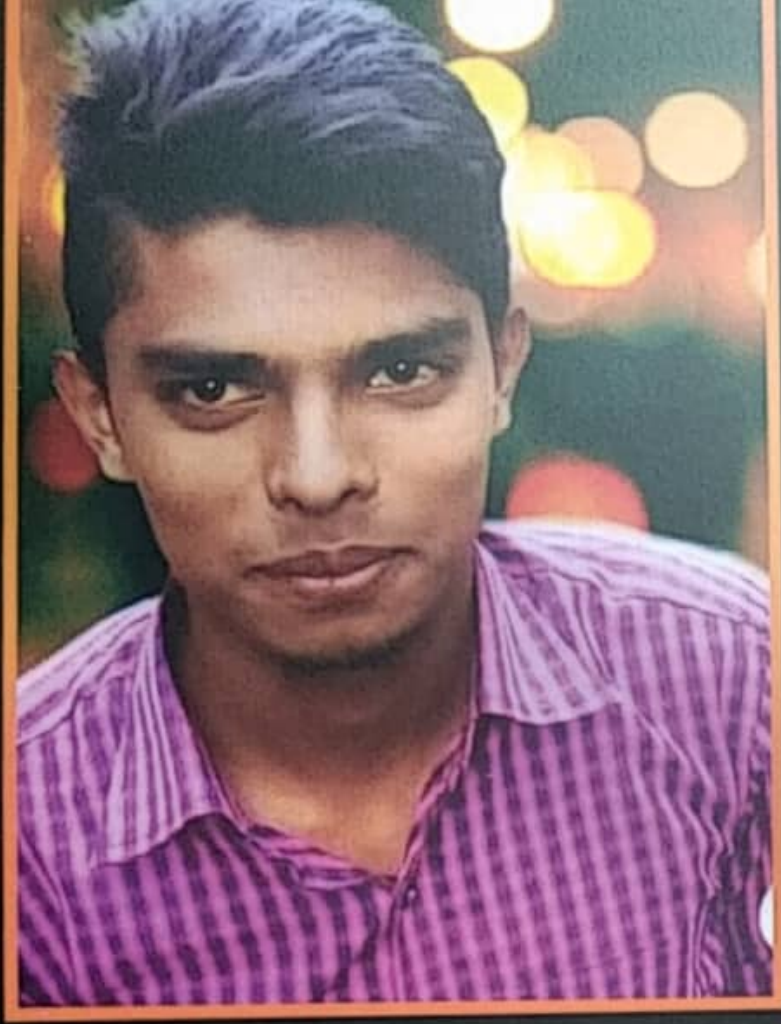
প্লাবন কুমার। জন্ম গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ী উপজেলার কুমারগাড়ী নামের এক নিভৃত পল্লীতে। বর্তমানে অধ্যয়ন করছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। ছোটবেলা থেকেই ভালবাসা ও ঝোঁক ছিল লেখালেখির প্রতি। তার লেখা ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন পত্রিকা, ম্যাগাজিনে। তাছাড়া তিনি বিভিন্ন ব্লগ, ম্যাগাজিন, সাহিত্যপত্রিকাতে লেখালেখি করলেও অনুবাদ করতেই বেশি ভালবাসেন। সাহিত্যচর্চায় স্বীকৃতিস্বরূপ ইতঃপূর্বে বেশ কিছু পুরস্কার ও সম্মাননা পেয়েছেন। "ছোট অভ্যাস বড় সাফল্য" নামের আত্মউন্নয়নমূলক বই দিয়ে সর্বপ্রথম মেইনস্ট্রিম সাহিত্যে প্রবেশ। তাছাড়া বাংলায় "মিরাকল মর্নিং"—এর অনুবাদও তিনি করেছেন। "ইলুমিনাতি এজেন্ডা" তার তৃতীয় অনুবাদ গ্রন্থ। স্বপ্ন দেখেন একদিন বাংলা সাহিত্যের নতুন এক অনন্য দিগন্ত উন্মোচনের। স্বপ্ন দেখেন বই ও জ্ঞানের সমৃদ্ধ এক অন্য পৃথিবী গড়ার।

Scanned with CamScanner

ইলুমিনাতি এজেন্ডা

মানবজাতিকে ধ্বংসের লুসিফেরিয়ান পরিকল্পনা

মূল

ডিন ও জিল হ্যান্ডারসন

রূপান্তর

প্লাবন কুমার

প্রজন্ম
মুক্তচিন্তায় স্বাধীনতা
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন: ০১৫৭২ ৪১০ ০১৮
www.projonmo.pub

Scanned with CamScanner

সূচিপত্র

Scanned with CamScanner

অধ্যায় : এক

এডেনের উদ্যান থেকে বিচ্যুতি

এই বইয়ে বর্ণিত আদম ও ইভ—বর্তমান মানুষের রূপকবিশেষ। ঈশ্বরের বারংবার সতর্কতা সত্ত্বেও লুসিফার ও আনুন্নাকি—যাকে নেফিলিমের সংকর সন্তান বলে আদিপুস্তকে উল্লেখ করা হয়েছে—তার প্রলোভনে প্রথম মানুষেরা জ্ঞানবৃক্ষের গাছ থেকে আপেলটি খেয়ে ফেলেছিল। তারপর তাদেরকে এডেনের উদ্যান থেকে বাইরে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

মানুষ হিসেবে সন্তুষ্ট থাকার চেয়ে তারা বরং তখন নিজেকে ঈশ্বরের সাথে সংযুক্ত রাখতে বেশি চেষ্টা করল। ঈশ্বরের সৃষ্টি হিসেবে নিজেদের দেখতে লাগল। ফলে আদম ও ইভ নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তি অনুসারে নিজস্ব ধাঁচের পূজা-উপাসনা করতে লাগল, যা আজকের প্রায় সকল পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলোতে লিপিবদ্ধ আছে।

শয়তানিক পুরোহিতদের দ্বারা মানুষকে প্রকৃতি থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে সেই উদীয়মান ব্যাবিলনীয় সভ্যতা থেকে। প্রথমে কৃষি, তারপর শিল্পায়ন ও বর্তমানে ক্যাপিটালিজমের মাধ্যমে মানুষকে প্রকৃতির ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ফলে আমরা হারিয়ে ফেলছি নিজেদের পুনরুদ্ধার করার শক্তি, নতুন শক্তি উৎপাদন করার জ্ঞান, সৃষ্টিকর্তার বুনো বাগান থেকে খাদ্য সংগ্রহ করা এবং সৃষ্টির অন্যান্য প্রাণীর সাথে টেলিপ্যাথিকভাবে সংযুক্ত হবার প্রক্রিয়া।

আমাদের প্রত্যেকের আসলে সাতটা করে ইন্দ্রিয় আছে, কিন্তু আমরা পাঁচটার কথা বিশ্বাস করে বসে আছি। এভাবেই আমরা লুসিফিয়ানদের দ্বারা বিভিন্ন উপায়ে অবচেতনিকভাবে পঙ্গু হয়ে আছি। বাস্তবিকভাবে আমাদের মাতৃভূমি এই পৃথিবীর ভালোবাসা থেকে আমরা নিজেরা অনেকটাই বিছিন্ন হয়ে পড়েছি।

এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ৯৩% শক্তি এবং ৭% বস্তু দিয়ে গঠিত। এটি বুঝতে পেরে লোকোটা বলেছেন—"আমরা হয়তো সংখ্যায় খুব বেশি নই, কিন্তু সামগ্রিকভাবে আমরা কিছু না থাকার চেয়ে অনেক বেশি।" আমাদের শরীর শুধু আত্মা রাখার

Scanned with CamScanner

একটা কক্ষ মাত্র, যেগুলোর প্রতিটিই জ্ঞানে পরিপূর্ণ এবং আমরা সকলে মিলে বাস্তবিকভাবে একজন।

যাই হোক, এরপর মানব সমাজে বিভিন্ন গোপন সঙ্ঘের উত্থান হয়। উদ্ভব ঘটে পুরোহিতদের, কিন্তু তারা পুরোপুরি আচ্ছন্ন হয়ে থাকে লুসিফেরিয়ান আইডিয়ার দ্বারা। তারা বলতে থাকে—মানুষ স্রষ্টার চেয়ে বেশি স্মার্ট এবং নিজেদের দাবি করতে থাকে পতিত ফেরেশতা হিসেবে।

এরপর প্রাচীন উর ও ব্যাবিলন শহর লুসিফেরিয়ানদের দ্বারা পরিচালিত হয়, যারা তাদের ন্যায়সঙ্গত ছদ্মবেশের মাধ্যমে শয়তানি কাজ-কর্ম তালমুদ ও কাব্বালাহতে ছড়িয়ে দেয়। পরে তারা একত্রিত হয় গিজার পিরামিডের চারপাশে। প্রাচীন লোকদের ইসরায়েলিদের দাসত্ব করতে বাধ্য করে। আফ্রিকান ম্যূরদের দ্বারা গিজার পিরামিড তৈরি করাই প্রাচীন লোকদের পরিচালানা করার বাস্তব উদাহরণ।

গবেষক মাইকেল টেলিংগার ও অন্যান্যরা গবেষণা করে বের করেছেন যে, মিশরের পিরামিডগুলো এই গ্রহের মুক্ত শক্তি গ্রিডের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই গ্রিডগুলোর অন্তর্ভুক্ত ছিল প্রাচীন ধ্বংসস্তুগুলো। মাচ্চু-পিচ্চু থেকে শুরু করে এংকর ওয়াট, আরিয়ান রক পর্যন্ত সবই। ওপর থেকে এগুলোকে দেখলে অনেকটা কম্পিউটারের সার্কিট বোর্ডের মতো বলে মনে হয়, যেগুলোর প্রায় সবটাই সিলিকন আর পানি দিয়ে গঠিত। মানুষেরাও ৭৫% পানি দিয়ে তৈরি হয়। যদি তাদেরও রূপান্তরিত করা যায়, তবে তারাও চমৎকার পরিবাহকে রূপান্তরিত হতে পারে।

লুসিফেরিয়ান মস্তিষ্কের পূজারীরা এই বিষয়টাকে রূপকার্থে ফোকাস করে একটি কাঠামো সাজিয়েছে। তারপর তাদের কায়রোর মূল হেডকোয়ার্টার থেকে সৃষ্টি করেছে এক মিশরীয় ত্রয়ীবাদী ছকের। শুধুমাত্র পিরামিড আকৃতির অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করার জন্য তারা এটা করেছে, যাতে তারা পুরো মানবজাতিকে তাদের দাসে পরিণত করে নিতে পারে।

তারা নিজেদের 'ব্রাদারহুড অব স্নেক' বলে সম্বোধন করে। এটি আবার সেই রূপক সর্পকে নির্দেশ করে, যারা মানুষকে তাদের এডেনের স্বর্গীয় উদ্যানের অস্তিত্ব থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। এমনকি লুসিফিয়ানরা এডেনের স্বর্গ থেকে সম্পদ ও সংস্থান লুট করেও নিয়েছিল। তারা দখল করে নিয়েছিল প্রাচীন

জ্ঞানভাণ্ডার। তারপর সেটিকে লুকিয়ে রাখে জনসাধারণের সামনে থেকে। এই জ্ঞান লুকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে তারা পৃথিবীর বিভিন্ন আদিম উপজাতিদের হত্যা করে। যারা সবাই সেই প্রাচীন জ্ঞান সম্পর্কে জানত, তাকে আত্মস্থ করতে পেরেছিল এবং ঈশ্বরের সৃষ্টির একটি অংশ ছিল কিংবা কিঞ্চিৎ ধারণা লাভ করেছিল, তাদের সবাইকে লুসিফিয়ানরা নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

তারা আদিবাসীদের কাছ থেকে সপ্ত-ইন্দ্রীয়ের জ্ঞান চুরি করে এবং আবারও মানবজাতির কাছ থেকে তা গোপন করে রাখে; আর সেটাও করে তাদের অন্যান্য গোপন সংগঠনগুলোকে সঙ্গে নিয়েই, যেগুলোকে তারা নিজেদের স্বার্থে নিজেদের আয়ত্বে রাখে এবং নাম দেয় 'প্রাচীন রহস্য'। যদিও আদতে সেগুলোতে কোনো রহস্যই লুকিয়ে নেই, আর এটাই হচ্ছে সহজ বাস্তবতা।

লুসিফেরিয়ান গঠিত হয়েছে দর্শন, বিভাজনবাদ, স্বাতন্ত্র্যবাদ, দখলবাদ ও ক্ষুদ্রতাবাদ সব মিলিয়েই। তারা প্রকৃতির বাস্তবতাকে নাকচ করে দেয়। যেখানে বলা ও শিক্ষা দেওয়া হয় যে, আমরা সবাই মিলে আসলে এক ও অদ্বিতীয়। যেখানে প্রাচীন জ্ঞান বলে যে, পৃথিবীমাতা পুরোটা মিলে একজন জীবন্ত সত্ত্বা, যাকে 'গাইয়া' নামে ডাকা হয়। লুসিফেরিয়ান পূজারীরা সেই পৃথিবীমাতাকে একজন পতিত দেবতা হিসেবে দেখে থাকে। তাকে তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক লাভের উৎস হিসেবে দেখে থাকে; আর সেই পূজারীদের ধর্ম হচ্ছে বস্তুবাদ।

লুসিফেরিয়ানদের যেমন সম্পদ জমেছে, তেমনই তাদের কিছু খারাপ কর্মফলও তৈরি হয়েছে। এই কর্মফলকে মোকাবেলা করার পরিবর্তে তারা অস্বীকার করে যায়। আরও গভীরভাবে ডুবে যায় তাদের লুসিফেরিয়ান বিভ্রান্তিতে, আর সেটাও প্রকৃতির বাস্তবতার নিরিখেই। প্রকৃতির বাস্তবতাকে বোঝার এই ভুলের জন্যই তারা বাস করে অবজ্ঞা ও দাসত্বের অন্ধকারে। এ কারণেই তারা আমাদেরকেও দাসত্বের এই চতুর্থ অবস্থায় আনতে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যায়। বাস্তবতাকে আলিঙ্গন করে নেওয়া এবং সুখী হওয়ার পরিবর্তে তারা অর্থ আর খ্যাতির পেছনে অবিরাম ছুটতে থাকে।

কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানের নব্য বিজ্ঞান বিপ্লবের এই যুগে আমাদের মধ্যে বাস করছে শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও আবেগিক এক বিশাল মজুদ। যার কারণে আমাদেরও তার দাস হয়ে থাকতে হয়। তাই আমরা এটা প্রমাণ করি যে, বিজ্ঞান বস্তুকেন্দ্রিক নয়; বরং তা অনেকটা আত্মাকেন্দ্রিক।

Scanned with CamScanner

লুসিফেরিয়ানরাও এটা জানে। তাই তারা ভালো ও খারাপের মধ্যে একটা মহাকাব্যিক জটিল দেয়াল তুলে দেয়। সত্য যেখানে একতার বন্ধন ও সম্পূর্ণতার মধ্যে নিহিত, তারা সেখানে চেষ্টা করে আমাদের বিভাজিত, বাধাগ্রস্থ ও বিভ্রান্ত করে তুলতে। তাদের মানবতা ও এই গ্রহকে ধ্বংস করার ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টা অনেকটাই তাদের অজ্ঞতার ফলস্বরূপ।

এই গ্রহের সবচেয়ে বিভ্রান্ত, কৃপণ ও ঘনত্বসম্পন্ন মানুষেরা ব্যস্ত থাকে শিশু বলি দিতে, জনসংখ্যা কমিয়ে আনতে, অন্ধকারাচ্ছন্ন যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকতে, ভ্যাম্পায়ার কল্পকথা ইত্যাদিতে। আর তারা এতটাই মানসিক বিকারগ্রস্ত যে, তারা আমাদের চেয়ে নিজেদের অধিক স্মার্ট ভাবে। নিজেদের সাড়ম্বরে ইলুমিনাতি বলে।

Scanned with CamScanner

অধ্যায় : দুই

রথচাইল্ড ইলুমিনাতি

লুসিফেরিয়ানরা যখন পেছন থেকে লড়াই করে আর সৃষ্টিশীলতাকে ধ্বংস করার চেষ্টা চালিয়ে যায়, তখন তাদের পরিচয় জানা এবং প্রকাশ্যে নিয়ে আসাটা জরুরি হয়ে পড়ে। তাদের ভ্রান্ত সাইকোপ্যাথরা মানবজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, তাই আমরা যদি মানব-প্রজাতি হিসেবে বেঁচে থাকতে চাই, তাহলে তাদের এজেন্ডাগুলোকে উন্মোচন করার জন্য আমাদের এখন থেকেই লড়াই শুরু করতে হবে।

কারণ, একবার আমাদের সচেতনতা বৃদ্ধি পেলে শয়তানবাদীরা তৎক্ষণাৎ হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে, কিন্তু সেই সচেতনতার জায়গায় পৌঁছতে হলে আমাদের আগে জানতে হবে তারা কে, কীভাবে তারা চিন্তা করে এবং তাদের পরিকল্পনা কী।

'ইলুমিনাতিরা' সমস্ত লুসিফেরিয়ায়ান গোপন সংস্থাগুলোর শাসক হিসেবে কাজ করে। এর শিকড় বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। আটলান্টিসের 'গার্ডিয়ানস অব লাইট', সুমেরিয়ার 'দ্য ব্রাদারহুড অব স্নেক', আফগানিস্তানের 'রসহানিয়া', 'মিশরীয় রহস্য স্কুল', 'জেনোসিস' পরিবার—যারা রোমান সাম্রাজ্য শাসন করে এসেছে এবং যিশু খ্রিস্টকে ক্রুশে ঝুলিয়ে দিয়েছে, তারা সবাই এক। লুসিফেরিয়ানদের রক্তবীজ এদের সবার মধ্যেই নিহিত।

মাফিয়া সাম্রাজ্য ও ৩৩ ডিগ্রি ম্যাশনের নিয়ন্ত্রণকর্তা গাউসপি ম্যাজনিকে নিয়ে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন ডিস্রালি ১৮৫৬ সালে হাউজ অব কমন্সের সামনে ইলুমিনাতিবিষয়ক একটি অগ্নিঝড়া বক্তব্য দিয়েছিল। এই সাহসী ভাষণে তিনি বলেন—"ইতালিতে এমন একধরনের শক্তি লুকানো আছে, আমরা যার কথা খুব কমই উল্লেখ করি। মানে আমি গোপন সংস্থার কথা বলছি। পুরো ইউরোপ গোপন সংস্থাগুলোর দ্বারা আচ্ছাদিত। রেলপথ দিয়ে যেমন পুরো পৃথিবী ঢাকা, ঠিক সেরকম।"

Scanned with CamScanner

ইলুমিনাতি হচ্ছে সেই গোপন সংস্থা, যা 'Bank of International Settelments'-এর নিয়ন্ত্রণকর্তা আটটা পরিবার নিয়ে গঠিত। তাদের উত্তরসূরিরাও এই পরিবারগুলো থেকেই নির্বাচিত হয়। তাদের অগ্রদূতরা হচ্ছেন ফ্রিম্যাসন নাইট ট্যাম্পলার—যারা ব্যাংকিং ধারণার প্রবর্তন ঘটিয়েছিলেন। তারা 'বন্ড মার্কেট' সৃষ্টি করে পুরো ইউরোপীয়ান অভিজাতদের নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন যুদ্ধঋণ প্রদানের মাধ্যমে।

ট্যাম্পলাররা একটা গোপন জ্ঞানের কথা দাবি করে যে, যিশু খ্রিস্ট ম্যারি ম্যাগডালেনকে বিয়ে করেছিলেন। তার সন্তান ছিল এবং তিনি জোসেফ অব আরমাথিয়ার ছেলে ছিলেন। বাদশা সলোমনের ছেলে যোসেফের ওপর ভিত্তি করে এই মিথ্যাটি গড়ে তুলেছিল তারা। ইনি ছিলেন সেই বাদশা সলোমন—যার মন্দির 'সলোমন ট্যাম্পল' পরবর্তীতে ম্যাশনিক মডেল ট্যাম্পল হয়ে দাড়ায়। যার উদাহরণ এখন আমেরিকার প্রতিটি শহরে বিভিন্ন আকারে নির্ভুলভাবে আমরা পেয়ে যাই।

ফ্রিম্যাসনরা হচ্ছেন শয়তানিক লক্ষ্য পূরণের অফিসিয়াল ক্রাউন এজেন্ট, যারা লন্ডন শহর ও ব্যাংক অব সেলেটেমেন্টের ছত্রছায়ায় এসব লক্ষ্য পূরণে পৃথিবীতে আধিপত্য বিরাজ করার চেষ্টা করে বারবার। তবে এ ক্ষেত্রে তারা বেশ সফলই বলা যায়।

সলোমন মন্দিরটির কিছু কুখ্যাতি ছিল। যেখানে ব্যভিচার, মাতাল হওয়া ও নরবলি দেওয়ার আদর্শ বজায় ছিল। ব্যাবিলিয়ানরা তাদের বিভিন্ন চুক্তি লুসিফেরিয়ান ও ইহুদিদের শাস্ত্র অনুযায়ী বিচার ও তৈরি করত। এটির অবস্থান ছিল জেরুসালেমের মাউন্ট মরিয়'তে, যা হয়তোবা আনুন্নাকিদের ফ্লাইট কন্ট্রোল সেন্টার হিসেবেও ব্যবহৃত হতো।

ক্রুসেডার নাইট ট্যাম্পলাররা প্রচুর পরিমাণে সোনা ও নিদর্শন লুট করেন সলোমন মন্দিরের নিচ থেকে, যেখানে তারা রোমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন নিদর্শন পেয়ে যান। বাদশা সলোমন ছিলেন কিং ডেভিডের ছেলে। তিনি ১০১৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তার শাসনকালে হাজার হাজার লোককে হত্যা করেন, আর এই দাবিকৃত মন্দিরই হচ্ছে তাদের 'হাউজ অব ডেভিড', যা ইহুদিরা বিশ্বনিয়ন্ত্রণকে ন্যায়সঙ্গত করতে ব্যবহার করে।

Scanned with CamScanner

লেখক ডেভিড আই বাদশা ডেভিডকে 'কসাই' বলে অভিহিত করেছেন। তার সন্তান বাদশা সলোমন রাজা হওয়ার জন্য নিজের আপন ভাইকে হত্যা করেছেন। তিনি মিশরের ফারাও শিসাকের উপদেষ্টা ছিলেন এবং তার কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। মিশরীয় আখেনটেমের রহস্যময় স্কুলে তিনি পড়ালেখা করতেন, যেখানে মানুষের মন নিয়ন্ত্রণ করা শেখানো হতো। তারপর বাদশা সলোমন জেরুসালেম ফিরে আসেন এবং তার ফ্রিম্যাসন ব্রাদারহুডের সাহায্যে নিজস্ব মন্দির গড়ে তুলেন।

কেনানীয় ব্রাদারহুডের নেতৃত্বে ছিলেন নিজেকে ঈশ্বর ঘোষণা করা মেলচিসিদেক, যিনি নিজেও একজন আনুন্নাকি অনুসারী। তিনি হিব্রু ভাষায় লেখা প্রাচীন রহস্যগুলোকে বোঝার চেষ্টা করতে লাগলেন এবং সেদিকে নজর দিলেন। মেলচিসিদেকের নির্দেশের ওপর ভিত্তি করে 'কাব্বালাহ' নামের এক গোপন সংস্থা গড়ে উঠল। এদিকে বাদশা সলোমন তার পূর্বসূরি আব্রাহামের তৈরিকৃত সুমেরিয়ান কাদামাটির নিয়তি ফলকের ওপর বিস্তর জ্ঞান লাভের চেষ্টা করতে লাগলেন।

আব্রাহাম নিজে হয়তো একজন আনুন্নাকি বংশধর ছিলেন। তিনি এবং মেলচিস দুজনেই সুমেরিয়ান 'ব্রাদারহুড অব স্নেক' দ্বারা প্রশিক্ষিত হতে লাগলেন। এই সংগঠনটি এডেন স্বর্গোদ্যানে আদম ও ইভের সর্পদের দ্বারা প্রলোভনে পড়াকে প্রতিনিধিত্ব করে চলে। ইভ আনুন্নাকি সর্পদের দ্বারা প্রলোভিত হয়েছিলেন। ফলকগুলোতে বলা ছিল—'যদিও সকল আদামুসকে (মানুষের জন্য ব্যবহৃত সুমেরিয়ান শব্দ), সর্প-রাজা ও তাদের বংশধরদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। তাদের অধীনে থেকে মানবজাতিকে পরিশ্রম করে যেতে হবে।'

আব্রাহামের তৈরিকৃত সুমেরিয়ান কাদামাটির নিয়তি ফলকগুলো 'Ha Qabala' নামে পরিচিত। এর হিব্রু অর্থ হচ্ছে 'আলোর জ্ঞান'। অত্যন্ত গোপনে এনকোড করে রাখা জ্ঞানগুলো যারা বুঝে, তারা বিশ্বাস করে যে, এগুলো ওল্ড স্ট্যাটমেন্টে লিখিত আছে। ভিন্নভাবে লিখিত 'রাম' শব্দের মধ্যেও এর উল্লেখ পাওয়া যায়। এই শব্দগুলো সেল্টিক, বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মেও পাওয়া যায়। নাইট ট্যাম্পলাররা এই ক্যাবালিস্টিক জ্ঞানকে মধ্যপ্রাচ্যে ক্রুসেডের রোমাঞ্চকর যাত্রার পর ইউরোপে নিয়ে আসে।

Scanned with CamScanner

১১০০ শতাব্দিতে জেরুসালেমের কাছে নাইট ট্যাম্পলাররা জায়নবাদীদের 'প্রিয়রি অব সায়ন' তৈরি করেছিলেন কিছু পবিত্র বস্তুকে রক্ষা করার জন্য। যেমন : তুরিনের কাফন, পবিত্র সিন্দুক, হাব্সবার্গ ফ্যামিলির ছড়ানো নীতি ইত্যাদি; যেগুলো যিশু খ্রিস্টকে হত্যার সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল।

নাইট ট্যাম্পালারদের স্বর্ণ ও যিশু খ্রিস্টের বংশধারা—'দ্য রয়্যাল সেনগ্রেইল'—রক্ষা করা ছিল প্রয়োরিদের কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তারা বিশ্বাস করতেন যে, রয়্যাল সেনগ্রেইল ফ্রান্সের বার্বন মেরোভিনগিয়ান ও স্পেন বা অস্ট্রিয়ার হাব্সবার্গ রাজতান্ত্রিক পরিবার বহন করে চলছে। ফরাসি লরেন রাজবংশ—যা আবার মেরোভিয়িংস বংশ থেকে আগত—অস্ট্রিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করার জন্য হাব্সবার্গ পরিবারে বিয়ে করেছিলেন; তারাও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

১৮০৬ সালে কিং পঞ্চম চার্লস ও অন্যান্যদের পতনের আগপর্যন্ত হাব্সবার্গ পরিবার পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য পরিচালনা করতেন। পরিবারটির শিকড় খুঁজে পাওয়া যায় সুইজারল্যান্ডের হাবিস্টবার্গ নামের একটি পরিবারে, যা গঠিত হয়েছিল ১০২০ সালে। হাব্সবার্গরা ছিল 'প্রিয়রি অব সায়নের' অবিচ্ছেদ্য অংশ। অনেক গবেষকই স্পষ্টরূপে নিশ্চিত যে, স্পেনের হাব্সবার্গ রাজা ফিলিপই হয়তো জেরুসালেমের সেনগ্রেইলের আসল মুকুট পাবেন।

এবার আসি রথচাইল্ড পরিবারের গল্পে। এই পরিবারটি হাব্সবার্গ পরিবারের সাথে সম্পৃক্ত। রথচাইল্ডরা পুরো কাব্বালাহ, ফ্রিম্যাসন ও নাইট ট্যাম্পলার সকলের নেতা। তাছাড়া ইলুমিনাতি ও আট পরিবারের সাথে সংযুক্ত ব্যাংকিং কার্টেল এবং সকলেরই শীর্ষে আরোহণ করেন। এই পরিবারটি শতকের পর শতক যুদ্ধের বন্ড ও কালো টাকার দ্বারা বিশাল সম্পদের অধিকারী হয়। বৃটিশ উইন্ডসর, ফরাসি বার্বোনস, জার্মানের ভন থ্রন আন ট্যাক্সি, ইতালিয়ানদের স্যাভোস এবং অস্ট্রিয়ান ও স্প্যানিশদের হাব্সবার্গ—সবাই এর অন্তর্গত ও এর সাথে সম্পর্কযুক্ত।

ডেভিড আইকি বিশ্বাস করতেন যে, রথচাইল্ডরা আনুন্নাকিদের সর্প-রাজাদের প্রতিনিধিত্ব করে। তিনি উল্লেখ করে বলেছিলেন—"তারা (রাথচাইল্ডরা) ইউরোপের রাজাদের হাতের মুঠোয় পুরে রেখে দিয়েছে। এর মধ্যে আছে ব্লাক নোবেলিটির রাজত্ব ও হাব্সবার্গ পরিবার, যারা পুরো ৬০০ বছর ধরে রোমান

Scanned with CamScanner

সাম্রাজ্য শাসন করে এসেছেন।" রথচাইল্ডরা 'Bank of England'-কেও নিয়ন্ত্রণ করত। যেকোনো যুদ্ধের জন্য রথচাইল্ডরা ছিল এর পেছনের কলকাঠি। তারা দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ লাগিয়ে দিত এবং উভয় পক্ষেই প্রচুর অর্থায়ন করত।

রথচাইল্ড ও ওয়ারবার্গরা হিটলার ও বলশেভিক উভয় পক্ষেই অর্থের যোগান দিয়েছিল। তারা ছিল জার্মান বুন্ডেস ব্যাংকের প্রাধান স্টকহোল্ডার। রথচাইল্ডরা জাপানের সবচেয়ে বড় ব্যাংকি হাউজ 'নমুরা সিকিউরিটিজ'-কেও নিয়ন্ত্রণ করে। এডমুন্ড রথচাইল্ড ও টুসনো ওকিমুরার সাথে সংযুক্ত হয়ে তারা এটা পরিচালনা করে থাকে। রথচাইল্ডরা এই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ধনী ও সবচেয়ে শক্তিশালী পরিবার। লন্ডন শহরের বিভিন্ন ব্যাংকের তৈরি করা অ্যাকাউন্টে তাদের সম্পত্তি লুকানো রয়েছে, যার কোনো মালিকানা নেই। শুধুমাত্র একজনই জানে এই অ্যাকাউন্টগুলো কে নিয়ন্ত্রণ করে। সে হলো—'ব্যাংক অব ইংল্যান্ড', যাকে আবার নিয়ন্ত্রণ করে রথচাইল্ডরা।

রথচাইল্ডরা ভীষণ রকমের অন্তর্জাত হয়ে থাকে। গত প্রজন্মগুলোর অর্ধেকের বেশি রথচাইল্ডরা নিজেদের পরিবারের ভেতরেই বিয়ে করে গেছেন। সেটাও শুধুমাত্র তাদের রক্তের বিশুদ্ধতা তথা 'সেনগ্রেইল' রক্ষা করার জন্যই।

১৭৮২ সালের আমেরিকার গ্রেট সিল বিভিন্ন ইলুমিনাতি সিম্বল দিয়ে ভরা ছিল, ইউএস ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের এক ডলারের নোটে তার প্রমাণ মেলে। এই নোটের ডিজাইন করা হয়েছিল ফ্রিম্যাসনারীদের দ্বারা। সেই ডলারের বামদিকের পিরামিডটি নির্দেশ করে মিশরের পিরামিডকে, যা আনুন্নাকিদের সম্ভাব্য শক্তির উৎস। যেটি আবার তৈরি করেছে মিশরীয় ফারাওরা তাদের ইসরায়েলি দাসদের ব্যবহার করেই।

ইলুমিনাতি ব্যাংকারদের জন্য পিরামিড একটি গুরুত্বপূর্ণ চিহ্ন। কারণ, তারা মনে করে, মানুষের মেরুদণ্ডের ৩৩টি হাড়ের সর্বোচ্চ স্থানে তারা অবস্থান করে। এদিকে মিশনারীদের সর্বোচ্চ স্থান হচ্ছে ৩৩ ডিগ্রি, আর এই ৩৩ ডিগ্রিতে, অর্থাৎ সবার ওপরে আছে ইলুমিনাতিরা—যারা বিশ্বাস করে যে তারা এই মেরুদণ্ডের মূল মাথাটিতে বসে আছে এবং মানবজাতিকে পরিচালনা করে নিয়ে যাচ্ছে। তারা যে নির্দেশগুলো দিচ্ছে, অন্যরা তাই পালন করে চলছে। যেটি অবশ্য লুসিফেরিয়ান ডকট্রিনের চূড়ান্ত একটি প্রকাশবিশেষ।

Scanned with CamScanner

এভাবে ইলুমিনাতিরা সমাজে ট্রায়ড, ত্রিপক্ষীয় ও ট্রিল্যাট্রিজের বাস্তবায়ন করে, যার মাধ্যমে তারা কতিপয় কিছু উচ্চশ্রেণির সেনগ্রেইল বিশাল জনগোষ্ঠীকে পরিচালনা করতে পারে, যা আবার প্রতিনিধিত্ব করে একটি পিরামিডের।

যখন 'ব্রাদারহুড অব স্নেক' কায়রোর গ্রান্ড লজ দখল করেছিল, তখন তারা সেখানে আইসিস, ওরিসিস ও হোরেস ট্রিনিটির পূজা করেছিল—যারা সকলে ছিল আনুন্নাকির সন্তান। ভ্রাতৃসংগঠন এই ট্রিনিটির ধারণাকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দেয়; যেমন—খ্রিস্টধর্মে (পিতা, পুত্র, পবিত্র আত্মা), হিন্দুধর্মে (ব্রহ্মা, শিব, কৃষ্ণ), বৌদ্ধধর্মে (বুদ্ধ, ধর্ম, সংজ্ঞা)।

আমেরিকান ১ ডলারের নোটের উপরে আঁকা পিরামিডের মাথার চোখটাকে সমস্ত কিছু দেখার চোখ বলে উল্লেখ করা হয়, যাকে অন্যভাবে 'দ্য অর্ডার' বা 'অর্ডার অব দ্য কোয়েস্ট' বলেও ভাবা হয়। পরবর্তীকালে এটিই জার্মান ওরডেন ও জেসন পরিবারের কাছে '*Skull and Bones*' হিসেবে গৃহিত হয়।

যখন *Annuit Coeptis* সমস্ত কিছু দেখার চোখের ওপরে অবস্থিত, তখন '*Novus Ordo Seclorum*' পিরামিডের নিচে অবস্থিত থাকে। *Annuit Coeptis* শব্দের অর্থ—"আমাদের প্রচেষ্টা দেখে তিনি খুশি হবেন।" (যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ)। নোটের ডানপাশের ঈগলের ওপর লেখা আছে *E Pluribus Unum*। যার ল্যাটিন অর্থ দাঁড়ায়—"অনেকের মধ্য থেকে একটা"। ঈগলটার আছে ১৩টি তির, ১৩টি জলপাই গাছের শাখা এবং মাথার ওপর ১৩টি তারা। এদিকে আমেরিকা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৩টি 'কলোনি' নিয়ে। তাছাড়া ট্যাম্পলার পাইরেট জ্যাকস ডি মোলেকেও ১৩তম শুক্রবারে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছিল।

এজন্য ৩, ৯, ১৩ ও ৩৩ গুপ্তসমাজের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা। বিলারবার্গার কমিটির তেরো সদস্যবিশিষ্ট শক্তিশালী এক নীতিনির্ধারণী কমিটি আছে। এই কমিটিতে প্রিন্স বার্নহার্ড, হাব্সবার্গ পরিবারের সদস্য ও ব্লাক নোবিলিটির নেতারাও রয়েছেন। এই বিলারবার্গ কমিটি রথচাইল্ডের গোলটেবিল নম্বর ৯-এর উত্তর প্রদান করতে চেষ্টা করেন।

প্রাচীন আধ্যাত্মিক গ্রন্থগুলো আমাদের বলে যে, সংখ্যা হচ্ছে সৃষ্টির মূল ভিত্তি। কিছু কিছু সংখ্যা হচ্ছে বাস্তবতাকে বোঝার মূল চাবিকাঠি, কিন্তু বরাবরের মতো আবারও লুসিফেরিয়ানরা সেই আধ্যাত্মিক জ্ঞানগুলো চুরি নেয়। সেগুলোকে

Scanned with CamScanner

তাদের গুপ্তসমাজগুলোর দ্বারা আমাদের থেকে লুকিয়ে ফেলে, তারপর সেগুলোকে বিকৃত করে ফেলে এবং তারা চতুর্থ মাত্রার পাগলামিতে আমাদের নিমগ্ন করে তোলে।

পবিত্র গ্রন্থ পড়ে তথ্য সংগ্রহ করা ইলুমিনাতি ফ্রিম্যাসনদের অন্যতম লক্ষ্য, যাতে তারা সেগুলোকে নিজেদের মতো করে রূপান্তরিত করে নিতে পারে এবং তাদের আর্থ-সামাজিক এজেন্ডাগুলোকে চালিয়ে নিতে পারে। তাই জ্যামাইকান বিপ্লবের শিল্পী পিটার টোস ব্যাবিলিয়ানদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন—"আমরা যা করি, ওরা করে ঠিক তার উল্টোটা।"

Scanned with CamScanner

অধ্যায় : তিন

প্রাচীন জায়নবাদীদের এজেন্ডাসমূহ

বর্তমানে বিশ্বব্যাপী ব্যাংকারদের দ্বারা চলে আসা সন্ত্রাসবাদ স্মরণ করিয়ে দেয় ১৮০০ শতকের পুরো বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করার নীল নকশার কথা, যে নীল নকশাটিকে জায়নের জ্ঞানী ব্যক্তির প্রটোকল নামে ডাকা হয়। এটি রাশিয়ান এক জেনারেলের কন্যা পেয়েছিলেন। প্যারিসের মিজরাইম ফ্রিম্যাসন লজের এক সদস্যকে তৎকালীন ২৫০০ ফরাসি ফ্রাংক ঘুষ দেওয়ার পর তিনি এটি লাভ করেন। এই ডকুমেন্টটি নাইট ট্যাম্পলারদের একদম ভেতরের খবর উন্মুক্ত করে দিয়েছে, যা সবার কাছে 'প্রিয়রি অব সায়ন' বলে পরিচিত।

'প্রিয়রি অব সায়ন'-এর অভিজাতরা বিশ্বাস করে যে, যিশু সেদিন মৃত্যুর পর নির্দিষ্ট কিছু ঔষধিগাছের প্রভাবে বেঁচে উঠেছিলেন। তিনি মৃতুবরণ করেছেন এটি ছিল মিথ্যা। তারপর এসে বিয়ে করেন ম্যারি ম্যাগদালিনকে। প্রিয়রিরা বিশ্বাস করে যে, এই দম্পতিরা দক্ষিণ ফ্রান্সের কোনো এক জায়গায় বিচরণ করতেন এবং তাদের অনেকগুলো সন্তান ছিল। ৫ম শতাব্দীতে এসে একটি ধারণা জন্মে যে, যিশুর সন্তানেরা ফরাসি রাজবংশে বিয়ে করেছে। তারপর তারা সেখানে ফরাসি নাম ধারণ করে। এভাবে তারা গঠন করে মেরোভিজিয়ান রাজবংশের। এভাবেই 'দ্য রয়্যাল ব্লাড' বা সেনগ্রেইলকে পুরো মানবজাতির ওপর শাসনের বৈধতা দিতে ব্যবহার করা হয়।

তেরো শতাব্দীতে এসে নাইট ট্যাম্পলাররা তাদের লুট করা স্বর্ণ দিয়ে পুরো ইউরোপজুড়ে নয় হাজার দূর্গ কিনে নেয়, যা তাদের সাম্রাজ্য কোপেনহেগেন থেকে দামেস্ক পর্যন্ত বিস্তৃত হতে সাহায্য করে। আর এই সম্পত্তিগুলোর অনেকটাই ব্যবহৃত হয় রোমান সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠা করতে।

যাই হোক, আধুনিক ব্যাংকিং সিস্টেম ও বৈধ সুদের ধারণা প্রতিষ্ঠা করেন ডাকাত ব্যারন ট্যাম্পলাররা, যাকে আজকাল সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থাও বলা হয়ে থাকে। ট্যাম্পলারদের ব্যাংক সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে তাদের নতুন পাওয়া স্বর্ণের ওপর নির্ভর করেই।

তাদের কাছ থেকে নেওয়া ঋণের ওপর তারা সুদ ধরে ৬০% করে। বিশ্বস্ত অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে বন্ড মার্কেটের ধারণা তারাই প্রথম চালু করে। তারাই সবার

Scanned with CamScanner

আগে পবিত্র তীর্থভূমি পরিদর্শনের উদ্দ্যেশ্যে আসা তীর্থযাত্রীদের ওপরে তৎকালীন ক্রেডিট কার্ড সিস্টেমের প্রবর্তন ঘটায়। তাদের সাথে ট্যাম্পলাররা আচরণ করতে থাকে অনেকটাই একজন কর আদায়কারীর মতো; যদিও তারা নিজেরাই রোমান সাম্রাজ্যর প্রতিষ্ঠা ঘটায়, তবুও!

সলোমন ট্যাম্পলের অধীনে গোপন ভবন নিমার্ণ সম্পর্কিত নির্দেশনা তারা তৈরি করতে থাকে। এভাবে ইউরোপের 'গ্রেট ক্যাথেড্রাল' তারা তৈরি করে ফেলে। গথিক স্থাপত্য রীতিতে ব্যবহৃত দাগযুক্ত কাঁচ ব্যহারের গোপন কথা খুব কম লোকই জানে। এই শিল্পটি ওমর খৈয়াম সবচেয়ে ভালো জানত, যিনি ছিলেন গুপ্তহত্যা পদ্ধতির প্রতিষ্ঠাতা হাসান বিন সাবা'র বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী।

ট্যাম্পলাররা অনেকগুলো জাহাজের বিশাল নৌবহর নিয়ন্ত্রণ করত। আটলান্টিক মহাসাগরের ফরাসি বন্দর 'লা রচেলে'তে তাদের নিজস্ব নৌবাহনী ও নৌ-জাহাজের ঘাঁটি ছিল। তারাই সর্বপ্রথম সমুদ্রযাত্রায় চুম্বকীয় কম্পাসের ব্যবহার শুরু করে। ট্যাম্পলারদের সাথে বিশেষভাবে ইংল্যান্ডের রাজপরিবারের সখ্যতা ছিল। তারা রিচার্ড দ্য লায়ন হার্টের কাছ থেকে সাইপ্রাস দ্বীপ কিনে নেয়, যেটি পরবর্তীতে তুর্কিরা তাদের পরাস্ত করে ছিনিয়ে নেয়।

জাদুবিদ্যা ও কালো জাদুর চর্চা করার জন্য ১৩০৭ সালের তেরো অক্টোবর, শুক্রবারে ফ্রান্সের রাজা চতুর্থ ফিলিপ সৈন্যদল সহকারে পোপ পঞ্চম ক্লেমেন্টের সাথে যুক্ত হয়ে নাইট ট্যাম্পলারদের বিচার করতে বসেন। সেই থেকে শুক্রবার তেরোতম দিনকে অশুভ বলে ধরা শুরু হয়। এরপর থেকে ট্যাম্পলাররা তাদের লুট করা সম্পত্তি গুটিয়ে নেয় ফ্রান্স থেকে। তারপর এসে ম্যাগনাকার্টা চুক্তি স্বাক্ষর করে এবং তাদের নতুন ফ্রিম্যাসন শহর হিসেবে তৈরি করে নেয় লন্ডন শহরকে।

'সায়ন' শব্দটি এসেছে জায়ন শব্দটি থেকে; যা আবার এসেছে প্রাচীন হিব্রু শব্দ 'জেরুসালেম' থেকে। ১৯৫৬ সালে সর্বপ্রথম এই প্রিয়রি অব সায়নরা জনসম্মুখে আসে। ১৯৮১ সালে ফরাসি সংবাদ সংস্থা একশো একুশজন তালিকাভুক্ত প্রাথমিক প্রিয়রি সদস্যের নাম প্রকাশ করে। তাদের মধ্যে ছিল বিভিন্ন ব্যাংকার, রাজবংশের সদস্য, বিশ্ব রাজনীতির নেতৃস্থানীয় ইত্যাদি গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। পিয়রে প্লানটার্ডকে তালিকাভুক্ত করা ছিল গ্রান্ড মাস্টার হিসেবে।

Scanned with CamScanner

মেরোভিজিয়ান রাজা দ্বিতীয় ডিওবার্ডের সরাসরি বংশধর ছিল প্লানটার্ড। দক্ষিণ ফ্রান্সের রেনেস লে চাটিউ এলাকাতে তার অনেক সম্পত্তি ছিল এবং সেখানে ছিল প্রিয়রি অব সায়নদের ঘাঁটি। তারা বিশ্বাস করত যে, সলোমন মন্দির অধীনের হারিয়ে যাওয়া সম্পত্তি একদিন না একদিন উদ্ধার হবেই এবং সঠিক সময়ে তা আবার ইসরায়েলকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। তারা এটাও বিশ্বাস করে যে, অদূর ভবিষ্যতে রাজতন্ত্র আবার ফ্রান্স ও অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর নিকটে পুনঃপ্রতিষ্ঠ হবে।

'Wise man of Zion'-এর প্রটোকলগুলো ১৯৬৪ সালে ফরাসি বই '*Dialogue Between Machiavelli and Montesquien*' অথবা '*Politics of Machiavelli in the Nienteenth century*'-তে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯৯০ সালে রাশিয়ান প্রফেসর সার্জিও নিলস প্রটোকলগুলো তার বই '*The great within the small : The comming Anti-Christ*'-এ প্রকাশ করেন। এটি লেখার অপরাধে নিলসকে ধরা হয় এবং প্রচুর নির্যাতন করা হয়। কয়েক দশক ধরে এই প্রটোকলগুলোকে জনগনের সামনে থেকে সরিয়ে রাখা হয়।

এই প্রটোকলগুলো গুপ্তসমাজকর্তৃক ইশতেহার হিসেবে লিখিত হয়, যারা নিজেদের মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করে। তারা এই প্রটোকলে জনসাধারণকে বুঝাতে উল্লেখ করে হিব্রু শব্দ 'goyim'-কে; যার আসল অর্থ হচ্ছে গবাদিপশু।

হিটলারসহ বাকি এন্টি সেমেটিকসরা একে বলে থাকে 'ইহুদি ষড়যন্ত্র', কিন্তু প্রটোকলের লেখক ইহুদি ছিল না; ছিল একজন শয়তানবাদী—যারা জায়োনিজম নামের বড়মাপের একটি রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলে। যারা লন্ডন শহরকে বিশ্বের আধিপত্যের সিংহাসনে স্থান দিতে ইসরায়েলকে একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে ব্যবহার করত, সেই সাথে রথচাইল্ড কিংবা রকফেলাররা ছিল পুরো মধ্যপ্রাচ্যের তেল নিয়ন্ত্রক বা অধিপতি।

এই আন্দোলনটি ইলুমিনাতিদের বিভিন্ন গোপন সংঘের দ্বারা দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে থাকে বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন সংঘে। যেমন : নাইট ট্যাম্পলার, ফ্রিম্যাসন, কাব্বালাহ, মুসলিম ব্রাদারহুড ইত্যাদি। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত হতে থাকে এর মূলকেন্দ্রও। সুমেরিয়া থেকে এটি পরিবর্তিত হয়েছিল মিশরে। তারপর রোমে এবং বর্তমানে এটির কেন্দ্র হচ্ছে লন্ডন শহরে। সেই শহরের

Scanned with CamScanner

বিশেষ এক স্থানে এক বর্গমাইলের একটা জায়গা আছে, যেখানে লন্ডন সরকার কিংবা যুক্তরাজ্যের সরকার কারও কোনোরকম এখতিয়ার নেই। এই আন্দোলনের নিউক্লিয়াস হচ্ছে ইলুমিনাতি সম্প্রদায়, আর এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে লুসিফারকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া।

'Wise man of Zion'-এর বিশেষ কিছু প্রটোকল, যেগুলোকে তারা অনুসরণ করে চলে, তা নিচে উল্লেখ করা হলো—

প্রটোকল-৪ : "জনসাধারণ (যাকে তারা Goyim তথা গবাদিপশু বলে ডাকে)-এর জন্য আলাদা করে কিছু ভাবার দরকার নেই। তাদের মনকে শিল্প ও বাণিজ্যের দিকে ঘুরিয়ে দিতে হবে। যদিও সকল জাতিই এটি অর্জন করতে চাইবে। ফলশ্রুতিতে তারা তাদের কমন শত্রুকে চিনতে পারবে না। জনসাধারণকে আলাদা আলাদাভাবে ভাগ করে ফেলতে হবে, তাদের সম্প্রদায়গুলোকে ধ্বংস করে দিতে হবে। আমরা শিল্পকে অবশ্যই অনুমাননির্ভর প্রতিষ্ঠান করে রাখব, এর ফলে তারা জমি থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেবে এবং শিল্পও তাদের হাত থেকে পিছলে যাবে। তারা দিশেহারা হয়ে পড়বে আর তখনই আমাদের সুবিধা হবে।"

প্রটোকল-১০ : "আমরাই সবচেয়ে বেশি সন্ত্রাস ছড়াব। আমরা সবধরনের মতামতকে সেবা প্রদান করব। যেমন : রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি। তারপর সকলের ওপরই আমরা অধিকার প্রতিষ্ঠা করব। এদের মাধ্যমে সকল জাতিকে আমরা নির্যাতন করে যাব। তারা শান্তি খুঁজবে, তারা শান্তি পাওয়ার জন্য যেকোনো কিছু করতে তৈরি থাকবে, কিন্তু আমরা তাদের ততক্ষণ পর্যন্ত শান্তি দেব না, যতক্ষণ না তারা আমাদের সুপার-সরকারকে প্রকাশ্যে মেনে না নিচ্ছে। আমরা মানবতা ধ্বংস করব মতবিরোধ, হিংসা, যুদ্ধ, ঘৃণা, হিংসা—এমনকি নির্যাতন, অনাহার, অনিরাময়কৃত রোগ, চাহিদা ইত্যাদির দ্বারা; যাতে জানসাধারসণ উপায়ান্তর না দেখে আমাদের অর্থ ও প্রভাব গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।"

প্রটোকল-১৩ : "আমাদের শিক্ষিত প্রবীণরা বলে গেছেন—তারা কতই না দূরদর্শী ছিলেন—একটি লক্ষ্য পূরণ হওয়ার জন্য আত্মত্যাগ গণনা করা কখনো থামানো যাবে না। আমাদের জন্য কতজন আত্মত্যাগ করল, তা গণনা করা কিংবা ভুলে যাওয়া যাবে না। তা ঠিক হবে না। তবে আমরা গরু-ছাগলের (এই

Scanned with CamScanner

নামেই তারা জনসাধারণকে উল্লেখ করে থাকে) আত্মত্যাগকে গণনায় ধরব না। তারা কী চায়—আমরা তা কখনো বুঝতে দেব না। এ উদ্দেশ্যে আমরা তাদের বিনোদন, খেলা, অবসর, প্যাশন, আত্মপ্রসাদ ইত্যাদি দিয়ে ব্যস্ত করে ও ভুলিয়ে রাখব। ফলে তারা শেষমেষ এই প্রশ্নটিই ভুলে যাবে যে, আমরা তাদের কাছ থেকে কী চাই আর কেনইবা তাদের বিরোধিতা করি। এভাবে বিভিন্ন অযৌক্তিক বিষয়ের প্রতিফলন ঘটতে ঘটতে একসময় তারা স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলবে। তখন তারা আমাদের সুরে সুর মেলাবে। কারণ, আমরা তাদেরকে চিন্তার নতুন নতুন দিকনির্দেশনা প্রদান করব।"

প্রটোকল-১৫ : "সকল দেশে আমরা ফ্রিম্যাসন লজ স্থাপন করব, যাতে তারা শোষণ করতে পারে অথবা হয়ে উঠতে পারে ঐ দেশের জনগণের সকল কর্মকাণ্ডের মূল। এই সকল লজে থাকবে গোয়েন্দা অফিস, যা তাদের প্রভাবিত করবে। লজগুলোর প্রায় সবই হবে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পুলিশের এজেন্ট। যেগুলো শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কাজে ব্যবহৃত হবে না, আমাদের কার্যক্রমগুলো অবলোকন করতে ও সেগুলোকে ঢাকতেও ব্যবহৃত হবে। একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ পরিষদের দ্বারা লজগুলো পরিচালিত হবে, যা শুধুমাত্র আমরাই জানব, অন্যদের কাছে সেগুলো অতি অবশ্যই অপরিচিত থাকবে। আমাদের জ্ঞানী পূর্বপুরুষরা (ইলুমিনাতি) যা লিখে গেছেন, আমরা সেগুলোই পালন করে চলব। সর্বাধিক গোপনীয় রাজনৈতিক কাজগুলো আমরাই করব এবং আমাদের নির্ধারিত পথ ও দিকেই তা পালিত হবে।"

প্রটোকল-১৬ : "...সমষ্টিবাদের প্রথম পর্যায়ে আমরা সকল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাচীন ইতিহাস তুলে ফেলব। সেই জায়গায় প্রতিস্থাপন করব ভবিষ্যতের প্রোগ্রাম কিংবা শিক্ষা। পূর্ব শতাব্দীগুলোর আমাদের জন্য ক্ষতিকর ইতিহাস ও স্মৃতি আমরা মানুষের মস্তিষ্ক থেকে দূরে সরিয়ে রাখব। প্রতিটি জীবনকে তাদের গন্তব্যের জন্য ছুটে চলতে হবে; ছুটে চলতে বাধ্য করব আমরা। এই পদ্ধতিটি ইতোমধ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছে তথাকথিত বিষয়ভিত্তিক পাঠদান দেওয়ার মাধ্যমে। এই প্রোগ্রামে আমারা আমাদের বিষয় এক-তৃতীয়াংশ যুক্ত করে দেব এবং তাদের পর্যবেক্ষণ করে যাব; এর অন্যথা কখনো হবে না।"

প্রটোকলগুলোর অন্য এক জয়গায় বলা হয়েছে—"আমরাই একমাত্র সত্য জাতি, আমরা নির্বাচিত হয়েছি। আমাদের মনে পবিত্র আত্মার শক্তি আছে।

Scanned with CamScanner

পৃথিবীর বাকি সাধারণ জনগণের বুদ্ধি পশু সমতুল্য ও সহজাত। তারা দেখতে পারে, কিন্তু পূর্বধারণা করতে পারে না। আমরা বিশ্বে আধিপত্য করব এটা প্রকৃতি নিজে পছন্দ করেছে। বাহ্যিকভাবে আমরা শুধু সম্মানিত হতে ও সমবায় হতে চেষ্টা করব।

একজন রাজনীতিবিদ কখনোই তার কথা ও কাজের সাথে মিল রাখবে না। সুদ বহনকারী অর্থের জন্য আমরা যে নীতিগুলো তৈরি করব, সরকার ও জনগণ তা গ্রহণ করার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকবে। নগদ অর্থ ও IOU গ্রহণ করবে তারা। অর্থনৈতিক সঙ্কটগুলো আমরাই তৈরি করব, যাতে প্রচলিত অর্থব্যবস্থা অস্বীকার করতে তাদের আর কোনো রাস্তা না থাকে। ফলে তারা একদিন আমাদের মানবজাতির উপকারী বন্ধু ও উদ্ধারকর্তা হিসেবে মেনে নিতে থাকবে। যদি কোনো রাষ্ট্র বা প্রতিবেশী আমাদের বিপক্ষে চলে যায়, কথা বলার চেষ্টা করে, আমরা তার পেছনে যুদ্ধ লেলিয়ে দেব।"

যদিও মেইনস্ট্রিম মিডিয়ার দ্বারা ইলুমিনাতি মিডিয়া এগুলোকে ভুল প্রমাণিত করার চেষ্টা করে গেছে; তবু 'Wise man of Zion'-কে জনগণ ও কিছু স্কলার খুব বেশি গুরুত্বের সাথে নেয়। তাদের মধ্যে আছে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নেতা—যেমন : জার্মানির কাইজার দ্বিতীয় উইলহেলম, রাশিয়ান জার দ্বিতীয় নিকোলাস, আমেরিকান শিল্পপতি হেনরি ফোর্ড প্রমুখ।

এই ডকুমেন্টগুলো প্রায়শই 'প্রাচীন রহস্য', 'ডেভিডের বংশ', 'প্রতীকী সাপ' ইত্যাদি দিয়ে বুঝানো হয়। এর সমাপ্তি বিবৃতিতে লেখা আছে—"৩৩ ডিগ্রির সম্মানিত প্রতিনিধিরা স্বাক্ষর করেছেন।"

Scanned with CamScanner

কালো টাকা ও আনুন্নাকি

সুমেরিয়ার মেসোপটোমিয়ায় টাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিস নদীর তীরে প্রাপ্ত 'প্রাচীন রহস্য' ইলুমিনাতি গোপন সমাজের অনেককিছুরই প্রতিনিধিত্ব করে। সেখানকার কাদামাটির ফলকগুলো বলে যে, এডেনের বাগানের শিকার সংগ্রহের উদ্যানে মানুষকে জোর করে কৃষিকাজে বাধ্য করা হয়েছিল, নিবিরু নামের গ্রহ থেকে আগত আনুন্নাকি আক্রমণকারীদের দ্বারা।

আজ এই অঞ্চলটি ইরাক হিসেবে পরিচিত। এই দেশটির পূর্বের পরিচয় গোপন করে দিয়ে বর্তমানে তেল-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে বিশ্ববাসীকে দেখানো হয়।

মার্চ ২০০৩-এর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ইরাক আক্রমণের সময় সর্বাপেক্ষা যে বিল্ডিংটা প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল, তা হচ্ছে—বাগদাদে অবস্থিত ইরাকের জাতীয় জাদুঘর, দ্বিতীয়টি ছিল ইরাকের ন্যাশনাল ব্যাংক। এগুলো পরে রথচাইল্ডদের কাছে হস্তান্তর করে দেওয়া হয়। ইলুমিনাতিদের দ্বারা করা 'লুট'-এর মধ্যে সুমেরিয়ান শিল্পকর্মগুলোও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

নব্যবিজ্ঞান গবেষকদের কাছে এই চিহ্নগুলো ছিল অনেক বেশি মূল্যবান। সুমেরীয় কাদামাটির ট্যাবলেটগুলো যে দাবি তুলেছে, তা রীতিমতো ভয়ংকর। এগুলো দাবি করে যে, আনুন্নাকির বংশধর মহাকাশ থেকে অবতরণ করেছে এবং মানুষকে সোনার খনিগুলোতে কাজ করার জন্য ইঞ্জিনিয়ার দাসে রূপান্তরিত করে দিয়েছে।

যাই হোক, ২০০৩ সালের পিরিয়ডের সময়কালে আরব-আমিরাত রাষ্ট্রগুলোর অন্যতম দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাত (UAE)-এর দুবাই শহর শুল্কমুক্ত বন্দর ও মাদকের অর্থ পাচারের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছিল। হংকংও ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় লন্ডন সিটির জন্য এই একই ভূমিকা পালন করত। এই সময়ে ক্রাউনদের জন্য আফিমের চাষ হতো আফগানিস্তানে; তখন হংকং ক্রাউনদের দ্বারা অর্থায়িত হতো। গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গলের মাধ্যমে আফিম ও অস্ত্রের চোরাকারবার করার জন্য তারা এটিকে একটি প্রধান রুট হিসেবে ব্যবহৃত করত।

Scanned with CamScanner

বর্তমানে দুবাই শহর লন্ডনের অর্থ ও অস্ত্র গোল্ডেন ক্রিসেন্টে সরবরাহ করার জন্য একইভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই অংশটি আফগানিস্তান, ইরান ও পাকিস্তানকে নিয়ে গঠিত হয়েছে। গোল্ডেন ক্রিসেন্টের আফিম বাণিজ্য বর্তমানে দখল করে নিয়েছে গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল, যা CIA-এর তৈরি পাকিস্তানের মুজাহিদিনের দখলে আছে। UAE-এর আর একটি শুল্কমুক্ত বিমানবন্দর 'শারজা' অস্ত্রের চোরাচালানের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে।

উপসাগরীয় রাষ্ট্রসমূহ, যেমন—সৌদি আরব, UAE, কাতার, বাহরাইন, ওমান, কুয়েত একতান্ত্রিক রাজতন্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, যারা আবার মুসলিম ব্রাদারহুডের সদস্য। ক্রাউন এজেন্টরা ১৯১৬ সালের 'Skyes-Picot' চুক্তির মাধ্যমে তাদের এই আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। বিশ্বের প্রায় ৪২ শতাংশ তেল তাদের সীমানায় অবস্থিত। এর এক বছর পরই লর্ড ওয়াল্টারের নিকট প্রেরিত বেলফোরের ঘোষণা ইসরায়েল প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করে দেয়, যার পেছনে ছিল কাব্বালিস্টিক ক্রাউন এজেন্টরা।

অস্ত্র ও ড্রাগ ব্যবসায় স্বর্ণ হচ্ছে তাদের মুদ্রা এবং বিশ্বের বিলিয়ন ডলার বাণিজ্যের জনপ্রিয় সংযোগ পথ হচ্ছে দুবাই। দুবাইয়ের স্বর্ণ বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করে 'বৃটিশ ব্যাংক অব মিডল ইস্ট'। এটি বিশ্বের অন্যতম বড় ব্যাংক HSBC ব্যাংক এর মালিকানাধীন। 'হংকং সাংহাই ব্যাংক' সর্বাধিক পরিচিত HSBC ব্যাংক নামে; এই ব্যাংক হংকং-এর স্বর্ণ বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করে ক্লেইনওয়ার্ট বেনসনের সাথে, যার সাথে আবার ভালো সম্পর্ক রিও টিন্টোর। আর এই রিও টিন্টো কিনা আফিম নিয়ন্ত্রণের অধিকর্তা ম্যাথসন পরিবারের অধিষ্ঠাকর্তা।

ম্যাথসনের উত্তরসূরি হচ্ছে কেসউইক ও সোয়ার পরিবার। যারা HSBC, Jardine Matheson, P&O nedloyd ও Cathay Pacific Airlines এই ব্যাংকগুলোর বোর্ড অব ডিরেক্টরদের নিয়ন্ত্রণ করে। ক্লেইনওয়ার্থদের 'Shaps Pixley subsidiary' হচ্ছে এদের সহায়ক পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম প্রতিষ্ঠান।

N.M Rothschild & Sons চূড়ান্তভাবে ২০০৭ থেকে স্বর্ণের মূল্য ফিক্সড করে। সোনার মূল্য নির্ধারকদের মধ্যে আরেকটি হলো 'Mocatta Metals', যার অধিকাংশ শেয়ারের মালিক স্টান্ডার্ড চার্টার। চিচিল রডসরা এই ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠা করেছে এবং লর্ড ইনসেক্স এর বোর্ড চেয়ারে বসে আছে। ইসরায়েলি মোসাদের

Scanned with CamScanner

অর্থের অন্যতম যোগানদাতা এই Mocatta। লন্ডন শহরের স্বর্ণের মূল্য নির্ধারণকারীদের মধ্যে তৃতীয় হচ্ছে মিডল্যাড ব্যাংকের স্যামুয়েল মন্টেগু। ১৯৯৯ সালে HSBC কিনে নেয় মিডল্যান্ড ব্যাংককে। বর্তমানে এই ব্যাংকের অংশীদারত্ব রয়েছে কুয়েতের আল-সুবা গোত্রের হাতে। অপর দুই মূল্য নির্ধারণকারী হচ্ছে 'জনসন ম্যাথিউ' ও 'এন.এম রথচাইল্ড'। দুজনেই অ্যাংলো আমেরিকান আর HSBC-এর সাথে বেশ ভালো সম্পর্ক রেখে চলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার ওপেনহেইমার ফ্যামিলি অ্যাংলো-আমেরিকানকে নিয়ন্ত্রণ করে, যারা ঈগলহার্ট-এর মালিক। এটি বিশ্বের অপরিশোধিত স্বর্ণের একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার নিজের হাতে রাখে।

স্বর্ণ ও ডায়মন্ডকে আগুনের তাপ দ্বারা কীভাবে পরিশোধিত করা যায়, সেই জ্ঞান রহস্যময় সেন্ট-জার্মেইন প্রথম লাভ করে। তিনি কাউন্ট নবম উইলহেলম হেসের সাথে কিছু সময় ছিলেন, যার আবার উপদেষ্টা ছিলেন মেয়র রথচাইল্ড। কাউন্ট তার গোপন জ্ঞান যুবক রথচাইল্ডের সাথে ভাগ করেন হেসের বাড়িতে, যিনি আবার ফ্রাংকফুটের ক্যাবালিস্টিক ফ্রিম্যাসন লজ নিয়ন্ত্রণ করতেন।

ডায়মন্ড বা হীরা যেহেতু আকারে ছোট এবং সহজে পরিবহনযোগ্য, তাই এটি ড্রাগ চোরাচালনের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ; এমনকি এর মূল্যও অনেক বেশি। বিশ্বে ডায়মন্ড মার্কেটের ৮৫% স্যার হেনরি ওপেনহেইমারের De Beers নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ডি বেয়ার্স অ্যাংলো-আমেরিকার একটি সহায়ক সংস্থা, যার বোর্ডে হেনরি সাহেব অধিষ্ঠিত। বর্তমানে এর চেয়ারম্যান নিকি ওপেনহেইমার।

ডি বিয়ার্সের সবচেয়ে মূল্যবান হীরা খনিগুলো দক্ষিণ আফ্রিকাতে অবস্থিত বতসোয়ানার কালাহারি মরুভূমির পাশে জওয়ানাং-এ। সম্ভবত এই জায়গাটি পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান সম্পত্তি। এটি কিম্বার্লি হীরক খনির ধমনিও বলা যায়; যেটি আবিষ্কৃত হয় ১৯৭৩ সালে।

নমিবিয়ার উপকূলেও ডি বিয়ার্সের হীরার খনি আছে। বিশ্বের সবচেয়ে বড় হীরার গুদাম ডি বিয়ার্সের অধিনস্ত লন্ডন হেডকোয়ার্টারে অবস্থিত। এই কোম্পানিটি লন্ডনে বছরে গড়ে দশবার অপরিশোধিত হীরা বিক্রি করে। ১২৫ হ্যান্ড-পিকআপ কাস্টমারের কাছে নির্ধারিত মূল্যে হীরা কেনা-বেচা করে। এই কোম্পানিটি যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ দ্বারা ১৯৯৪ সালে মূল্য নির্ধারণে সমস্যা

Scanned with CamScanner

করার কারণে অভিযুক্ত হয়। সেই থেকে এর অফিসিয়ালরা যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে পা দেন না গ্রেফতার হওয়ার ভয়ে।

আজপর্যন্ত বিশ্বের মাত্র দুটি জায়গায় হীরার কাটিং হয়ে থাকে। একটি বেলজিয়ামের অন্তরীপে, অপরটি আশকালান—ইসরায়েলে। ব্রুক্সেল-ল্যাম্বার্টকর্তৃক অন্তরীপে এর অর্থায়ন করা হয়, যার সবকিছু পরিচালনা করে ল্যাম্বার্ট পরিবার। যারা রথচাইল্ডদের কাজিন ও কলঙ্কিত ড্রিক্সেল ল্যাম্বার্টের মালিক। ইসরায়েলে এই খাতে অর্থায়ন করে ব্যাংক ল্যামি, যেটি ইসরায়েলের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক হাউজ, যেটি আবার নিয়ন্ত্রিত হয় বৃটিশ বারক্লিজ ব্যাংক দ্বারা। স্যার হেনরি ওপেনহেইমার এখানেও, অর্থাৎ বারক্লিজ ব্যাংকের বোর্ডেও অধিষ্ঠিত আছেন। সম্প্রতি ভারতের গুজরাট হীরার কাটিং ক্ষেত্র হিসাবে পরিচিতি পেয়েছে স্বল্পমূল্যের শ্রমশক্তির কারণে। ব্যাংকক, তেলআবীব ও নিউইয়র্ক এটির ওপর নির্ভরশীল। বর্তমানে বিশ্বের আশি শতাংশ হীরার কাটিং হয়ে থাকে বেলজিয়ামের অন্তরীপে।

De Bears আদর্শ চার্টাডদের মতো ১৯৮০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় রথদের প্রতিষ্ঠা করে। রথরা সেখানে 'ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনশিপ অব রয়্যাল ইনস্টিটিউট (IRRS)' প্রতিষ্ঠা করে, যা 'কাউন্সিল অব ফরেন রিলেশনশিপ'-এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে ক্রাউন এজেন্ট আসার পথ সুগম করে দেয়। এই কাউন্সিলের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল 'একটি ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করা, সিক্রেট সোসাইটির প্রতিষ্ঠা ও প্রমোশন করা এবং সমস্ত বিশ্বে বৃটিশ শাসনকে বিস্তারিত করা। আর সেই সাথে আরও একটি লক্ষ্য ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা।'

রথদের স্কলাররা—বিশেষ করে বিল ক্লিনটন—রথদের ট্রাস্ট গঠন করে দেয়। এই ট্রাস্টের পরিচালক ছিলেন লর্ড আলফ্রেড মিলনার, যিনি ১৯৯৯ সালের বোয়ার যুদ্ধকে উস্কে দেন। ফলে ব্রিটেন ও রথরা দক্ষিণ আফ্রিকার হীরা ও স্বর্ণের খনির আধিপত্য লাভ করে। সেখানে বর্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকার কালো মানুষেরা বিশ্বের সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ কাজগুলো করে এবং বিনিময়ে প্রায় কিছুই পায় না।

বিশ্বের সর্বাধিক বড় তিনটি খনি হচ্ছে : BHP Bilton, Rio Tinto ও Anglo American, যার সবগুলোই নিয়ন্ত্রণ করে

Scanned with CamScanner

ওপেনহেইমার/রথচাইল্ড/RD/সেল ইত্যাদির ক্রাউন এজেন্ট তথা রাজকীয় প্রতিনিধিরা, ২০১০ সালে যেগুলোর শীর্ষ দুটি একত্রিত হয়ে যায়।

কানাডাও ক্রাউনদের দ্বারা এবং বনফাম পরিবার ও তাদের অনুসারীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। পাঁচটি বৃহৎ কানাডিয়ান ও চারটি বড় বৃটিশ ব্যাংক কানাডিয়ান সিলভার ট্রায়াঙ্গালকে নিয়ন্ত্রণ করে। ড্রাগ স্মাগলারদের স্বর্গ বলে পরিচিত বেলিজ ও কেম্যান এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে। অন্য আরও কানাডিয়ান ব্যাংকগুলো হচ্ছে 'ব্যাংক অব মন্ট্রিল', 'রয়্যাল ব্যাংক অব কানাডা', 'টরেন্টো ডমিনিশন ব্যাংক', 'কানাডিয়ান ইম্পেরিয়াল ব্যাংক অব কমার্স' ইত্যাদি। অন্য বৃটিশ ব্যাংকগুলো হলো 'ন্যাশনাল ওয়েস্ট মিনিস্টার', 'বারক্লেজ', 'এললয়ড' ও 'মিডল্যান্ড ব্যাংক'।

HSBC মিডল্যান্ড ব্যাংক কিনে নেয় এবং এর ২০% মালিকানা রয়েছে স্টান্ডার্ড চার্টাড ব্যাংকের হাতে। এই ব্যাংক দুটি হংকংয়ের মুদ্রা ছাপায়। মিডল্যান্ড ব্যাংকের বোর্ড পরিচালিত হয় অবসরপ্রাপ্ত পেন্টাগন অফিসারদের দ্বারা, যারা CIA-এর পেট্রোডলারকে পুনর্ব্যাবহার করতে কাজ করে।

ক্যারিবিয়ান স্বর্ণের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে 'ব্যাংক নোভা স্কটিয়া'র হাতে। এছাড়াও এটি ক্যারিবিয়ানের বাইরের যাবতীয় বিমানের ফ্লাইট নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। বিখ্যাত ব্যাংকার 'নোরান্ডা' হচ্ছেন ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের মাইনিং কোম্পানি ও ক্যারিবিয়ানদের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্বর্ণের ডিলার। স্বর্ণ ড্রাগ চোরাচালনকারীদের কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি মুদ্রা। 'ব্যাংক অব নোভা স্কোটিয়া'র অঙ্গপ্রতিষ্ঠান 'স্কোটিয়া ব্যাংক' ক্যারিবিয়ান ড্রাগ বাণিজ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ৯/১১-এর সন্ত্রাসী হামলার পর ওয়াল্ড ট্রেড সেন্টারের ধ্বংসস্তুপ থেকে প্রায় দুশো টন সোনা পাওয়া গেছে, যার সবটাই নোভা স্কোটিয়ার অধীনে ছিল।

যেকোনো ব্যাংকের তুলনায় রয়্যাল ব্যাংক অব কানাডার অঙ্গপ্রতিষ্ঠান বেশি। বাহামাসে রয়্যালরা ন্যাশনাল ওয়েস্ট মিনস্টারে যৌথ বাণিজ্য খুলে বসেছে—যাকে সংক্ষেপে RoyWest বলা হয়ে থাকে। কানাডার সবচেয়ে প্রভাবশালী পরিবার হচ্ছে বনফাম পরিবার, এটি 'নোভা স্কটিয়া ব্যাংক' ও 'রয়্যাল ব্যাংক অব কানাডা' এই দুটিকেই নিয়ন্ত্রণ করে। বনফামরা DuPont-কে নিয়ন্ত্রণ করে। যার সাথে সংযুক্ত আছে Conoco, Seagrams, Vivendi ও Egal star ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি।

Scanned with CamScanner

ঈগল স্টার হচ্ছে বনফামসদের হোল্ডিং কোম্পানি, যার সাথে যৌথভাবে যুক্ত আছে বৃটিশ পাওয়ার হাউজের বারক্লেজ, এললয়েড, হিল স্যামুয়েল এন.এম অ্যান্ড সন্স ইত্যাদি। তাছাড়া ঈগল স্টার সংযুক্ত আছে 'অ্যালিজ ভ্যানিশারবার্গ' নামের একটি জার্মান কোম্পানির সাথে, যে কোম্পানিটি পরিচালিত হয় ভন থ্রুন, ট্যাক্সিস ও রিচেলবাচ পরিবারের মাধ্যমে; যারা অর্থনীতির দিক থেকে বিশ্বে অনেক প্রভাবশালী ভূমিকা রাখে।

বৃটিশ গোয়েন্দা সংস্থার সাথে খুব ভালো সম্পর্ক রয়েছে ঈগল স্টারের। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্বের সময় ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থার র‍্যাংকিংয়ে #১ ও #২ ব্যক্তি ছিলেন স্যার কেনেথ স্ট্রং ও স্যার কেনেথ কিথ। বর্তমানে তারা দুজনই ব্যাংক ডিরেক্টর। নোভা স্কোটিয়া ব্যাংকের বর্তমান ডিরেক্টর কেনেথ ও চেয়ারম্যান হচ্ছে হিল সামুয়েল। কিথ যুক্ত হয়েছেন HSBC-এর বোর্ড অব ডিরেক্টরে। এ ছাড়াও তিনি একজন Canadian Institute for International Affairs(CIIA)-এর প্রভাবশালী ব্যক্তি, যা লন্ডনের শক্তিশালী 'রয়্যাল ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স' ও মার্কিন 'কাউন্সিল অব ফরেন রিলেশন'-এর অঙ্গসংগঠন। এদের ও ক্রাউন এজেন্টদের ম্যান্ডেডগুলো কানাডায় দেশটির গর্ভনর জেনারেল দ্বারা পরিচালিত হয়।

'ব্যাংক অব মন্ট্রিল'র সাথে সিগ্রাম ও হাডসন বে কোম্পানির ভালো ঘনিষ্ঠতা আছে। এই হাডসন বে'র সাথে শক্ত বন্ধন গঠন করা আছে লর্ড ইনসেন্সের 'Peninsular & Orient Navigation Company (PONC)' ও হংকংয়ের কিসউইক পরিবার ও তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জার্ডিন ম্যাথসনের। PONC-এর ডিরেক্টর স্যার এরিক ড্রেক বর্তমানে 'হাডসন বে কোম্পানি'র বোর্ড অব ডিরেক্টরের আসনে বসে আছেন। তিনি ও উইলিয়াম জনসন কেসউইক বসে আছেন BP Amoco-এর আসনে। তারা সকলে মিলে হংকং স্বর্ণ মার্কেটের ৪৯% শেয়ার নিয়ন্ত্রণ করেন। কেসউইকের ছেলে জন হেনরি নেভিল লিন্ডলে কেসউইক HSBC-এর একজন ডিরেক্টর।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এশিয়ান হিরোইন পাচার করার জন্য ভ্যাংকুভার হচ্ছে খুবই জনপ্রিয় একটি পথ। ১৯৭৮ সাল থেকেই কানাডিয়ান গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে চাপ দেওয়া হচ্ছে, যাতে যুক্তরাজ্যে গমনকারী হিরোইন

Scanned with CamScanner

চোরাকারবারিতে ব্যবহৃত বিমানগুলোতে নজর না দেয়। কানাডিয়ান প্যাসিফিক এয়ারওয়েজের সাথে প্যাসিফিক রেলওয়েও এভাবে সংযুক্ত।

কানাডার সিলভার ট্রায়াঙ্গালের সকল লাভ ভাগ হয়ে যায় রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ ও জেরুসালেমের সেন্ট জন নাইটদের বিজনেস রাউন্ডটেবিলের সদস্যদের মধ্যে। কানাডিয়ান প্যাসিফিক অঞ্চলের বোর্ড মেম্বারদের মধ্যে আছে জে.সি. গিলমার, জে.পি. ডাব্লিউ অস্টিগ, চার্লস বনফাম, ডাব্লিউ ম্যাকগ্লিন, সেন্ট জনের সকল নাইট সদস্য। এদের মধ্যে ম্যাকগ্লিন আবার বসে আছেন 'রয়্যাল ব্যাংক অব কানাডা'র চেয়ারে।

বারক্লেজ ব্যাংকের বোর্ডে অধিষ্ঠিত আছেন সেন্ট জনের পাঁচজন নাইট। যেখানে ব্যাংক অব নোভা স্কটিয়া ও কানাডিয়ান ইম্পেরিয়াল ব্যাংক অব কমার্সের বোর্ডে আছেন তিনজন করে মাল্টা নাইট। মাল্টা নাইটের এক সদস্য কানাডিয়ান প্যাসিফিকের বোর্ড মেম্বার 'স্যান্ডবার্গ' একবার HSBC-এর প্রধান হয়েছিলেন। এরকম প্রতি পাঁচটি বড় কানাডিয়ান ব্যাংকের বোর্ড মেম্বারদের মধ্যে একজন করে মাল্টা নাইট আছেন।

CIIA ব্যাংকের পুরোটাই নাইটদের দ্বারা ভর্তি, যার মধ্যে সেন্ট জনের নাইটরাও আছেন। CIIA-এর আজীবন সম্মানিত সদস্য ছিলেন লকহার্ড গার্ডন, যার পিতা ক্লার্কসন গর্ডন গড়ে তুলেছিলেন 'টরেন্টো ডায়মন্ড ব্যাংক', 'ব্যাংক অব নোভা স্কোটিয়া' ও 'কানাডিয়ান ইম্পেরিয়াল ব্যাংক অব কমার্স'। এমনকি কানাডার গর্ভনর জেনারেল রোনাল্ড মিচার—যিনি একজন মাল্টার নাইট ছিলেন—CIIA-এর বোর্ড অব ডিরেক্টরে ছিলেন।

নাইট সেন্ট জন ক্রুসেডের সময় পরিচিত ছিল একজন ভালো আপ্যায়ক হিসেবে। তিনি ইউরোপিয়ান তীর্থযাত্রীদের জেরুসালেম থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন সেখান থেকে, যেখানে বাদশা সলোমন তার মাউন্ট মারিয়া মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়েছিল। বলা হয়ে থাকে, সেই মন্দিরে অনেক গোপনীয় কিছু লুকায়িত আছে। যেমন—গোপনীয় পবিত্র বস্তু, গোপনীয় নথি ইত্যাদি; যা আজ আল-আকসা মসজিদের সাথে অবস্থিত এবং ইসরায়েল/ফিলিস্তিনি উত্তেজনার কেন্দ্রস্থল।

কামরানে ১৯৪৭ সালে ডেড সি স্ক্রোল পাওয়া যায়। সেখানকার এক কপার স্ক্রোলে উল্লেখ করা ছিল যে, সলোমন মন্দিরের নিচে স্বর্ণসহ বিশাল ধন-সম্পত্তি লুকায়িত আছে। তাই এই স্ক্রোলগুলো ব্যাখ্যা করতে পারে যে, কেন সেন্ট জনের

Scanned with CamScanner

ভ্রাতৃসংগঠন, কেন নাইট ট্যাম্পলাররা তীর্থযাত্রীদের সেখান থেকে সরিয়ে দিয়েছিল আর কেনইবা জনগণের মূল ফোকাসটা রেখে দিয়েছিল ক্রুসেডের দিকে। হঠাৎ করে তাদের সংগঠন কেন বিশ্বের সবচেয়ে ধনী হয়ে উঠল, সেটারও ব্যাখ্যা করে এই স্ক্রোল।

ক্রুসেডে মুসলিমদের কাছে শোচনীয় পরাজয়ের পর সেন্ট দুজন সাইপ্রাসের মেডিটেরিয়াম আইল্যান্ডে চলে যায়, সেখানে ১৫২২ সালে তুর্কিরা আক্রমণ করেছিল। নাইটরা দুবার পরাজিত হয়ে আবার মাল্টায় চলে আসে। রোমান ক্যাথলিকরাই আজকের দিনের মাল্টা নাইট, যারা বিশ্বের ৪০টি স্বাধীন দেশে স্বাধীন জাতি হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করছে। তাদের হেডকোয়ার্টার অবস্থিত রোমে এবং স্বয়ং পোপ তাদের প্রশ্নের উত্তর দান করেন।

ব্রিটেনভিত্তিক প্রটেস্টান্টরা গড়ে উঠেন জেরুসালেমের সেন্ট জনকে কেন্দ্র করে। এই সেন্ট জন ছিলেন গ্রান্ড প্রেইরর অব দ্য অর্ডার, গ্লুসেস্টরের ডিউক ও রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের কাজিন।

ইউরোপীয় ফ্রিম্যাসনারীদের নেতা ছিল চেচিল রডস; যার সাথে সম্পর্কিত ছিল রডসরা, রাজা চতুর্থ জর্জ, কিং চতুর্থ উইলিয়াম, লর্ড র‍্যানডল্ফ চার্চিল (উইলিয়ামসনের বাবা), সলসবেরির মার্কুইস, লেখক আর্থার কোনান ডয়েল, রর্ডইয়ার্ক কিপলিং, ওস্কার ওয়াইল্ড প্রমুখ।

মানুষ সৃষ্টি সম্পর্কিত এদের 'গোপন জ্ঞান' বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব উভয়কেই অস্বীকার করে বসে। যেমন—সুমেরিয়া থেকে পাওয়া কাদামাটির ফলকগুলোতে আনুন্নাকির গল্প আছে। এগুলো প্রায় ৬০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সুমেরিয়ায় নিব্রু নামের এক গ্রহ থেকে এসেছে—এমনটিই তারা দাবি করে থাকে। এখানে বলা হয়েছে যে, আনুন্নাকি হিব্রু বাইবেলে আদামু নামে পরিচিত মানব দাসদের প্রজনন ঘটান স্বর্ণ খনিতে কাজ করিয়ে নেওয়ার উদ্দ্যেশ্যে। নাজি নামে আনুন্নাকিদের একজন নেতা ছিল। কাদামাটির ফলক অনুসারে যিনি আদমকে তৈরি করেছিলেন। সেই এলিয়েন তথা ঈশ্বরকে মেসোপটোমিয়ায় বলা হতো ই. ডিন। তারা স্বর্ণের খোঁজে পুরো পৃথিবী চষে বেড়ায়। আধুনিক বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন যে, আফ্রিকা, দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকাতে ১০,০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে খনিজ সংগ্রহ করার জন্য মাইনিং অপারেশন করা হয়েছিল।

Scanned with CamScanner

আদামুস এডেনের স্বর্গচ্যুত হয়ে স্বর্ণ খনির দাস হয়ে গেল। পৃথিবীব্যাপী বড় বড় গর্ত এ কারণেই সৃষ্টি হয়েছিল, যা আজকের নৃবিজ্ঞানের তত্ত্ব দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে। এই তত্ত্বটি পেরুর নাজকা লাইন ও মিশরের পিরামিডের ব্যাখ্যাও দিতে পারে।

তারপর থেকে আদম ও তার উত্তরসূরিরা হয়ে গেল লর্ড তথা প্রভুদের দাস। হিব্রু বাইবেলের শব্দ 'avodah', যাকে আমরা সাধারণত 'worship' তথা উপাসনা করা বুঝি, তার সত্যিকারের অর্থ হচ্ছে 'to work' তথা কাজ করা। আদম ও বাইবেলের অন্যান্য দেবতারা আসলে ঈশ্বরের উপাসনা করেননি; তাদের জন্য দাস হিসেবে কাজ করেছেন এবং তাদের 'ঈশ্বর' ছিলেন আনুন্নাকি।

মানুষ কেন সহজ ও দীর্ঘস্থায়ীভাবে পাওয়া শিকার করা ছেড়ে মেসোপটেমিয়ায় কৃষিকাজে মন দিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় সুমেরিয়ান কাদামাটির সেই ফলকগুলোতে। এই ফলকগুলো পরিষ্কারভাবে বলে যে, মানুষ কৃষিকাজে গেছে। কারণ, আনুন্নাকি ঈশ্বর তাদের তা করতে বাধ্য করেছে। শহরগুলো ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছে আর আনুন্নাকি ঈশ্বরের মানব/ঈশ্বর হাইব্রিড বংশধররা সেই শহরগুলোর নেতৃত্ব দিয়েছে। তারা শাসক হয়েছে, রাজা হয়েছে; মানুষদের সমানতালে শাসন করে গেছে। তাদের উত্তরাধিকারগুলোও বারবার পরিবর্তিত হয়েছে আনুন্নাকি রংক্তসম্পর্ক তথা ব্লাডলাইনের মাঝে।

প্রথম এরকম রাজা ছিলেন কুশ। তিনি ছিলেন নোয়ার নাতি ও নমরুদের পিতা। কিছু গবেষক এটাও বিশ্বাস করে যে, আনুন্নাকির পৃথিবী মিশনের কমান্ডার 'ইনলি' ছিলেন জিহোবা নিজেই, যিনি খুবই নির্মম একজন স্বৈরশাসক ছিলেন। যাকে অনেক ধর্মই নিজের পূর্বপুরুষ মনে করে, সেই আব্রাহাম/ইবরাহিম নিজেও একজন আনুন্নাকি বংশধরের হাইব্রিড হতে পারেন।

আব্রাহাম সম্পর্কিত গোপনীয় জ্ঞান সকলের জন্য ভিত্তি হিসেবে কাজ করে আধুনিক গোপন সমাজগুলো। ফ্রিম্যাসনারী থেকে কাব্বালাহ, তারপর মুসলিম ব্রাদারহুড পর্যন্ত এই কাজ করে যায়। সত্য হোক কিংবা মিথ্যা, ইলুমিনাতি এলিটরা বিশ্বাস করে যে, তাদের 'বিশেষ ব্লাডলাইন'কে পুরো মানবজাতি শাসন করার ঈশ্বরপ্রদত্ত শক্তি দেওয়া হয়েছে।

১৯৯০ দশকের মাঝে ফ্রিম্যাসন চেচিল রডস ও তার উত্তরাধিকাররা সেন্ট্রাল সেলিং অর্গানাইজেশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ডায়মন্ড মার্কেটের সিন্ডিকেট গড়ে

Scanned with CamScanner

তোলে, যার দ্বারা আজও তারা চালিয়ে যাচ্ছে ডায়মন্ড ব্যবসার একচ্ছত্র আধিপত্য। রডসরা তখন রথচাইল্ড পরিবারকর্তৃক অর্থসাহায্য পেয়েছিল। নভেম্বর ১৯৯৭ সালে ব্যারন এডমন্ড রথচাইল্ড জেনেভায় মারা যান। মারা যাওয়ার আগে তিনি তার সব সম্পদ ডি-বিয়ার্সকে ট্রাস্ট্রি করে লিখে দেন। ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তা জন কোলম্যামের লেখা বই 'The Committee of 300'-তে তিনি উল্লেখ করেছেন যে—"রডসরা হচ্ছে রথচাইল্ড পরিবারের বিশেষ এজেন্ট, যারা দক্ষিণ আফ্রিকার মাটির নিচে লুকায়িত সোনা আর হীরা তাদের হতে এনে দেওয়ার জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছিল।"

১৯৮৮ সালে চেচিল রড তার তৃতীয় উইল লিখেন, যেখানে তিমি তার সমস্ত কিছু প্রদান করে যান লর্ড রথচাইল্ডকে। ১৯০০ সালের আগে রডস, মিলনার ও রথচাইল্ডরা মিলে লন্ডনে বিজনেস রাউন্ড টেবিল তৈরি করেন, যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথ প্রদান করে এবং নিয়ন্ত্রণ করে পুরো বিশ্বের বাণিজ্য ও অর্থনীতি।

Scanned with CamScanner

অধ্যায় : পাঁচ

ব্যবসায়িক গোলটেবিল—The Business Roundtable

রথচাইল্ডরা গোপনীয় ব্যবসায়িক গোলটেবিল তথা বিজনেস রাউন্ডটেবিলের মাধ্যমে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ জোরদার করে, যার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৯০৯ সালে লর্ড আলফ্রেড মিলনার ও দক্ষিণ আফ্রিকার শিল্পপতি সিসিল রোডস-এর সহায়তায়। এই রোডসের স্কলারশীপ ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। যেটিকে তেলশিল্পের প্রচারক 'ক্যামব্রিজ অ্যানার্জি রিসার্চ অ্যাসোসিয়েটস' পরিচালনা করে। ক্যামব্রিজ অ্যানালিটিকার বেজ বা ঘাঁটিও রয়েছে এখানে।

রোডসরা ডি বিয়ার্স ও স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছিল। রথচাইল্ডের সমর্থনে এবং জ্যাকব শেরিফ ও ম্যাক্স ওয়ারবার্গের সহায়তায় মিলনার অর্থায়ন করে রাশিয়ান বলশেভিক ব্যাংকে।

১৯১৭ সালে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী অর্থার বেলফোর জায়নিস্টদের দ্বিতীয় লর্ড লিওনেল ওয়াল্টার রথচাইল্ডকে একটি পত্র লিখেন, যাতে তিনি ফিলিস্তিনের মাটিতে ইহুদির বসতিস্থাপন সমর্থন করেন।

বেলফোরের ঘোষণাপত্রটি ফিলিস্তিন ভূমিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধপরবর্তী ইসরায়েলের প্রতিষ্ঠা ও তার নৃশংস দখলকে ন্যায়সঙ্গত করে তুলেছে। আধুনিক ইসরায়েল 'ইহুদি স্বদেশভূমি' হিসেবে বিবেচিত হয়; কিন্তু এটি আসলে রথচাইল্ড/আট পরিবারের লঞ্চ পাওয়ার হিসেবে ব্যবহৃত, যা সারা পৃথিবীর তেল সিন্ডিকেট পরিচালনা করে থাকে।

সর্বপ্রথম লোহিত সাগর থেকে মেডিটেরায়ান পর্যন্ত তেল সরবরাহের পাইপলাইন তৈরি করেন ব্যারন এডমন্ড ডি রথচাইল্ড। আর তা করেন বিপি ইরানিয়ান তেল ইসরায়েলে আনার জন্য। তাই তাকে আধুনিক ইসরায়েলের অনেক জনকের মধ্যে অন্যতম হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

রাউন্ডটেবিলের অভ্যন্তরীণ সদস্যদের অনেকের মধ্যে আছেন লর্ড মিলনার, চেচিল রোডস, আর্থার বেলফোর, আলবার্ট গ্রে ও নাথান রথচাইল্ড প্রমুখ। 'দ্য রাউন্ডটেবিল' নামটি নেওয়া হয়েছে কিংবদন্তি কিং অব নাইট অর্থারের কাছ

Scanned with CamScanner

থেকে, যার গল্প ইলুমিনাতি হলি গ্রেইল তথা হলি ব্লাডের সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। 'কমিটি অব ৩০০' বইয়ের লেখক ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তা জন কোলম্যান লিখেছেন—"রাউন্ড টেবিলার্সদের বাহুগুলো স্বর্ণ, হীরা, মাদকের অগাধ অর্থ দিয়ে সজ্জিত, যারা সারা পৃথিবীতে এটি ছড়িয়ে দেওয়া ও একক রাজত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য অর্থনৈতিক নীতি ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দদের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেন।"

চেচিল রোডস ও ওপেনহেইমাররা যখন দক্ষিণ আফ্রিকা যান, কুন লবস তখন পুনরায় আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করে। রায়ার্ড কিপলিংকে ভারতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। শেচিফ ও ওয়ারবার্গকে রাশিয়া নিয়ন্ত্রণ করতে পাঠিয়ে রথচাইল্ড, ল্যাজার্ড, ইসরায়েলীয় সেইফরা চলে যায় ইসরায়েল তথা মধ্যপ্রাচ্যে।

প্রিন্সটনে রাউন্ড টেবলাররা অক্সফোর্ডের অল সোলস কলেজের অধীনে ইনস্টিটিউট ফর অ্যাডভান্সড স্টাডি (IAS)-প্রতিষ্ঠা করে। এই IAS অর্থায়িত হয়েছিল রকফেলারের জেনারেল এডুকেশন বোর্ড দ্বারা। এর সদস্য রবার্ট ওপেনহেইমার, নীলস বোর আলবার্ট আইনস্টাইন একত্রিত হয়ে তৈরি করেন আণবিক বোমা।

রথচাইল্ডের . বিজনেস রাউন্ডটেবিল ১৯১৯ সালে লন্ডনের রয়্যাল ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এফ্যায়ার্স (RIIA)-কে প্রভাবিত করে। তারপর RIIA শীঘ্রই সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তার সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোতে অর্থায়ন করতে থাকে। এর মধ্যে অন্যতম হলো ইউএস কাউন্সিল ফর ফরেন রিলেশন (CFR), এশিয়ান ইনস্টিটিউট ফর প্যাসিফিক রিলেশন, কানাডিয়ান ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফায়ার্স, ব্যাসেলসভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ডেস রিলেশন ইন্টারন্যাশনাল, ড্যানিশ ফরেন পলিসি সোসাইটি, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্স, অস্ট্রেলিয়ান ইন্সটিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স ইত্যাদি। অন্যান্য সহযোগীরাও এর দ্বারা প্রভাবিত ও পরিচালিত হতে থাকে; তাদের অন্যতম হচ্ছে ফ্রান্স, তুর্কি, ইতালি, যুগোশ্লাভিয়া, গ্রিস ইত্যাদি।

রানির দাতব্য সংস্থার নিবন্ধিত একটি প্রতিষ্ঠান হচ্ছে RIIA। এর বার্ষিক রিপোর্ট অনুযায়ী তেল কোম্পানির শীর্ষ চার প্রতিষ্ঠান এই দাতব্য সংস্থাটির অর্থায়ন করে থাকে। সেগুলো হচ্ছে—এক্সন মবিল, রয়েল ডাচ/সেল, শেভরন টেক্সাকো, বিপি অ্যামকো। ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব ও কিসিঞ্জার অ্যাসোসিয়েটের

Scanned with CamScanner

সহযোগী প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ক্যারিংটন বর্তমানে RIIA ও Bilderbergers-এর প্রেসিডেন্ট। RIIA-এর অভ্যন্তরের বোর্ড মেম্বাররা জেরুসালেমের সেন্ট জন নাইট, মাল্টার নাইট ও স্কটিশ ৩৩ ডিগ্রি রিট ফ্রিম্যাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

নাইটস অব সেন্ট জন ১০৭০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সরাসরি হাউজ অব উইন্ডসরকে জবাবদিহি করতে থাকে। অন্য আর কাউকে না। ভিলার্স পরিবারের উত্তরসূরিরা হংকংয়ের ম্যাথসন পরিবারে বিয়ে করে। ল্যাটন পরিবারের উত্তরসূরিরা আবার বিয়ে করে ভিলার্সদের পরিবারে।

কর্নেল অ্যাডওয়ার্ড বলার ল্যাটন ইংলিশ রিসিক্রুশিয়ান গোপন সংস্থার নেতৃত্ব দেয়। শেক্সপিয়ার অস্বচ্ছভাবে ইশরা-ইঙ্গিতের মাধ্যমে যে রিসিক্রুশিয়ানদের উল্লেখ করেছিলেন, এরাই হচ্ছেন তারা। ল্যাটন ছিল RIIA ও নাজি ফ্যাসিজমের মূল আত্মা। ১৮৭১ সালে তিনি একটি উপন্যাস লিখেন 'Vril : The power of Coming race' শিরোনামে।

ভ্রিল সমাজের উল্লেখ পাওয়া যায় তার সত্তর বছর পর এডলফ হিটলারের মাইন ক্যাম্পে। যাই হোক, তারপর ল্যাটনের ছেলে ১৮৭৬ সালে ইন্ডিয়ার ভাইসরয় নির্বাচিত হয়। তখন সে দেশে আফিম ছিল না। ল্যাটনের একজন বেস্টফ্রেন্ড রবার্ট কিপলিং ভারতবর্ষে পপি তথা আফিমের পরিচয় করিয়ে দেয়। আর তারপরই লর্ড বেভারব্রুকের অধীনে সে প্রচারমন্ত্রী হয়ে যায়।

এদিকে 'দ্য বিজনেস রাউন্ডটেবিল'-এর অভিজাত সন্তানরা ডায়নিশিয়ান কাল্টের সদস্য বনে যান, যাদের সূর্যসন্তান বলেও ডাকা হয়। এই দলের অন্যতম হলেন অ্যালডাস হাক্সলে, টি.এস. ইলিয়ট, ডি.এস. লরেন্স ও এইচ.জি. ওয়েলস। ওয়েলস প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থাকে নেতৃত্ব দান করেন। তার লেখা বই 'one-world brain' ও 'a police of the mind'-এ তিনি এ কথা উল্লেখ করেছেন। আর একজন সূর্যসন্তান উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস ছিলেন আলিস্টার ক্রোলির বন্ধু। তারা উভয়ে মিলে ম্যাডাম ব্লাভাটস্কির পাণ্ডুলিপির ওপর ভিত্তি করে আইসিস কাল্ট গঠন করেন, যা ব্রিটিশ অভিজাতদের নিজেকে আইসিস আর্য পুরোহিত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

ইংরেজি সাহিত্যের সর্বোচ্চ প্রভাবশালী লেখকরা এই রাউন্ডটেবিলের র‍্যাংকের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তারা এই সাম্রাজ্যটির বিস্তৃতি ঘটান, তবে খুব সুক্ষ্মভাবে। ব্লাভাটস্কি থিওসোফিক্যাল সমাজ ও বুলওয়ের—ল্যাটন-রিসিক্রুশিয়ানরা

Scanned with CamScanner

থুলি সমাজে যুক্ত হন। অ্যালিস্টার ক্রলি থুলি সম্প্রদায়ের সাথে সাথে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে সমান্তরালে চালিয়ে নিয়ে যান, যা অন্যভাবে 'আইসিস-উরানিয়া হার্মেটিক' সাম্রজ্য নামে অভিহিত। তিনি LSD গুরু এলডাস হাক্সল, যিনি ১৯৫২ সালে আসেন, তাকেও শিক্ষা দান করেন। একই বছর ওয়ারবার্গ নিয়ন্ত্রিত সুইজ স্যান্ডস ল্যাবরেটরি ও রকফেলার কাজিন এলেন ডুলসের সহায়তায় CIA উন্মোচন করে 'MK-ULTRA—mind control program'-এর। মুসলিম ব্রাদারহুডের সৌদি রাজতন্ত্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে ডুলস তথ্য লাভ করত। ডুলসের সহকারী ছিল জেমস ওয়ারবার্গ।

আটলান্টিক ইউনিয়ন (AU) চেচিল রডসের প্রতিষ্ঠত RIIA-এর দ্বারা অনুমোদিত ছিল। চেচিল রডস ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে আমেরিকায় নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। নেলসন রক ফেলারকর্তৃক দান করা জমি 10 E 40th st, New york শহরের ওপরে আটলান্টিক ইউনিয়নের প্রথম অফিস বসে। ১৯৪৯-১৯৭৬ পর্যন্ত প্রতি বছর আমেরিকার কংগ্রেসে স্বাধীনতার ঘোষণা বাতিল ও 'নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার'-এর জন্য একটি করে রেজ্যুলেশন দেওয়া হতো। বর্তমানে এটি সিরিয়া ও রাশিয়ার সাথে যুদ্ধে ক্রমাগত চাপ প্রয়োগ করে যাচ্ছে। সেই সাথে যুদ্ধটি নিজেদের একটি কাজ বলে দাবি করছে।

RIIA-এর আর একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ইউনাইটেড ওয়ার্ল্ড ফেডারেল (UWF), যা প্রতিষ্ঠিত হয় নরম্যান কাজিন ও ডুলস-এর সহকারী জেমস ওয়ারবার্গ-এর দ্বারা। UWF-এর মূল লক্ষ্য ছিল 'হয় নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার; নয়তো কেউ নয়'। এটির প্রথম প্রেসিডেন্ট কর্ড মেয়র UWF-এর এই স্বপ্নটি বাস্তবায়ন করতে অনেক চেষ্টা করেন। মেয়র UFA-এর লক্ষ্য নির্ধারণ করে লিখেন যে—"ওয়ান-ওয়ার্ল্ড অর্ডারের সুপার সরকারের কাছে সকলকে নতি স্বীকার করতে হবে, কোনো জাতিই বাদ যাবে না। কেউ যদি এর বিরোধিতা করে, তাকে ধ্বংস করে দাও।"

জেমস ব্রুস, স্কটিশ রিট ফ্রিম্যাসন প্রতিষ্ঠাতা রবার্ট ব্রুসের উত্তরাধিকারী ছিল। সে ক্যারিবিয়াম দাস ব্যবসা পরিচালনা করত, পরবর্তী সময়ে (১৮৪২-১৮৪৬) বনে যান জ্যামাইকান গর্ভনর জেনারেল। তিনি অবশ্য চীনের দ্বিতীয় আফিম যুদ্ধ চলাকালে ব্রিটেনের রাষ্ট্রদূতও ছিলেন। তার ভাই ফেডরিক দুইটি আফিম যুদ্ধের সময়ই হংকং-এর অভিবাসন মন্ত্রী ছিল। উভয়েই ছিল একজন

Scanned with CamScanner

প্রতিশ্রুতিশীল ফ্রিম্যাসন। ব্রিটিশ লর্ড পার্লমেথসন—যিনি আফিম যুদ্ধ চালান, তিনি আবার ক্রুস সাম্রাজ্যের অধিকারীদের রক্তের আত্মীয় ছিলেন।

১৯৫০ সালে UWF-এর প্রতিষ্ঠাতা ডুলস-এর সহকারী জেমস ওয়ারবার্গ সিনেটের ফরেন রিলেশনশীপ কমিটিতে বলেন যে—"আমরা পৃথিবীতে আমাদের সরকার প্রতিষ্ঠা করবই—তা হোক না বিজয়ের মাধ্যমে কিংবা সম্মতিতে।"

AU ও UAF উভয়ের সাথে CFR ও Trilaterial (TC)-এর খুব ভালো আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে, যার প্রতিষ্ঠা করেন ডেভিড রকফেলার ও জিবেনিউ ব্রিজনেস্কি, ১৯৭৪ সালে।

TC-এর প্রকাশিত প্রতিবেদনে 'US ও পশ্চিমা বিশ্বের সাথে বিশেষ সম্পর্ক'-এর কথা উঠে আসে, যার অন্তর্ভুক্ত ছিল জাপানও। ফলে তারা খুব দ্রুত পুরো বিশ্বের হর্তাকর্তা হয়ে উঠে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের চেয়ারম্যান পল ভল্কার ছিলেন TC-এর চেয়ারম্যান। TC/CFR-এর অভ্যন্তরীণ কর্তাব্যক্তি হার্ভার্ডের অধ্যাপক পল স্যামুয়েল হানিংটন সম্প্রতি তার 'মুসলিম ও পশ্চিমা সভ্যতার সংঘর্ষ' নামক প্রতিবেদনে TC-এর দ্বারা সৃষ্ট গণতান্ত্রিক সমস্যার বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেছেন—"এটি এমন এক সরকার, যার সর্বোচ্চ কৃতিত্ব আরোপণের ক্ষেত্রে কিছু বাধা-বিপত্তি থাকে। সেই সাথে থাকে কিছু ছোট বিপর্যয় মোকাবেলা করার ক্ষমতা, যার জন্য তারা উৎসর্গ করে জনগণকে।"

Scanned with CamScanner

অধ্যায় : ছয়

সিটি অব লন্ডন

'ক্রাউন' হিসেবে পরিচিত লন্ডন শহরে নিকটে এক বর্গমাইলের একটি বিস্ময়কর শহর রয়েছে। এটি লন্ডন ও যুক্তরাজ্য উভয় থেকেই পৃথক আলাদা একটি সত্ত্বা। এর নিজস্ব মেয়র, কমিটি মেম্বার ও নগরপাল রয়েছে। তবে একজন নগরপাল হতে হলে তাকে আগে 'ফ্রিম্যান' হতে হয়। এটি ফ্রিম্যাসন সদস্যের কোডনেম। তাছাড়া এই শহরেই অবস্থিত পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ফ্রিম্যাসন লজটিও।

পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি বিশিষ্ট ব্যাংকের শাখা এখানে রয়েছে। বিশ্ববাণিজ্যের অনেক সিদ্ধান্ত এই শহর থেকেই নেওয়া হয়। এটি প্রতিষ্ঠা হয় ১১ শতকে ম্যাগনাকার্টা চুক্তির মাধ্যমে ইউরোপীয়ান অভিজাতদের দ্বারা।

নাইট ট্যাম্পলার জ্যাকুস ডি মোলে যখন জাদুবিদ্যা তথা শয়তানিক উপাসনা করার অপরাধে পোপ ক্লেমেন্টের দ্বারা জীবন্ত দগ্ধ হয়, তখন থেকেই রোমান সাম্রাজ্য থেকে তারা পাততাড়ি গুটিয়ে লন্ডন শহরে স্থানান্তরিত হয়। তাদের মূল কেন্দ্র তখন তারা লন্ডনে নিয়ে আসে।

কিন্তু রোমান সাম্রাজ্য কখনো মরে নাই; মরে নাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যও। তারা বর্তমানে পরিচালিত হয় লন্ডন শহর থেকে; আরও স্পষ্টভাবে বলতে গেলে 'দ্য ক্রাউন' থেকে।

এই ছোট্ট শহরটিতে এঞ্জেলিয়ান চার্চ রয়েছে। রয়েছে নিজস্ব বিশপ। যাকে স্যাটানিস্টের নিয়ম দ্বারা পুরো শহর পরিচালনা করার ক্ষমতা দেওয়া আছে। বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত ব্যাংকগুলো পরিচালিত হয় এখান থেকে। যদিও এখানে নিয়ম ও স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে, তারপরও। ব্যাংক অব ইংল্যান্ড এখানে অবস্থিত। এই ব্যাংকটিতে যে কেম্যান আইল্যান্ড, পানামা, মরক্কো ইত্যাদির বিভিন্ন ব্যাংকের ট্যাক্স-ফ্রি কালো টাকা সঞ্চিত আছে, তার হদিশ খুব কম লোকেই জানে।

'ফ্রিপোর্ট'গুলোর নিবন্ধনের মঞ্জুরি এখান থেকে দেওয়া হয়। লাইবেরিয়া, পানামাসহ অন্যান্য সকল বন্দরের পণ্য আনা-নেওয়ার নিবন্ধনও এখান থেকে নিতে হয়। বাহামার ফ্রিপোর্টও এই একই ক্ষমতার অধিকারী।

এই শহরের ভোটারদেরকে ব্যাংকগুলো নিজেই অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। এখানে কোনো গণতন্ত্রের নিয়ম চলে না। এমনকি রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথকেও

Scanned with CamScanner

এই শহরে ঢোকার আগে মেয়রের সামনে নত হতে হয়। তারপর তার সীমানায় পৌঁছে গিয়ে তার পেছনে চলতে হয়।

এই শহরটিতে সকল নাগরিকের মধ্যে সেতুবন্ধনের জন্য কাজ করে টাভিয়াস্টক ইনস্টিটিউট। এর মিডিয়া হচ্ছে চাথাম হাউজ থেকে পরিচালিত BBC। এর বিদেশনীতি/যুদ্ধের জন্য আছে 'রয়্যাল ইন্সটিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স (RIIA)'। ইতিহাসবিষয়ক চর্চার জন্য আছে 'রয়্যাল জিওগ্রাফিক সোসাইটি'। তাছাড়া এর রক্তলোলুপ সংগঠন হচ্ছে রেডক্রস (Red shield of Rothschild)। এখানে তারা প্রথমে লোকদের থেকে দান করা রক্ত সংগ্রহ করে; তারপর সেটাকে যাদের প্রয়োজন, তাদের কাছে মিলিয়ন মিলিয়ন টাকায় বিক্রি করে।

ক্রাউন-এর আর্থিক সংগ্রহস্থলের সদর দফতরটি হচ্ছে 'ব্যাংক অব ইন্টারন্যাশনাল সেলেটমেন্ট (BIS)'। সুইজারল্যান্ডের ব্যাসেল শহরে এর সদর দপ্তর অবস্থিত। সুইজারল্যান্ডের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার এটিও একটি কারণ। যুক্তরাজ্যর ব্রেক্সিট হওয়ার পেছনেও হাত আছে এই ক্রাউনের। কারণ, স্যাটানিস্টরা লোকদের ভিন্ন ভিন্ন ভাগে ভাগ করে রাখতে চায়, কিন্তু তারা নিজেরা থাকতে চায় সবসময় সকল ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, ব্যাসেল শহর রোম ও লন্ডন শহরের ঠিক মাঝপথে অবস্থিত। তাই এটি রোমান ব্যাংকারদের লুটতরাজ করার অন্যতম একটি পথ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।

ব্রিটিশরা অনেক আগে থেকেই অন্যান্যদের চেয়ে অনেক বেশি স্মার্ট। এমনকি ডকুমেন্টারি তৈরি ও খবর প্রচারের দিক থেকেও। এই শহরটি চায় আমেরিকানদের বিভিন্ন মাধ্যম দিয়ে বুঁদ করে রাখতে। যেন পর্দার আড়াল থেকে তারা আসলে কী করছে তা অন্যরা টের না পায়।

ইতালিকে টাভিয়াস্টিক মিডিয়া ক্রমাগতভাবে জ্ঞান ও সংস্কৃতির একটি অন্যতম স্থান হিসেবে প্রচার করে আসছে। তারা বলছে যে, প্রত্যেক আমেরিকানকে ইতালিতে অবশ্যই একবার হলেও ঘুরে যাওয়া উচিত। ব্যক্তিগতভাবে আমি যে ৫০টি দেশ ঘুরেছি, তার মধ্যে সবচেয়ে ভালো দেশগুলোর একটা ছিল এই ইতালি। কিন্তু প্রায় প্রত্যেক আমেরিকানকে বর্তমানে

Scanned with CamScanner

স্যাটানিজমের ক্রাডেলে ঘুরতে যাওয়ার জন্য ক্রমাগতভাবে চাপ প্রদান করা হচ্ছে। 'টাস্কানি' হচ্ছে টাভিয়াস্কির গ্রহণ করা সর্বশেষ টুরিস্ট 'প্রোগ্রাম'।

এই একই কারণেই মিশরীয় চর্চাকেও বিভিন্নভাবে প্রচার করা হয়ে থাকে। কারণ, এটি ছিল তৎকালীন গ্রান্ড লজ, যা 'লুসিফেরিয়ান ব্রাদারহুড অব স্নেক'-এর ধারণাকে বিবর্ধিত ও ধারণ করে ছিল। পরবর্তী সময়ে ব্যাংকাররা নতুন করে এর ইতিহাস রচনা করে। BIS-এই গ্রহের সমস্ত প্রাইভেট ব্যাংকগুলোকে নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারি করে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকও এর অন্তর্ভুক্ত। বলা হয়ে থাকে, প্রায় আট হাজার ইলুমিনাতি BIS ব্যাংককে চালায়। তবে আমার মনে হয়, সংখ্যাটি হয়তো আরও কম। আমার বই *'The Federal Reserve Cartel'* এ এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

প্রতিটি জাতির কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই BIS-এর অধীনে আছে। শুধুমাত্র কিউবা, ইরান, সিরিয়া, সুদান, উত্তর কোরিয়া ইত্যাদি দেশগুলোর ব্যাংকের দিকে সে হাত বাড়াতে পারেনি। মুয়াম্মার গাদ্দাফি বেঁচে থাকতে লিবিয়াতেও পারেনি। তারপর যখন সে মারা যায়, তখন এর কৃতিত্ব সেখানে প্রতিস্থাপিত হয়।

স্যাটানিস্টদের মূলমন্ত্র হচ্ছে 'মুক্তবাণিজ্য'। এর সবটাই কাজ করে লন্ডনের সেই ছোট্ট শহরটির পক্ষে, যাকে আমরা সবাই 'ক্রাউন' নামে চিনি। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ছিল এর প্রথমদিকের ভার্সন। বর্তমানে পৃথিবীর প্রতিটা দেশেই এই ক্রাউন এজেন্টদের শাখা আছে।

মার্কিন বিদেশনীতিতে হেনরি কিসিঞ্জার ক্রাউন এজেন্ট হয়ে বেশ ভালো ভূমিকা রেখেছেন। সাম্প্রতিক সময়ে বিশিষ্ট ক্রাউন এজেন্ট হচ্ছে জর্জ সোরোস। তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং, তথা ইলেক্ট্রনিক মুদ্রার পতন, মিথ্যা রঙবিপ্লব, আরব বসন্ত ও বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া যুদ্ধগুলোর সাথে সম্পর্কিত। সোরোস স্থানীয়ভাবে সামাজিক প্রকৌশলের ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একই রকমভাবে ভূমিকা রাখে। তার ব্যাপারে জানা যায় যে, তিনি একজন অপেন সোসাইটি ফাউন্ডার। এর মূল ভিত্তি হলো জলপথে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বৈদেশিক নীতি পরিচালনার সময়ের মানি লন্ডারিং।

কিসিঞ্জারের সহযোগী ক্লায়েন্টদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল 'Bank of Credit & Comnerce International(BCCI)'-এর মালিকানাধীন 'National Bank of Georgia' ও 'Banka Nacional de Lavoro (BNL)' ইত্যাদি। যেগুলো

Scanned with CamScanner

ইরাকের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে যোগসাজশ করে 'ব্যাংক অব আমেরিকা' 'ব্যাংক অব নিউইয়র্ক', 'চেজ ম্যানহাটন ও ম্যানুফ্যাকচারার হ্যাংওভার ট্রাস্ট' ইত্যাদির কিছু অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ইরাকে অস্ত্র নিয়ে যায়। BNL-এর ক্লিয়ারিং এজেন্ট ছিল মরগান গ্যারান্টি ট্রাস্ট। অপরদিকে রকফেলার নিয়ন্ত্রিত জে.পি. মরগানের চেজের পরিচালনা পর্ষদ হচ্ছে BNL-এর আন্তর্জাতিক নীতির আয়না। নীতি ও আদর্শের দিক থেকে এদের মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য নেই।

হেনরি কিসিঞ্জার 'চেজ ম্যানহাটান' ও 'গোল্ডম্যান শ্যাচ' উভয়ের সাথেই বেশ ভালোভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন, যা মাদক-আক্রান্ত 'ব্যাংক অফ নিউইয়র্ক' ও ১৯৯৮ সালের রাশিয়ান ট্রেজারি লুটকারী 'সিএস ফার্স্ট বোস্টন'-এর লুটপাটে বেশ ভালো সহায়তা করেছিল। ১৯৯৮ সালে যখন CIA-এর লোক S&L লুট করছিল, তখন গোল্ডম্যান শ্যাচ একটি গানের জন্য বিলিয়ন বিলিয়ন সম্পদ কুড়িয়েছে। জে.পি. মরগ্যান চেসের আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা বোর্ডের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছেন হংকংয়ের ওয়াই.কে. পাও, যিনি ছিলেন একাধারে বিশ্বব্যাপী পরিচালিত শিপিং বাণিজ্যের অধিকর্তা, কানাডিয়ান প্যাসিফিক হেরোইন এক্সপ্রেসের ইয়ান সিনক্লেয়ার ও রয়েল ডাচ/শেল-এর G.A.। ওয়াগনার পাও HSBC-তে ভাইস-চেয়ারম্যানও ছিলেন, যেটি হচ্ছে ক্রাউন শহরভিত্তিক বিশ্বের বৃহত্তম ও নোংরা ব্যাংক।

কিসিঞ্জারের অ্যাসোসিয়েটস বোর্ড আরও শক্তিশালী ও গোপনীয় ছিল। 'কিস অ্যাস'-এর সময়ে একটি ম্যাশনিক ক্রুয়েড ভেঙে যায়, কিন্তু তার গুরু ভাইরা বৃদ্ধ হওয়ার পর তারা টাকার কথা বলে। বারক্লেজ ও হামব্রোস উভয়ের বোর্ডসদস্য ও সহ-প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ক্যারিংটন বর্তমানে সভাপতিত্ব করছেন বিল্ডারবার্গার গ্রুপ ও রয়্যাল ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউটের।

'Kiss Ass' তথা কিসিঞ্জার অ্যাসোসিয়েট বোর্ডের সদস্য মারিও ডি'উরসোর লয়েব ব্যাংকিং রাজত্বের নেতৃত্ব দেয় জেফারসন ইন্স্যুরেন্স। এটি আবার চলে *US Ioin Venture* দ্বারা পরিচালিত *Assicurazioni Generali (AG)* ও *Riunione Adriatica di Sicurta (RAS)*-এর মাধ্যমে।

AG হচ্ছে অমিত সম্ভাবনাময় পুরানো Venetian ব্যাংকিং পরিবারের রক্ষক। এই পরিবারটি ক্রুসেড ও পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের জন্য অর্থায়ন করেছিল। এই AG বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত ছিল এলি রথচাইল্ড; জার্মানির সবচেয়ে ধনী

Scanned with CamScanner

ব্যক্তি ব্যারন অগাস্ট ভন ফিংক; ব্যারন পিয়েরে ল্যামবার্ট রথচাইল্ড, কাজিন ও কালো টাকার পেছনের ব্যক্তি ড্রেক্সেল বার্নহ্যাম ল্যামবার্ট; জোসলিন হামব্রো, যার পরিবার 'হ্যামব্রস ব্যাংক'-এর মালিক—যে ব্যাংকটি আবার মিশেল সিনডোনার 'বাঙ্কা প্রাইভিটা'র অর্ধেক মালিক; ইতালিয়ান শক্তিশালী পরিবারের পারপাওলো লুজাট্টো ফ্রিকজ—যার সাথে মিশেল সিন্ডোনার ব্যাংকো এম্ব্রোসিয়ানোরও ভালো সম্পর্ক ছিল; এবং শক্তিশালী ওসিনি পরিবারের ফ্রাঙ্গো ওরসিনি বোনাচোসি পরিবারের সদস্যরা মূল রোমান সাম্রাজ্যের সিনেটের সদস্য ছিল। বর্তমানে AG'র সবচেয়ে বড় শেয়ার হোল্ডাররা হচ্ছেন *Lazard Frees* ও *Banque Paribas.*

পরিবাসরা আবার ওয়ারবার্গ পরিবার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো, যখন ল্যাজার্ডদের ওপর ল্যাজার্ড ও ডেভিড-ওয়েল পরিবারগুলোর নিয়ন্ত্রণ ছিল, তখন। বর্তমানে ব্রিটিশ ল্যাজার্ডরা এখন একত্রিত হয়ে আছে পিয়ারসন পরিবারের সাম্রাজ্যের সাথে। যারা একাধারে মালিক *'The financial Times', 'The Economist', 'Penguin and Viking Books', 'Madame Tussaud'* এবং এরকম আরও বিভিন্ন লাভজনক প্রতিষ্ঠানের। ফরাসি ল্যাজার্ড ফ্রেরেস ইউরাফ্রান্স নামের একটি হোল্ডিং কোম্পানির অধীনে সারা বিশ্বে পরিচিত। ল্যাজার্ডরা বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন অভিজাত—যেমন, ইতালিয়ান অ্যাঞ্জেলস, বেলজিয়াম বোয়েস, ব্রিটিশ পিয়ারসন ও আমেরিকান কেনেডি ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে।

RAS বোর্ডের সদস্যদের মধ্যে জাস্টিনিয়ি পরিবারের সদস্যরাও আছেন। স্প্যানিশ হাপ্সবার্গ পরিবারের সাম্রাজ্যের অর্থের হিসাব রাখার দায়িত্ব ছিল ডোরা পরিবারের ও ডিউক অব আলবা'র।

'কিস অ্যাস বোর্ড'-এর আর একটি পাওয়ার হাউস ছিলেন ন্যাথানিয়েল স্যামুয়েলস। একজন বয়স্ক ব্যক্তি কুয়েল লোয়েব স্যামুয়েল তার বংশের হাত থেকে রয়্যাল সাম্রাজ্যের বেশিরভাগ অংশকেই নিয়ন্ত্রণ করে। স্যামুয়েলস প্যারিসভিত্তিক কোম্পানি লুই-ড্রেফাস হোল্ডিং সংস্থার চেয়ারম্যান ছিলেন। লর্ড এরিক রোল ছিলেন কিসঅ্যাশ-এর আরেকজন অন্যতম সদস্য। সেই রোল হচ্ছেন ওয়ারবার্গ ফ্যামিলির বিনিয়োগ ব্যাংক S.G. Warburg-এর চেয়ারম্যান।

Scanned with CamScanner

হাইতিতে মাংস প্যাকিং-এর আগ্রহ ছিল ক্লিন্ট মর্চিসনের। সিআইএ এজেন্ট জর্জ ডি. মোহরেন্সচিল্ট, ধনী রাশিয়ান তেল ব্যবসায়ী ও এফবিআইয়ের WWII-এর সময়ের একজন নাৎসি গুপ্তচরের অনুসারে ডি.ডি. মোহরেন্সচিল্ড লি হার্ভি ওসওয়াল্ডকে নিউ অরলিন্স থেকে ডালাসে নিয়ে গিয়েছিলেন ২২ নভেম্বর ১৯৬৩ রাষ্ট্রপতি জন এফ কেনেডি হত্যার আগেরদিন।

গ্যাটন ফানজি হত্যাকাণ্ড তদন্তের হাউস সিলেক্ট কমিটির বিশেষ সদস্য ছিলেন। তিনি ফ্লোরিডায় ডি মোহরেনশিল্ডটের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। এই CIA-এর এজেন্টকে তখন একজনের সাথে পাওয়া গেল, যিনি শটগান দিয়ে কেনেডির মাথা উড়িয়ে দেওয়ার সাথে সম্পৃক্ত ছিল। পরে ডি মোহরেন্সচিল্ডের লেখা ডায়েরি আবিষ্কার করা হয়। সেখানে তিনি লিখেছিলেন—"বুশ, জর্জ এইচ ডাব্লু। (পপি), ১৪১২ ডব্লু ওহিও জাপটা পেট্রোলিয়াম মিডল্যান্ড।"

কেনেডি মার্কিন সামরিক স্থাপনা বিলোপ করার জন্য প্রচুর কাজ করেছিলেন। তিনি ১৯৬৩ সালে এসই এশিয়া থেকে এক হাজার উপদেষ্টাকে টেনে এনে NSAM 363 জারি করেছিলেন, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল ভিয়েতনাম থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করা। CIA-কর্তৃক কিউবাতে 'Bay of Pig Operation' পরিচলানা করার পর তিনি ফিদেল কাস্ত্রোর সাথে আলোচনা করার উদ্দ্যেশে দূত পাঠিয়েছিলেন।

কেনেডি বলেছিলেন যে, তিনি CIA-কে এক হাজার টুকরো করে বিভক্ত করে বাতাসে ছড়িয়ে দিতে চান। তিনি স্বৈরশাসক ও মায়ার ল্যানস্কির ক্রোনি ফুলজেনসিও বাতিস্তা, তার বিরুদ্ধে কাস্ত্রোর বিপ্লবী সংগ্রাম বুঝতে পেরেছিলেন। যাকে কেনেডি উল্লেখ করতেন 'যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কয়েকটি পাপের অবতার'রূপে।

টেড শ্যাকলে, সান্টোস ট্রাফিক্যান্ট ও সিআইএ'র ছেলেরা ক্রামাগতভাবে কাস্ত্রোকে হত্যার লক্ষ্য নিয়ে অপারেশন মোঙ্গুজ চালিয়ে যাচ্ছিল। তখন কেনেডি বিশেষভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। কেনেডির মেজর জেনারেল অ্যাডওয়ার্ড ল্যানসডেল মঙ্গুজ অপারেশনের কমান্ডার ছিলেন, যিনি কিউবার বিরুদ্ধে একটি ছোটযুদ্ধকে বাড়িয়ে তোলেন।

১৯৫৫ সালে ল্যানসডেল দক্ষিণ ভিয়েতনামে রাষ্ট্রপতি নুগেইন কাও কিয়ের অধীনে লুসিয়েন কনইনকে একচেটিয়া আফিম ব্যবসা চালিয়ে যেতে সাহায্য

Scanned with CamScanner

করেছে। সিআইএ'র সাথে তাল মিলিয়ে তা অব্যাহত রেখেছে দক্ষিণ ফ্লোরিডা ও পনচারটাইন লেকের আশপাশে। নিও অরিলিন্সের বাইরে কাস্ত্রোবিরোধী বিদ্রোহীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে গেছে।

কেনেডি সিআইএ'র পরিচালক ও রকফেলারের চাচাতো ভাই অ্যালেন ডুলসকে সিআইএ থেকে বরখাস্ত করেছিলেন। বরখাস্ত করেছিলেন উপপরিচালক চার্লস ক্যাবেল (যার ভাই ডালাসের মেয়র ছিলেন) ও CIA-এর ডেপুটি ডিরেক্টর অব প্ল্যানস-এর রিচার্ড বিসেলকেও। রিচার্ড হেলস ছিলেন বিসেলের উত্তরসূরি, যারা কোম্পানির জন্য নোংরা নোংরা কৌশল তৈরির ক্ষেত্রে পরিচিত ছিল।

হেলমস শক্ত বাধনে আবদ্ধ ছিল জেমস 'যিশু' অ্যাঞ্জেলটনের সাথে, যারা কয়েক বছর ধরে সিআইএ'র MK-ULTRA নামের মাইন্ড কন্ট্রোল প্রোগ্রাম চালিয়েছিল মুসলিমদের কাছ থেকে তথ্য আদায় করার জন্য।

ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির মূল হোতারা 'অপারেশন ৪০'-এর ছদ্মনামে অপারেশন মঙ্গুজ পরিচালনা করে। প্লাম্বার হাওয়ার্ড হান্ট 'অপারেশন ৪০'-এর জন্য মূল সমন্বয়কারী ছিলেন, যার সাথে যুক্ত ছিল প্ল্যান্ট বার্নার্ড বার্কার ও এন্টারপ্রাইজ লায়নের রাফায়েল কুইন্টেরো। প্লাম্বার ফ্র্যাংক স্টারগিস মিয়ামিভিত্তিক আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ব্রিগেড তথা কমিউনিস্টদের সাথে যোগাযোগ ও তাদের পরিচালনা করে গেছেন, যার অর্থায়ন করেছেন তিনি চোরাকারবারির অর্থ লগ্নি করার মাধ্যমে। ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারীর অন্যান্য ব্যক্তিদের মধ্যে আছে ফিলিপ দিয়েগো ও রোল্যান্ডো মার্টিনেজ। চীনের সাথে ভালো সম্পর্ক ছিল উইলিয়াম পাবলোর। তিনি আবার কিউবার বিখ্যাত চিনির রিফাইনারগুলোর মালিক ছিলেন। সেই সাথে নিয়ন্ত্রণ করতেন কিউবার বাসলাইনও।

হান্ট মায়ামিভিত্তিক ডাবল-চেক পরিচালনা করতেন। CIA-কর্তৃক পরিচালিত 'Bay of PiG'-তেও তার হাত ছিল। স্টুর্গিস মারিটা লরেঞ্জকে নিয়োগ করেছিলেন কাস্ত্রোকে প্ররোচিত করার জন্য, তারপর তাকে হত্যা করেন।

মিস লোরেঞ্জ বলেছেন যে, তিনি ফ্রাংক স্টার্গিস ও জেরি প্যাট্রিকের সাথে অস্ত্র বোঝাই গাড়িতে চড়ে ডালাসে গিয়েছিলেন। তারপর তিনি কিউবার নির্বাসিত দুই ভাই নভিস ও পেড্রো ডিয়াজ ল্যাঞ্জের সাথে দেখা করেন। লরেঞ্জ পরে

Scanned with CamScanner

বলেছেন যে, তারা ডালাসে এসেছিল কেনেডি গুলিবিদ্ধ হওয়ার আগেরদিন, সেখানে তারা একটি স্থানীয় হোটেলে হাওয়ার্ড হান্টের সাথে দেখা করেছিল।

ফ্লেচার প্রউটি ছিলেন বিমানবাহিনীর গোয়েন্দা কর্মকর্তা। কেনেডির ভিয়েতনাম সম্পর্কিত 'NSAM 263'-এর ব্যাপারে তথ্য অনুসন্ধানের জন্য ডাকা হয় তাকে। এর অংশ হিসেবে তাকে ভিয়েতনাম যেতে হয়। ১০ নভেম্বর ১৯৬৩ প্রউটির উর্ধ্বতন কর্মকর্তা অ্যাডওয়ার্ড ল্যান্সডেল তাকে অন্য ডেস্কে কাজের জন্য পুনরায় নিয়োগ দেয়। তার বারো দিন পর কেনেডি খুন হয়েছিল।

প্রউটি শপথ করে বলেন যে, ডেইলি প্লাজার একটি ছবিতে হত্যাকাণ্ডের দ্বিতীয় দিন তিনি অ্যাডওয়ার্ড ল্যান্সডেলকে ক্রাইম স্পট থেকে দূরে সরে যেতে দেখেন। অন্যরা সেখানে চিহ্নিত করেন হাওয়ার্ড হান্টকে, যিনি সেই স্থান থেকে কিছু দূরের রেলপথের ট্র্যাকের পাশে ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটছিলেন।

জর্জ বুশ সিনিয়র হিউস্টনভিত্তিক জাপটা প্রোগ্রাম আরব উপকূলবর্তী পেট্রোলিয়াম নিয়ন্ত্রণ ও কেনা-বেচার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ১৯৫৬-১৯৬৪ সালে। লেখক উইলিয়াম কুপার ও ডেভিড আইকে অনুসারে, ১৯৬১ সালে জাপটা CIA-এর কলম্বিয়ার কোকেন ব্যবসায় আধিপত্য আনতে পেরেছিল।

জাপটার উপকূলবর্তী তেল প্ল্যাটফর্মগুলো কোকেন পরিবহন করতে ব্যবহৃত হতো। তেলের চারজন নিয়ন্ত্রক (এক্সন মবিল, রয়েল ডাচ/শেল, বিপি অ্যামোকো ও শেভরন টেক্সাকো) কলম্বিয়াতে কোক উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক সরবরাহ করত।

জে এডগার হুভারের ২৩ নভেম্বর ১৯৬৩ সালের একটি FBI-এর বিবৃতিতে তিনি কেনেডি হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে 'সিআইএ'র জর্জ বুশ'-এর উপস্থিতি আলোচনা করেন। সেখান থেকে জানা যায় যে, কেনেডি হত্যার একদিন আগে বুশ ২২ নভেম্বর ডালাসে ছিলেন। অন্য আরেকটি গোয়েন্দ সূত্র বলে যে—"আমি জানি তিনি (বুশ) ক্যারিবীয়দের সাথে জড়িত ছিলেন। আমি জানি, কেনেডি হত্যার পর শান্তিসম্পর্কিত বিষয়গুলো সে দমন করেছে।"

'Monthly Atlantic'-এ প্রকাশিত ১৯৭৩ সালের একটি সাক্ষাৎকারে কেনেডির ভাইস-রাষ্ট্রপতি ও উত্তরসূরি লিন্ডন জনসন ডালাসে সেই বিষাদময় দিনে ষড়যন্ত্র ও একটি 'খুনের চক্রান্ত'-এর ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন—"হত্যাশিল্প CIA দ্বারা লালিত-পালিত হয়।" জনসন পারমিনডেক্স

Scanned with CamScanner

(পার্মানেন্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক্সিবিশন)-এর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন, যার মধ্যে একটি হত্যাকাণ্ডে ব্রিটেনের গোয়েন্দা সংস্থা MI6-এর স্পেশাল অপারেশন এক্সিকিউটিভ (SOE) অংশ নেয়।

এক্সিকিউটিভ ইন্টেলিজেন্স রিভিউ দ্বারা প্রকাশিত একটি বই ডোপ ইনক. অনুযায়ী, পারমিনডেক্স কানাডিয়ান বনফাম পরিবার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। এর অর্থায়ন করে ধনী পোলিশ সলিডারিস্ট রাদজিউইল পরিবার। পারমিনডেক্সের নেতা, MI6 কর্নেল স্যার উইলিয়াম 'ইন্ট্রিপিড' স্টিফেনসন, ল্যানস্কি সিন্ডিকেট ও লাকি লুসিয়ানো পুনর্বাসনে সহায়তা করেছে ও তাদের সিন্ডিকেট স্থাপনে সহায়তা করেছে।

লুই মার্টিমার ব্লুমফিল্ড ছিলেন Office of Strategic Services-OSS এর অভিজ্ঞ কর্নেল। তিনি ১৯৫৮ সাল পর্যনৃত মন্ট্রিল ও জেনেভায় পার্মিনডেক্সের শাখা প্রতিষ্ঠা করে। SOE ও পার্মিনডেক্সের অভ্যন্তরের জেনারেল জায়োনিস্টদের দ্বারা অধিকৃত ইসরায়েলের ঘাতক হাগানাদের অস্ত্র সরবরাহ করে, যারা ফিলিস্তিনিদের ওপর আক্রমণ চালায়।

ডোপ ইনক.-এর মতে ক্রে শ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে শুরু করে স্টেফেনসনের অধীনে কুড়ি বছর কাজ করেছিলেন। যেখানে তিনি উইনস্টন চার্চিলের সাথে OSS-এর সাথে যোগাযোগ করেছিলেন। SOE-এর কর্মীরা FBI-এ অনুপ্রবেশ করেছিল এবং ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগ ব্লুমফিল্ডের নেতৃত্বে ফিফথ কলাম গঠন করেছিল। ব্লুমফিল্ড ও ক্রে শ উভয়ই ১৯৬৩ সালে জ্যামাইকারের মন্টেগো বে'তে একাধিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তারা। স্যার উইলিয়াম নির্মিত টেন্ডাল কম্পাউন্ডে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। স্টিফেনসন ক্যারিবিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ গোয়েন্দা স্বার্থের পক্ষে কাজ করবেন।

স্টিফেনসন ব্রিনকো নামের একটি সংস্থা খুলেন। ওপেনহেইমার পরিবারের রিও টিন্টো দ্বারা অর্থায়িত শক্তি অনুসন্ধানকারী সংস্থা ছিল সেটি। তিনি ১৯৪৯ সালে জ্যামাইকা চলে এসেছিলেন এবং ইউকে'র অর্থায়নে ব্রিটিশ-আমেরিকান-কানাডিয়ান কর্পোরেশন স্থাপন করেন মার্চেন্ট ব্যাংকিং জায়ান্ট হাম্ব্রস দ্বারা। স্টিফেনসনই অ্যালেনকে সাহায্য করেছিলেন ডুলসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হিটলার ও গোয়েবেলসকে সুইস ব্যাংক অ্যাকাউন্টে আটকে দিতে।

Scanned with CamScanner

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নাজি মন্ত্রিসভায় যারা উপস্থিত ছিলেন, তাদের একজন হচ্ছেন গার্জিও ম্যান্টেলো। যিনি ছিলেন হাঙ্গেরির হুথি সরকারের একজন হিটলারপন্থী মন্ত্রী। পরে তিনি হাঙ্গেরিয়ান প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। তাছাড়া ছিলেন পল রায়গ্রোরাডস্কি, যিনি একজন রোমানিয়ান প্রবাসী হয়েও ইতালিয়ান স্বৈরশাসক বেনিটো মুসোলিনির বাণিজ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তারপর ছিলেন একজন রাশিয়ান সলিডারিটির নেতা জ্যান ডি মেনিল প্রমুখ ব্যক্তিরা। উপস্থিত সকলেই পার্মিনডেক্সের কার্যনির্বাহী ছিলেন। বর্তমানে এই বোর্ড সদস্যদের মধ্যে আছেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের পরামর্শদাতা রায় কোহন, প্রাক্তন জেনারেল সেন জো ম্যাকার্থির, মন্ট্রিলের ক্রাইম গডফাদার জো বনো ইত্যাদি ব্যক্তিরা।

ফিলিপস, ভিনবার্গ, ব্লুমফিল্ড ও গডম্যানদের অংশীদার হচ্ছেন কর্নেল লুইস ব্লুমফিল্ড। তাছাড়া তিনি একই সাথে বনফাম পরিবারেরও পারিবারিক আইনজীবী ছিলেন এবং গুডম্যান ছিলেন কানাডিয়ান বনফাম পরিবারের আইনজীবী। ১৯৬৮ সালে পল ডি গল হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ফরাসি সরকার হত্যাকাণ্ডের লেটারহেডে থেকে বনফাম পরিবারের নাম সরাতে বাধ্য হয়।

পারমিনডেক্সকে তার অফিসগুলো ইউরোপের বাইরে ফ্যাসিবাদবান্ধব আফ্রিকায় সরিয়ে নিতে জোর দেওয়া হয়েছিল এবং তারা বাধ্য হয় তা করতে। একই সাথে ডি গল ইসরায়েলীয় মোসাদকে ফ্রান্স লাথি মেরে বের করে দেয় পারমিনডেক্সের সাথে তাদের ভালো সম্পর্ক থাকার কারণে।

ব্লুমফিল্ড ইসরায়েলি কন্টিনেন্টাল কর্পোরেশন ও কানাডিয়ান সহায়ক সংস্থা হানিকেন ব্রিওয়ারিজ-এর আওতায় কাজ করে। তারা ইসরায়েলীয় 'দাতব্য সংস্থা' নিয়ন্ত্রণ করে, যা ইসরায়েলের জিএনপি-র ৩৩% গঠন করে। তাছাড়া নিয়ন্ত্রণ করে ইসরায়েলের দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যাংক হেপোলিমকে, যা মোসাদের অর্থায়নের বৃহৎ উৎস। ব্লুমফিল্ড ইসরায়েল-কানাডিয়ান মেরিটাইম লীগের পরিচালক ছিলেন এবং দায়িত্ব পালন করেছিলেন কানাডিয়ান 'ফ্রি বন্দর' দেশ লাইবেরিয়াতে একজন পরামর্শক হিসেবে।

সেখানে তিনি মনরোভিয়ার বিদেশী কূটনীতিক, ব্যাংক ডু ক্রেডিট ইন্টারনাসিওনেলস (BCI) প্রতিষ্ঠা করেন। টিবার রোজেনবাউম-এর সাথে কাজ করেছেন। লাইবেরিয়ার ব্যাংকিং খাতে অনেক পরিবর্তন তৈরি করেছেন।

Scanned with CamScanner

লাইবেরিয়াকে দারুণভাবে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পৌঁছে দিয়েছেন। তবে এসবের আড়ালে তিনি অস্ত্র ও মাদক ব্যবসা চালিয়ে গেছেন সমানভাবে। এসব ছাড়াও তিনি রেডক্রসের অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিসের চেয়ারম্যান ছিলেন।

ডোপ ইনকরপোরেশনের তথ্যমতে, কেনেডি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার পেছনে মূখ্য ভূমিকা পালন করেছে রোজেনবামের 'The BCI' ব্যাংক। অনেক গবেষকের মতে, কেনেডি অভ্যুত্থানের জন্য অস্ত্রগুলো এসেছিল শ্রমাগারের মাধ্যমে এবং সাতজন শুটার নিয়ে একটি অভিজাত হিট টিম গঠন করা হয়েছিল। ১৯৪৩ সালে এজন্য জে এডগার হুভার ও স্যার উইলিয়াম স্টিফেনসনের সমন্বয়ে একটি দল তৈরি হয়েছিল। আমেরিকান কাউন্সিল অব ক্রিশ্চিয়ান গির্জা (ACCC)-এর মাধ্যমে এই দলটি গঠন করা হয়েছিল। যা ব্লুমফিল্ড, স্টিফেনসন ও হুভারদের সুরক্ষা প্রদান করে। ব্রিটিশ ও মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার বিশেষ বিশেষ মিশন সম্পূর্ণ করার জন্য এই কাজটি তারা করেন।

ACCC হচ্ছে অ্যারিস্ট্রক্যাট তথা নাইটদের ধর্মভিত্তিক একটি সংগঠন। মেক্সিকোর পাবলোতে এটি একটি অনাথ আশ্রম চালায়। সেটি থেকে তারা প্রতি বছর ২৫-৩০ জন প্রিমিয়ার শুটার তৈরি করে থাকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই ACCC-এর আশ্রমটি চালাতেন। সেই 'ছাত্ররা' কেনেডি হত্যাকাণ্ড ঘটান। এই একই টিমই বব কেনেডি ও মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের হত্যাকাণ্ডের সাথে সংযুক্ত হতে পারে। যেদিন কেনেডিকে হত্যা করা হয়, সেদিন তার ডালাস ট্রেডমার্টে পার্মিনডেক্সের ব্যবসা সম্পর্কিত বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল। কেনেডি হত্যার পর পারমিনডেক্স ইন্টারটেলে পরিণত হয়েছে।

১৯৯২ সালে দেউলিয়া হওয়ার আগে ডোনাল্ড ট্রাম্প রথচাইল্ড ইনকর্পোরেশনের কাছ থেকে তার ৯৩% রিসোর্ট কিনেছিলেন। রিসোর্টগুলোর সদর দপ্তর অবস্থিত প্যারাডাইজ আইল্যান্ডে, যার মালিকানা আছে হান্টিংটন হার্টফোর্ড, গ্রেট আটলান্টিক অ্যান্ড প্যাসিফিক টি কোম্পানির মালিকের কাছে। ইন্টারটেল হচ্ছে আনুষ্ঠানিকভাবে এই রিসোর্টগুলোর একটি সহায়ক সংস্থা এবং এর বোর্ডে অন্তর্ভুক্ত ছিল এফবিআই ডিভিশন ফাইভ ফাইভের হাওয়ার্ড হান্টের বন্ধু অ্যাডওয়ার্ড মুলিন, রাষ্ট্রপতি মো ব্রোনফম্যান পরিবার-নিয়ন্ত্রিত রয়্যাল ব্যাংক

Scanned with CamScanner

অব কানাডা, এনএসএ'র ডেভিড বেলিসল ও স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের প্রাক্তন প্রধান স্যার র‍্যান্ডলফ বেকন প্রমুখ ব্যক্তিরা। তারা ক্যারিবিয়ান, লাস ভেগাস ক্যাসিনো ও জুয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করে। আটলান্টিক সিটিতে ঘোড়দৌড়ের মাঠও তারাই নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

কেনেডি হত্যাকাণ্ডের 'তদন্ত'র সাথে জড়িত ওয়ারেন কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে, অ্যালেন ডুলস হচ্ছেন CIA-এর একজন পরিচালক, যাকে কেনেডি চাকরীচ্যুত করেছিলেন। এই হত্যাকাণ্ডের কর্মসূচিতে তিনিও অনেক বড় একটি ভূমিকা রেখেছেন বলে ধারণা করা হয়।

CIA-এর জড়িত থাকার ইঙ্গিতের ব্যাপারে দূরে থেকে তদন্ত চালানো হয়। সেই রিপোর্টে পাওয়া যায় যে, FBI-এর পরিচালক এডগার হুভার ছিলেন একজন ডানপন্থী ধর্মান্ধ ব্যক্তি। তিনি কেনেডিকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছিলে। মিশিগান সিনেটর জেরাল্ড ফোর্ড একবার FBI-এর সহকারী পরিচালক কার্থা ডি লোচের শুনানির তথ্য ফাঁস করেন। যেখান থেকে এসব তথ্য পাওয়া যায়।

তবে ওয়ারেন কমিশনের সবচেয়ে প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন চেজ ম্যানহাটন ব্যাংকের চেয়ারম্যান জন ম্যাকক্লোয়, যিনি পরবর্তী সময়ে বিশ্বব্যাংক পরিচালনা করেছিলেন। ম্যাকক্লোয় সৌদিভিত্তিক আর্মকো-এর আইনজীবী ছিলেন এবং ডেভিডকে সহায়তা করেছিলেন ইরানের বাইরে শাহকে রকফেলার দলে ভেরাতে। কেনেডি হয়তো মার্কিন সামরিক বাহিনীকে রাগিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু তার মৃত্যুদণ্ডের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল আন্তর্জাতিক ব্যাংকারদের দ্বারা।

কেনেডি ট্যাক্স হ্যাভেনগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে চেয়েছিলেন এবং বড় তেল ও খনির সংস্থাগুলোতে করের হার বাড়াতে চেয়েছিলেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি প্রস্তাবও উত্থাপন করেন। তিনি অতি ধনী ব্যক্তিদের উপকারে আসে কর তথা ট্যাক্স ব্যবস্থার এরকম লুপহোলগুলোকে সরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটি সমর্থন জানিয়েছিলেন। তার অর্থনৈতিক কৌশল ও নীতিগুলোকে 'ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল', 'ফরচুন ম্যাগাজিন' ইত্যাদির দ্বারা প্রকাশ্যে আক্রমণ করা হয়েছিল। ডেভিড ও নেলসন রকফেলার উভয়ই একত্রে আক্রমণ করতেন। এমনকি কেনেডি নিজস্ব ট্রেজারি সেক্রেটারি ডগলাস ডিলন—যিনি বেকটেল নিয়ন্ত্রিত ডিলন রিড ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক থেকে এসেছিলেন—তিনিও এই প্রস্তাবগুলোর বিরোধিতা করেছিলেন।

Scanned with CamScanner

১৯৬৩ সালের জুন মাসে কেনেডির ভাগ্য সিল করা হয়ে যায়। যখন তিনি নিজের ট্রেজারি বিভাগের লোকদের দ্বারা ক্রাউন এজেন্টদের প্রাইভেট ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের $৪ বিলিয়ন ডলারের উচ্চসুদের বিশাল ফাঁদ তথা চুক্তিকে পাশ কাটিয়ে যান, যা কেনেডির কাছে মনে হয়েছিল দেশের স্বার্থের বিরোধী। প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনও তার ১০০ বছর আগে এই একই ভুল করেছিল এবং তাকেও জীবন দিয়ে সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়।

১৯৯৪ সালে ওয়েবারম্যান লিখেছিলেন যে—"কেনেডি হত্যার উত্তরটি লুকিয়ে আছে ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের অভ্যন্তরে। একে কখনো অবমূল্যায়ন করতে যাবে না। এর জন্য শুধুমাত্র CIA-কে দোষ দেওয়া ভুল। তারা কেবলমাত্র একই হাতের আঙুল ছাড়া কিছু নয়। যারা CIA-এর জন্য অর্থ সরবরাহ করে, এটি তাদেরই ক্রীড়ানক।"

নিউ অরল্যান্স ট্রেড মার্টের ডিরেক্টর ও M-16 SOE ক্লে শ-এর ব্যক্তিগত ফোন নম্বরের বইয়ে পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত লোকের ঠিকানা লেখা ছিল, যারা এই 'অর্থ সরবরাহ' চক্রের সাথে জড়িত। তাদের মধ্যে আছেন ইতালির আন্তর্জাতিক অলিগার্ডস ম্যাক্সেস গুইস্পে রে, ইতালির ব্যারন রাফায়েলো ডি বানফিল্ড, প্রিন্সেস জ্যাকলিন চিমায় ফ্রান্স, ইংল্যান্ডের লেডি মার্গারেট ডি.আর.সি., ইংল্যান্ডের লেডি হুলস ও স্যার ইংল্যান্ডের মাইকেল ডাফ ইত্যাদি ব্যক্তিরা।

তবে SOE-এর এড্রেস বুকের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ফোন নম্বরটি অন্তর্ভুক্ত স্যার স্টিভেন রুনসিম্যানের, যিনি ছিলেন নাইট ট্যাম্পলারদের বিষয়ে একজন জ্ঞানী ইতিহাসবিদ ও তার স্থান ছিল অত্যন্ত গভীরে। ওয়ারেন কমিশনের চেয়ারম্যান আর্ল ওয়ারেন, জন ম্যাকক্লেয়, অ্যালেন ডুলস, জে এডগার হুভার ও জেরাল্ড ফোর্ড—এরা সমস্তই ৩৩ ডিগ্রী ইলুমিনাতির একজন করে ফ্রিম্যাসন ছিল।

ডিলে প্লাজা হত্যাকাণ্ডের রিপোর্টে অবিলিস্কের ছবি দেখা যায়, যা ছিল ফ্রিম্যাসনারিদের জন্য উৎসর্গীকৃত। ডালাসের হেডকোয়ার্টার এক্সন মবিল ও কর্পোরেট আমেরিকান অনেকাংশের দখলে, যারা ৩৩ ডিগ্রী ফ্রিম্যাসনের আসনে বসে আছে।

Scanned with CamScanner

৯/১১-এর পেছনে আছেন ক্রাউনরা

ক্রাউনরা ৯/১১ থেকে সবচেয়ে বেশি লাভ করেছে। আক্রমণের দিন WTC-তে আর্থিক লেনদেন এক অস্বাভাবিক পরিমাণে ভারী ছিল। ঐদিন WTC-এর বেশিরভাগ বিনিয়োগ ব্যাংকার নিহত হয়েছেন, যারা বিগ সিকিং অর্থ বিনিয়োগের ব্যাংকের প্রতিযোগীদের জন্য কাজ করেছেন।

ডিউশ ব্যাংকের মতো মেরিল লিঞ্চও WTC-এর কাছে একটি নিজস্ব একটি বিল্ডিং-এ সরে গিয়েছিল। লেহমান ব্রাদার্স ডাব্লুটিসি থেকে ৯/১১ ঘটার ঠিক আগমুহূর্তে একটি নতুন নির্মিত সদর দফতরে চলে এসেছিল।

৯/১১-এর মাত্র সাত সপ্তাহ আগে একদল ধনী অভিজাত বিনিয়োগকারী ডব্লিউটিসিতে তাদের ইজারা সমাপ্ত করেছে। বিনিয়োগকারী ল্যারি সিলভারস্টাইন উক্ত সম্পত্তিটি ২০০১ সালে জুলাই মাসে নিরানব্বই বছরের জন্য লিজ নিয়েছিল।

সিলভারস্টাইন ৯/১১-এর উক্ত ট্র্যাজেডির পর ৭.২ বিলিয়ন ডলার ইন্স্যুরেন্স দাবি করে বসেছিল। ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক নিয়ন্ত্রণকারী আট পরিবার যথা (রথসচাইল্ড, রকফেলার, কুহন লয়েব, ল্যাজার্ড ফ্রেইস, ওয়ার্বর্গ, ইসরায়েল মুসা সেফ, লেহম্যান/ওপেনহেইমার ও গোল্ডম্যান শ্যাশ) বীমা সংস্থা এর সাথে জড়িত, যার মূল্য ছিল প্রায় $3.6 বিলিয়ন ডলার।

বর্তমান রাষ্ট্রপতির ভাই মার্ভিন 'সিকিউরাকোমে' ১৯৯৩-২০০০ পর্যন্ত পরিচালনা পর্ষদে ছিলেন, যা বর্তমানে 'স্ট্রাটেকস ইনকর্পোরেশন' নামে পরিচিত। এই কোম্পানিটি WTC-এর নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত ছিল, সেই সাথে বর্তমানে এটি নিয়োজিত আছে ডালাস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও ইউনাইটেড বিমান সংস্থার নিরাপত্তার দায়িত্বে। এই নিরাপত্তা দেওয়ার চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় লস আলামস ল্যাবরেটরিতে, যেখানে একই সেবা ও সুবিধা দেওয়ার জন্য আরও অনেক কোম্পানি ছিল।

এই ফার্মটি বিনিয়োগ পায় আমেরিকা-কুয়েতি ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকের মাধ্যমে, যাকে ডাকা হয় Kuw-Am নামেও। তাদের সাথে সংযুক্ত আছে মার্কিন সেনাবাহিনী, মার্কিন নৌ ও বিমানবাহনী এবং বিচার বিভাগ।

ডেভিড বোমসেলের সর্বাধিক বিক্রিত বই *'Children for the matrix'*—এ বলেছেন যে—"সিকিউরাকোম একটি ক্রাউন এজেন্টের সহায়ক এজেন্সি, এর

Scanned with CamScanner

সাথে ব্রিটিশ ক্রাউনের অস্তিত্ব জড়িত আছে।" তিনি ঐ একই বইয়ে আগা খান ফাউন্ডেশনের কথাও বলেছেন।

খান আধুনিক মুসলিম ব্রাদারহুডের প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং ইসলামধর্মের জন্য আধ্যাত্মিক মশাল বহনকারী হিসেবে পরিচিত হয়েছেন, যা থেকে বিভিন্ন মুসলিম গ্রুপ—যেমন, আল-কায়েদা, তালেবান ইত্যাদি বিভিন্ন তথ্য ও সূত্র পেয়ে থাকে। এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বাকিংহাম প্যালেসকে ৯/১১-এর সাথে জড়িত থাকার দিকে ইঙ্গিত করে।

মার্ভিন বুশ ২০০২ সালের নভেম্বর পর্যন্ত HCC বীমা হোল্ডিংয়ের বোর্ডে বসে ছিলেন। এই সংস্থাটি WTC-এর কিছু ইনস্যুরেন্স বহন করত।

ফ্লোরিডার গর্ভনর ব্রাদার জেব ৯/১১ সংঘটিত হওয়ার এক সপ্তাহ আগে তার রাজ্যে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে। হামলার পরপরই তিনি ওয়াশিংটন ডিসিতে পালিয়ে যান এবং সেখানে কিছু নথি প্রদান করেন।

৯/১১-এর ঘটনায় নিউইয়র্কের মেয়রকে একজন নায়ক হিসেবে মনে করা হয়। কিন্তু তিনি ২ নভেম্বর পর্যন্ত গ্রাউন্ড জিরোতে অগ্নিনির্বাপণ কর্মীদের পদ হালকা করে দেন। যার জন্য সেখানে আরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। ঐদিনের আগে নোভা স্কটিয়া ব্যাংক হতে প্রায় দুশো টন সোনা কিনপিং ব্যাংকে সরিয়ে নেওয়া হয়। এগুলো কোনো পূর্বপরিকল্পনা ছাড়াই করা হয় বলে আপনার মনে হয় কি!

বিস্ময়করভাবে কর্পোরেট মিডিয়াতে কেউ গুলিয়ানিকে তার কার্যকলাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে বিরক্ত করেনি। তেমনই তারা তাকে জিজ্ঞাসাও করেনি যে, কেন সে WTC-তে তার নিজস্ব বোমা সরবরাহ কেন্দ্র থেকে ছয় হাজার গ্যালন জ্বালানি এনে রেখে দিয়েছিল। ইন্টারনেট রিপোর্ট হতে জানা যায়, পরিষ্কারভাবেই প্লেন দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে এত জ্বালানি পোড়ানোর কথা নয়।

ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে CIA ও FBI-এর কিছু সংবেদনশীল নথি সেখানে সঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল। সাতচল্লিশ তলার #৭ নম্বরে CIA একটি আন্ডারকভার স্টেশন চালাচ্ছিল। WTC-এর দক্ষিণ টাওয়ারের তেইশ ও চব্বিশতম ফ্লোরে FBI তাদের গোপন তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছিল। সেখানে তাদের গোপন নথির ভাণ্ডার বোঝাই করা ছিল। ৯/১১-এর মাধ্যমে তাদের সেই নথি সহজেই জ্বালিয়ে দেওয়া গেল। কেউ কিছুই বুঝে উঠতে পারল না।

Scanned with CamScanner

হারলেমে ইঞ্জিন-৪৭ সহ এক দমকলকর্মী লুই ক্যাকলি জানিয়েছেন যে, তিনি নর্থ টাওয়ারের চতুর্থ তলায় ফ্লাফ-দখলকৃত লিফটে কাজ করছিলেন। তখন তিনি একটি শব্দ শোনেন আর তখনই তিনি ও সেই বিল্ডিং-এ অবস্থিত তার ক্রু'রা সর্বপ্রথম বিশ্বাস করেন যে, টাওয়ারের ভেতরে আলাদাভাবে বোমা ফাটানো হয়েছে।

দুর্যোগের পরপরই দ্য আলবুকার্ক জার্নালের এক বিবৃতিতে ভ্যান রোমেরো নামের নিউ মেক্সিকো ইনস্টিটিউটের মাইনিং প্রযুক্তি ও বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় খ্যাতনামা 'ধ্বংস তদন্ত' বিশেষজ্ঞ বলেছিলেন যে—"ভিডিওটেপগুলোর ওপর ভিত্তি করে আমার মতামত হচ্ছে, বিমানগুলোর ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে আঘাত করার কিছু পরই ভবনের অভ্যন্তরে থাকা আলাদা কিছু বিস্ফোরক ডিভাইসের বিস্ফোরণের কারণে টাওয়ারটি ধ্বসে পড়েছে, নয়তো প্লেনগুলোর ভেতর পুরো বিল্ডিংটি ধ্বসে দেওয়ার মতো অত শক্তি ছিল না।"

তাছাড়া এ বিষয়ে গবেষণারত বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞও এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, জেটের জ্বালানি একাই খুব দ্রুত WTC-এর বিশাল ইস্পাত কাঠামোটিকে নিজে গলাতে পারত না। তার ভেতরে রাখা বিস্ফোরকের জন্য এটি ধ্বংস হয়ে গেছে।

WTC-এর ধ্বংসস্তূপ পরিষ্কার করার জন্য তার ঠিকাদার $৭ বিলিয়ন পারিশ্রমিক নিয়েছিল। তখন তাৎক্ষণিকভাবে এই কাজের পোশাকি নাম দেওয়া হয়েছিল—নিয়ন্ত্রিত ধ্বংসযজ্ঞ। তারা ডাব্লুটিসির 'স্ক্র্যাপ ধাতুগুলো' খুব দ্রুততার সাথে চীনে নিয়ে আসে, যাতে এ দেশে এসে সহজে কেউ প্রমাণ সংগ্রহ করতে না পারে। তারপর সেগুলোকে খুব দ্রুততার সাথে ভেঙে টুকরো টুকরো করা হয়। পুরোপুরিভাবে লোপ করে দেওয়া হয় WTC-এর অস্তিত্বই।

ব্রিগহাম ইয়ং-এর পদার্থবিজ্ঞান অধ্যাপক স্টিভেন জোন্স ডব্লিউটিসির ধ্বংসস্তূপ নিয়ে গবেষণা করছিলেন। তিনি বলেন যে, বিল্ডিংটির ধ্বংসস্তূপের প্রায় পুরোটা অংশে তিনি থার্মাইট বিস্ফোরকের উপস্থিতি লক্ষ্য করেছেন। সত্য প্রকাশের ফলস্বরূপ স্টিভেন জোন্সকে তার গবেষণা কাজ থেকে সরিয়ে পেইড অবসরে পাঠানো হয়।

Scanned with CamScanner

৯/১১ সংঘটিত হওয়ার সপ্তাহখানেক আগে পুরো বিল্ডিং ও সেখানে কাজ করা লোকদের নিয়ে একটা রিপোর্ট করা হয়। তারা সকলেই বলেছে—এ সময় লিফট রক্ষণাবেক্ষণ'-এর জন্য সকল দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। কাজটি সমাপ্ত করার দায়িত্ব আমাদের কাছে পূর্বে আলোচনাকৃত 'সিকিউরাকোম কোম্পানি'কে দেওয়া হয়। কোনো সন্দেহ নেই, ওই সময়েই ক্রাউন এজেন্টরা বিল্ডিং-এর ভেতরে বিস্ফোরক ভরিয়ে দেয়। নয়তো তখনই কেন লিফট ও ভবনের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে?

একটি অবিশ্বাস্য রকমের গুজব রয়েছে যে, ডব্লিউটিসিতে কর্মরত সমস্ত ইসরায়েলিদের ৯/১১ ঘটার দিনে কাজ না করার জন্য কিংবা প্রতিবেদন না করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। ঘটনাটি সত্যি এবং এ নিয়ে পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় ব্যাপক লেখালেখি হয়। এখন প্রশ্নটিই হচ্ছে—ওই দিনই কেন তাদের কর্মস্থানে আসতে বারণ করা হলো?

২০০১ সালের টাইম ম্যাগাজিনে সেরা ব্যক্তিত্ব 'রুডি গুলিয়ানি' ট্রাম্পের উপদেষ্টা ছিলেন। তিনি একটি গোপন অপারেশনের অংশ হিসেবে পার্সিয়ান উপসাগরীয় তেলের ওপর ব্রিটিশ/ইসরায়েলি/রথচাইল্ডের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ও একত্রিকরণের চেষ্টা চালান, যার কারণে ফেব্রুয়ারি ২০০২-এ গুলিয়ানিকে রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ দ্বারা 'নাইট' খেতাব দেওয়া হয়। এটি কিন্তু মোটেও কোনো কাকতালীয় ঘটনা নয়। আর একটি ব্যাপার হচ্ছে—ক্রাউন এজেন্ট SERCO-এর সাথে বর্তমানে FAA-এর চুক্তি রয়েছে। যার মাধ্যমে বড় বড় বিমানবন্দরগুলোতে অসংখ্য বিমান পরিবহন ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। আর তাদেরই এই কাজে ব্যবহার করা হয়েছে।

ব্রিটিশ নাইটদের মালিকানাধীন সেরকো'র সাথে মার্কিন সেনা, প্রতিরক্ষা বিভাগ ও স্টেট ডিপার্টমেন্টের আলাদা আলাদা চুক্তি রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্রাউন এজেন্টরা তাদের সাথে কোনো প্রকার বিড না করেই বিভিন্ন কন্ট্রাক্ট গ্রহণ করে। কেন? সিনিয়র এক্সিকিউটিভ সার্ভিসেস (SES) হিসেবে সরকারও তা জানে। সেরকো'র সাথে কেনেডির হত্যাকারীদেরও যে আলাদা যোগসাজশ ছিল, সেটাও জেনারেল ইলেক্ট্রনিক্স-এর সাথে আদান-প্রদান করার চিঠির মাধ্যমে পরে প্রমাণিত হয়েছে।

Scanned with CamScanner

যাই হোক, সেরকো ও জেনারেল ইলেকট্রনিকস উভয়েরই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে লকহিড মার্টিন ও ব্রিটিশ অ্যারোস্পেসের। যে দুটি কোম্পানিই বিশ্বের সর্ববৃহত্তম প্রতিরক্ষা ঠিকাদার। কিন্তু এরা সবাই ক্রাউন এজেন্ট।

সেরকো লন্ডনের সাহায্যে বিভিন্ন যুদ্ধের মেকানিজম তৈরি করে, ফলে তারা সবাই মিলে কিছু লাভজনক চুক্তি পেয়ে যায়। ব্রিটেনে তাদের একটি প্যাথলজি রয়েছে, কিছু সংস্থা বিশ্বাস করে যে, তারা সবাই মিলে বিশ্বের প্রায় ৭৫% মানুষের নিকট থেকে লাভ তৈরি করে নেয়; যেটি লুসিফেরিয়ান ক্রাউন এজেন্টদের অন্যতম এক প্রধান লক্ষ্য।

Scanned with CamScanner

অধ্যায় : ৭

ডারউইনবাদীদের সামাজিক জালিয়াতি

ইলুমিনাতিদের দ্বারা জনগণকে নিয়ন্ত্রণের জন্য এবং এই পৃথিবীর সম্পদগুলো হাতের মুঠোয় রাখার জন্য তারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন তত্ত্বের সূত্রপাত ঘটায়। সেই তত্ত্বগুলোর থাকে বিভিন্ন ঐতিহাসিক গুরুত্ব। মুক্তির আন্দোলনের সাথে সংঘাত ও সহিংসতা জুড়ে দেওয়া, সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক রূপ তৈরি, গণমাধ্যমের মাধ্যমে তথ্যের বিকৃতি ঘটিয়ে তারা বিষয়টিগুলোকে উপস্থাপন করে।

মানুষের মনস্তাত্ত্বিক উপলব্ধিও এই খেলার একটি রূপ। আমাদের মনে তখন সেই যুদ্ধটি বিভিন্নভাবে রূপ লাভ করে। তবে সর্বপ্রথম সেটার শুরু হয় জনগণের সচেতনতা ও দর্শনের মধ্য দিয়ে। এরকম তত্ত্বগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কুখ্যাত যে তত্ত্বটি রয়েছে সেটি হচ্ছে 'সামাজিক ডারউইনবাদ', যা 'Survival of the fittest' তথা সর্বোত্তমই সবসময় টিকে থাকে এমন কথাকে প্রচার করে। এই তত্ত্বটি হচ্ছে লুসিফেরিয়ান বিশ্বের কর্পোরেটদের দ্বারা অনুদানযুক্ত 'বৈজ্ঞানিক' গবেষণার একটি সাফল্য। কর্পোরেটদের দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে কথাটি খাটে। এর অর্থ এটাই যে, যদি আমরা একটি প্রজাতি হিসেবে অগ্রগতি করতে চাই, তবে আমাদের অন্য সবার সাথে অসহযোগিতাপূর্ণ হয়ে উঠতে হবে। অর্থাৎ, আমাদের একা হয়ে যেতে হবে।

চার্লস ডারউইনের অভিযানটি ইউরোপীয় অভিজাতদের দ্বারা অর্থায়িত হয়েছিল। তিনি নিজেও একজন ফ্রিম্যাসন ছিলেন। এই অভিজাত বংশই পরে ডারউইনের গবেষণাকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে গেছে। আর সবশেষে ডারউইন তাদের এনে দিয়েছে একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ উপসংহার; আর সেটি হচ্ছে 'Survival of the fittest' বা 'উপযুক্ততম বেঁচে থাকা'। বিশ্বব্যাপী অভিজাতদের মন্ত্র যেহেতু উপনিবেশবাদ, বেসরকারি কেন্দ্রীয় ব্যাংক, একচেটিয়া পুঁজিবাদ, দাসত্ব ইত্যাদির মতো অন্যায্য কিছুকে ন্যায়সঙ্গত করে তোলা, তাই তার জন্য এরকম একটা উপসংহারের তাদের খুব দরকার ছিল। ডারউইনের তত্ত্বটি সব প্রাণীর জন্য নয়; বরং সামাজের উচ্চশ্রেণির কর্পোরেটদের জন্য খাটে।

Scanned with CamScanner

আমি প্রায় দুই হাজার একর বিস্তীর্ণ জমিতে বড় হয়েছি এবং প্রায় সম্পূর্ণ জীবন আমার দেশেই বাস করেছি। আমি শিকার করেছি, ফাঁদ পেতেছি, ফিশিং করেছি, প্রাণিসম্পদ জোগাড় করেছি এবং বাসায় পোষা প্রাণী রেখেছি। আমি যেখান থেকে এসেছি, সেখানে মন্টানার পেছনে অসংখ্য মাইল হেঁটে গেছি। গ্রিজলি ভাল্লুক, পার্বত্য ছাগল, মুজ ও ওলভেরিনের মুখোমুখি হয়েছি অসংখ্যবার। আমার স্ত্রী ও আমি সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রুজার জাতীয় উদ্যানের একটি সাফারি পার্কেও ঘুরতে গিয়েছিলাম।

এই সমস্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমি কখনো দুটি বন্য প্রাণীকে মারাত্মক যুদ্ধে আটকে যেতে দেখিনি। আমি যা দেখেছি, তা হচ্ছে—তারা একে অপরকে অনেক স্তরে সহযোগিতা করছে; আর তাও শুধুমাত্র নিজ প্রজাতির মধ্যে নয়, বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে অন্যান্য প্রজাতির মধ্যেও। তবু যদি আপনি রয়্যালদের জিওগ্রাফিক সোসাইটির অর্থায়নে বন্যজীবনের ওপর ডকুমেন্টারিগুলো দেখেন, তবে দেখবেন—সংঘাতের মূল বিষয় সর্বব্যাপী বিস্তৃত এবং এটি ইচ্ছাকৃতভাবে তৈরি করা।

অরণ্যে হাঁটুন, দেখবেন—শৃগালদের সর্তকবার্তা দিতে পাখিরা গান করছে, যে চিন্তাগুলো আপনার মাথাতেই নেই। হরিণের একটি পাল পর্যবেক্ষণ করুন, দেখবেন—স্বাস্থ্যকর যুবক হরিণগুলো আহত বা অসুস্থের জন্য অপেক্ষা করছে। এবং অপেক্ষা করছে দলের অন্যান্য সদস্যদের জন্য। ক্রুজাদের দেখুন, তার সাথে সাথে আপনি জেব্রাদের কাছাকাছি থাকা ওয়ার্থোগগুলোকেও দেখতে পাবেন। জেব্রা গুল্মগুলোর ওপর দিয়ে দেখতে পারে, ফলে তারা সিংহগুলোর ওপর নজর রাখতে পারে। যদিও ছোট ওয়ার্থোগগুলো তা করতে পারে না, কিন্তু তাদের ক্ষুর-ধারালো দাঁতগুলো দিয়ে একটি দীর্ঘ সময় জন্য ঝোঁপের আড়ালে জেব্রাদের পাঠিয়ে দিয়ে সিংহের হাত থেকে বাঁচতে সাহয্য করতে পারে।

আমার প্রায় পনেরো বছর ধরে দুটি কুকুর ছিল। বড় কুকুরটির নাম ছিল 'বাক', ছোটটির নাম 'মিলো'। ছোটটি কিছুটা বয়স্ক ছিল। তাদের পুরো জীবনে তারা কখনো কোনো শারীরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়নি। বাক দুজনের মধ্যে শক্তিশালী হলেও 'বড় কুকুর' হওয়ার সুবিধা নেওয়ার দরকার তার কখনো হয়নি। বাক

জানত যে, লড়াই করার চেয়ে সহযোগিতা অনেক বেশি সহজ। ফলস্বরূপ মিলো কখনো তার 'প্রবীণ'-এর মতো সম্মানিত অবস্থান নিয়ে আপত্তি করেনি।

পরে আমি তিনটি পুরুষ বিড়ালের পরিবার লালন-পালন করেছি। 'বব' যখন ইঁদুর ধরত, সে তখন সেটিকে প্রায়শই 'লরিস'কে দিত। লরিস যখন একটাকে ধরত, তখন সে তা দিত 'হার্ভে'কে। তারা সবাই মিলে সেটি নিয়ে লড়াই করবে কি না তা দেখার জন্য আমরা প্রায়শই প্রত্যাশা ভরে অপেক্ষা করতাম, কিন্তু তারা কখনো লড়াই করেনি। প্রায়শই তারা তিনজন একত্রিত হয়ে একসাথে শিকার করত। পাশাপাশি নেমে পড়ত আরও বেশি শিকারের সন্ধানে।

অবশ্যই প্রাণীদের মধ্যে সংঘাত দেখা দেয় আশ্রয় ও খাবারের অভাব হলে। সমস্ত জীবেরই খেতে হয়। তবে কেন সমস্ত মিডিয়া প্রাণীজগতের বিরল ঘটনাগুলোর দিকে মনযোগ দেয়? সেগুলোকে বেশি ফোকাস করে? তারা কেন প্রাকৃতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে সহযোগিতার বিষয়গুলোকে এড়িয়ে চলে? কেন সেগুলোকে তেমন করে প্রচার করা হয় না? কারণ, তাহলে তাদের প্রতিষ্ঠা করা মিথগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। তাদের একচেটিয়া একটি প্রাকৃতিক অর্থনৈতিকব্যবস্থা ও পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা ধ্বসে যায়। প্রকৃতিতে লোভ স্বাভাবিক বিষয় নয়, কিন্তু কর্পোরেট জগতে স্বাভাবিক। আর সেটাই এখন আমাদের মধ্যে সর্বস্তরে প্রচার করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

বিশ্বব্যাপী অভিজাতরা নব্য-ডারউইনবাদের এই কল্পিত সংস্করণটি মানুষের সহজাত ব্যাপার বলে চিত্রায়ণ করে আসছে বারবার। সাধারণত যখন ন্যায়বিচারের প্রশ্ন আসে, কিন্তু এক্সন মবিল বা সিটি ব্যাংকের মধ্যে তেল নিয়ে যুদ্ধ চলে, তখন আমাদের বলা হয় যে—ইন্ডিয়ানরা নিয়মিত যুদ্ধ করতে থাকে (হাস্যকর কথা)। তবু কোনো লৌকিক নৃ-বিজ্ঞানী আপনাকে হয়তো বলবে যে, ১০,০০,০০০+ বছর আগে আদি আমেরিকানরা ইউরোপীয়ানদের সাথে খুব কমই আন্তঃউপজাতি যুদ্ধ চালিয়েছিল।

প্রাক যোগাযোগের যুগে উপজাতিদের মধ্যে একটিও 'আলফা' প্রধান ছিল না। তবে তাদের মধ্যে ছিল কাউন্সিল, যাতে অন্তর্ভুক্ত ছিল বয়স্ক পুরুষ ও মহিলারা, যাদের জীবনের অভিজ্ঞতা ছিল অনেক মূল্যবান। তরুণরা শারীরিকভাবে শক্তিশালী শিকারী বলে সর্বদা সবখানে প্রদর্শিত হতো এবং প্রবীণদের শ্রদ্ধা করত। যারা শিকার করত, তারা সবসময়ই সবার শেষে খেত।

Scanned with CamScanner

তাদের সমাজে বিনয় সহযোগিতা খুব ভালোভাবেই চলত। তারা মানবতাকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করত আর অনুৎসাহিত করত ঔদ্ধত্যকে। লুসিফেরিয়ান ইউরোপীয় আভিজাতিকরা এই সমাজতান্ত্রিক উপজাতীয় মডেলটিকে হুমকিরূপে দেখেছিল।

তাদের ক্রমবর্ধমান শিল্প পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যের কাছে অনেকটা সতর্কবার্তার মতো কাজ করতে শুরু করল। সুতরাং তাদের ভাড়া করা বন্দুকগুলো আমেরিকায় স্কটিশ ফ্রিম্যাসন ও কু ক্লাক্স ক্লানের প্রতিষ্ঠাতা আলবার্ট পাইকের নেতৃত্বে গর্জে উঠল ইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে।

এই ভাড়াটেরা ইন্ডিয়ানদের খুলি সংগ্রহ করতে শিখিয়েছিল। তাদের অর্থ প্রদান করেছিল, যাতে তারা ইউরোপিয়ান ইনব্রেডদের কাছে তা বিক্রি করে দেয়। ক্রাউন এজেন্টরা 'স্কাল অ্যান্ড বোনস' সোসাইটিতে সেগুলোর ব্যাপারে রিপোর্ট করেছে। যেগুলো বর্তমানে রোমানিয়ার ইয়েল ইউনিভার্সিটির 'হাউজ অব হরর'-এ রাখা আছে।

পাইকের সৈন্যরা উপজাতিদের মধ্যে নিম্নচরিত্রের প্রধানদের প্রথমেই কিনে নিয়েছিল। সাধারণত 'হুইস্কি' ঘুষ দিয়ে তারা এ কাজটি করত। পরবর্তী সময়ে এই প্রধানদের দ্বারা বাকি উপজাতিদের ইলুমিনাতি সংস্কৃতি ছড়িয়ে দিত। উপজাতিদের জমি দেওয়ার বিনিময়ে বিভিন্ন চুক্তি স্বাক্ষর করে নিত এবং তাদের ঘুষ দেওয়া হতো অন্যান্য উপজাতিদের আক্রমণ করার জন্য। এভাবে ইলুমিনাতিরা আমেরিকার আদি অধিবাসীদের জীবন-প্রকৃতিভিত্তিক মডেলটিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলে।

পাইক নিজে একজন ৩৩ ডিগ্রি ফ্রিম্যাসন ও ক্রাউন এজেন্ট ছিল। তিনি সর্বপ্রথম আমেরিকার চার্লস্টন, এসসিতে ইলুমিনাতির আবির্ভাব ঘটান। তার লেখা বই 'Morals and Dogma' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্রিম্যাসনদের জন্য বাইবেল হিসেবে কাজ করে। পাইকের বইটি ফ্রিম্যাসনারি গুপ্তচরবৃত্তির বিভিন্ন শয়তানী বাঁকগুলোকে তুলে ধরে খুব ভালোভাবে। "ম্যাসোনিক ধর্মে আমরা সকলেই লুসিফারের বিশুদ্ধতা বজায় রাখা উচ্চডিগ্রিতে লুসিফারের চর্চা করব"— এই কথাটি তিনি তার বইয়ে উল্লেখ করেছিলেন।

বিশ্ব সম্পর্কে নব্য-ডারউইনবাদীদের চিন্তা-ভাবনা অনেকটা নারকীয় ও ভয় ধরানো। তারা শয়তানি পদ্ধতিতে সকল কিছুর চিন্তা করে থাকে, যা প্রকৃতির

Scanned with CamScanner

সাথে অনেকটাই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আধিপত্য স্থাপনের দৃষ্টান্তে একে ন্যায়সঙ্গত বলে মনে হলেও এটি পশ্চিমা বিশ্বকর্তৃক সৃষ্ট একটি তত্ত্ব।

Scanned with CamScanner

অধ্যায় : আট

সবার জন্য মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ

লুসিফেরিয়ান বংশোদ্ভূত অভিজাতদের ব্লাডলাইনের খাটানো প্রযুক্তি ও কৌশলগুলোকে তারা পৃথিবীর সম্পদ ও মানুষের ওপর আধিপত্য ধরে রাখতে বহু শতাব্দী ধরে প্রয়োগ করে যাচ্ছে। প্রথমদিকে ক্রাউনদের বিরোধিতা করেছে, তাদের প্রকাশ্যে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল এবং বিদ্রোহী নাগরিকদের নির্যাতন করা হয়েছিল। মাঝেমধ্যে কৃষকরা বিপজ্জনক হয়ে উঠলে তাদের ওপর চালানো হয়েছিল গণহত্যা। বর্বরতার এই উন্মুক্ত প্রদর্শনগুলোর মাধ্যমে তারা ভয়ের এক পরিবেশ তৈরি করেছিল, যা তাদের আধিপত্যের জন্য যেকোনো বড়ধরনের চ্যালেঞ্জকে ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ঠ ছিল।

ক্রাউনটির বিশ্বব্যাপী তাদের সন্ত্রাসবাদী নেটওয়ার্কের এই ফাংশনটিকে পরিবেশন করে বা চালিয়ে নিয়ে যায়। যদি তারা জন এফ কেনেডিকে হত্যা করতে পারে এবং ৯/১১-এর মতো একটা ঘটনা ঘটাতে পারে, তাহলে তাদের পক্ষে যে কাউকে মেরে ফেলা সম্ভব, তাই না? আর এইভাবে তারা তাদের উপলব্ধি ও ইচ্ছাগুলোকে আপনাদের মাঝে পরিচালনা করতে চায় ও এই প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে আপনাকে এর অভ্যন্তরীণ অংশ করে নিতে চায়। এই উপলব্ধিগুলো যে আপনাকে ভয়ে ভয়ে রাখে, তার কারণ হচ্ছে—এগুলো শয়তানের ভাষা, কিন্তু ঈশ্বরের ভাষা সবসময় সাহসিকতাপূর্ণ ও ভালোবাসাপূর্ণ হয়ে থাকে।

ইলুমিনাতিদের ব্যবসায়িক পরিকল্পনায় মৃত্যু ও ধ্বংস ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিশ্বযুদ্ধগুলো থেকে তাদের সর্বাধিক উপার্জন হয়েছে এবং সর্বাধিক রক্তও উৎসর্গীকৃত হয়েছে। যদিও পতিত ফেরেশতারা রক্ত পান করেন না।

১৮৭১ সালের ১৫ আগস্ট প্রাচীন ও সার্বভৌম গ্র্যান্ড কমান্ডার, ফ্রিম্যাসনারি জেনারেল অ্যালবার্ট পাইক—যিনি স্কটিশ রিট ও কু ক্লাক্স ক্ল্যানের প্রতিষ্ঠাতা এবং সেই সাথে একজন ইন্ডিয়ান যুদ্ধ কৌশলবাদী—তিনি ইতালীর পি-১-এর ৩৩ ডিগ্রি গ্র্যান্ড কমান্ডার এবং মাফিয়া সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতার গুইসেপ মাজনির কাছে একটি চিঠি লিখেছিলেন।

Scanned with CamScanner

এই চিঠিতে পাইক তিনটি বিশ্বযুদ্ধের ব্রাদারহুড পরিকল্পনার কথা বলেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষেত্রে তিনি বলেছিলেন—তারা 'জারতান্ত্রিক' রাশিয়ার বিলুপ্তি ঘটাবে এবং কমিউনিস্টদের তৈরি করবে। ব্যাংকারা এর সুযোগে বিশ্বজুড়ে হস্তক্ষেপ করবে ও এখান থেকে লাভ ওঠাবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্ষেত্রে পাইক বলেছেন যে—তারা ইসরায়েলের প্রতিষ্ঠা ঘটাবে, যা আন্তর্জাতিকভাবে একটি ভাড়াটে শক্তি হয়ে উঠবে। ব্যাংকাররা এরপর রথচাইল্ড ও রকফেলারদের যৌথ সহায়তায় মধ্যপ্রাচ্যে তেলের স্বার্থ রক্ষা করবে এবং সেখান থেকে লাভ ওঠাবে।

পাইকের চিঠি অনুযায়ী তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে আরবদের বিপক্ষে দাঁড়াবে জায়নিস্টরা এবং তারপর আন্তর্জাতিক ব্যাংকার ও তাদের গোপন সংগঠনের লোকেরা একত্রিত হয়ে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত একটি নতুন ওয়ার্ল্ড অর্ডার গঠন করবে।

পাইক এমন ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপট হিসেবে উদয় হবে। এর অজুহাত হিসেবে বলা হয় যে—"আমরা নাস্তিক্যবাদ ও ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে একটি সামাজিক বিপর্যয় উস্কে দেব, যার পুরোটাই হবে রীতিমতো ভয়ংকর। এ ক্ষেত্রে আমরা নাস্তিকদের পক্ষে থাকব...আর এর প্রভাব সর্বত্র বিরাজ করবে। বিশ্বের নাগরিকরা বিপ্লবী সংখ্যালঘুদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে বাধ্য হবে...তারা প্রকৃত আলোর পথ খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে লুসিফারের মাধ্যমে সত্যকে লাভ করবে...যা জনসাধারণের দৃষ্টিতে ইতোমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে।"

যদিও ক্রাউনদের পক্ষে বিভিন্ন জাতির বিরুদ্ধে জাতির যুদ্ধ লাগিয়ে দেওয়া বেশ সহজ হয়ে গেছে। কারণ, উভয়পক্ষেই তাদের এজেন্ট লাগিয়ে দেয়। সে দৃষ্টিতে দেখতে গেলে জাতির বিরুদ্ধে ঘরোয়া মতবিরোধ ঘটানোই তাদের পক্ষে বেশ কঠিন।

অন্ধকার দাসত্বের যুগ ও প্রাচীন মধ্যযুগে তাদের ভিন্নমত পোষণকারীদের মোকাবেলা করার জন্য তারা বিপ্লবকে উস্কে দিত। এরকম ভিন্ন ভিন্ন স্থানে—যেমন : ফ্রান্স, আমেরিকা ও রাশিয়া ইত্যাদিতে এজেন্ট নিয়োগ করত। অতি সাম্প্রতিক কালে ক্রাউনরা একই রকম করে। আজকাল যদিও ভালো ভালো অস্ত্র-শস্ত্র রয়েছে, তবু এজেন্টদের ভূমিকা সেই আগের মতোই আছে।

Scanned with CamScanner

পুঁজিবাদকে স্পন্সর করা ফ্যাসিবাদী সংস্থাগুলো বিভিন্ন দেশ—যেমন : ইরান, ইরাক, সিরিয়া, কিউবা, উত্তর কোরিয়া, কঙ্গো, অ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিক, জিম্বাবুয়ে, ভিয়েতনাম, চিলি, আফগানিস্তান, নিকারাগুয়া, এল সালভাদর, বলিভিয়া, ইকুয়েডর ও ভেনেজুয়েলা ইত্যাদিতে একই কাজ হয়েছে এবং বর্তমানেও হচ্ছে।

ব্যাবিলিয়ন রক্তের ধার করা গোপন হত্যার বহর, সু-অর্থায়িত বিরোধী দল, এনজিওগুলোর ষড়যন্ত্র, মুদ্রা জালিয়াতি, লিফলেট ড্রপস, নকল ধর্মঘট ও বিপ্লব ইত্যাদির মাধ্যমে অপরাধে ঢেকে যায়; কিন্তু এই প্রতারণাগুলো অবশেষে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। বিশেষত ইন্টারনেটের সত্যিকারের সাংবাদিকতার বিকাশের সাথে সাথে তাদের ছদ্মবেশী ও জঘন্য কর্মকাণ্ডগুলো মানুষের সামনে বেরিয়ে আসতে থাকে। আসলে নিষ্ঠুরতা নিষ্ঠুরতাই, যদি তা সূক্ষ্ম ও ছদ্মবেশী হয়, তবুও।

ইতিহাসের জোয়ার কাটিয়ে উঠতে ব্যর্থ হলে জনগণের মধ্যে উস্কে দেওয়া হয় গণতান্ত্রিক ও এর ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়া। আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং সিন্ডিকেট ও তাদের গোষ্ঠীরা এখন নিজেদের মূল ভিত্তি হিসেবে মানসিক যুদ্ধের দিকে আমাদের ঠেলে দিচ্ছে।

তারা শিখেছে যে, তাভিস্টক ইনস্টিটিউটের অর্থায়নে টেলিভিশন ও ইন্টারনেট দ্বারা জনগণের ব্রেইন ওয়াশ করা ও জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করা, বরং লোকদের ঝুঁকিপূর্ণ নাগরিকত্ব কাটাতে বাধ্য করার চেয়ে অনেক বেশি সহজ। দ্বিতীয়টিই বরং অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। তবে মূল কাজটি একই, সেটি হলো—লোককে দমিয়ে রাখা, ভয়-ভীতি দেখানো, অজ্ঞতায় ভরাট করা ও আত্ম-বিদ্বেষে ভোগানো। আর এজন্য তারা মানুষকে ভোলাবার সকল প্রস্তুতিই সেরে ফেলছে তলে তলে।

ক্রাউনরা জনগণের মতামত চালিত করার আরেকটি উপায় জানে, আর তারা সেটি করে তাদের ব্রিজ ফান্ড ফাউন্ডেশনগুলোর মাধ্যমে। রকফেলার ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১৩ সালে। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এটি রকফেলারদের সম্পদের অংশ হয়ে দাঁড়ায়। এটি কখনোই সম্পূর্ণ না হওয়া আয়কর বিধানের ১৬তম সংশোধনীর আগেই গঠিত হয়। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, একই বছর ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের ইলুমিনাতি মালিকরা অনুদান পৃষ্ঠপোষকতা ও সামাজিক প্রকৌশলের মাধ্যমে জনগণের মতামত আদায় করে নেয়।

Scanned with CamScanner

ফাউন্ডেশনের অন্যতম কুখ্যাত ক্ষেত্রটি হচ্ছে সাধারণ শিক্ষা বোর্ড। আনুষ্ঠানিক চিঠি #১-এই বোর্ড জানিয়েছে যে—"আমাদের স্বপ্ন জনগণকে আমরা নিখুঁতভাবে আমাদের ছাঁচে তৈরি করে নেব। এ জন্য আমাদের প্রয়োজনীয় উৎস রয়েছে। এ জন্য বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থাকে তাদের মন থেকে সরিয়ে দিতে হবে এবং ঐতিহ্যকে বিকৃত করে তুলতে হবে। তারা আমাদের নিজস্ব ইচ্ছামতো কাজ করবে এবং এর জন্য কৃতজ্ঞ থাকবে। তারা গ্রামীণ কাহিনীগুলোর প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল হবে। আমরা চেষ্টা করব, যেন তাদের যেকোনো শিশু দার্শনিক বা সুশিক্ষা, প্রকৃত শিক্ষা ও বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিত হতে না পারে...আর এ জন্য আমাদের কাছে পর্যাপ্ত সরবরাহ রয়েছে।"

পরের দশকগুলোতে ক্লাব ফেডে বিভিন্ন আর্থিক পরজীবীদের দেখা যায়। তারা গ্রামীণ গল্পের রেখাগুলোকে নতুনভাবে তৈরি করে এবং সেগুলোতে ভয় ও জড়তা ঢুকিয়ে দেয়। এর মধ্যে রয়েছে মহা হতাশা, বৈশ্বিক উচ্ছৃঙ্খলতা, যুদ্ধ, ম্যাকার্থার্থিজম, পারমাণবিক অস্ত্রের হুমকি, কেনেডি, ম্যালকম এক্স ও মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র হত্যাকাণ্ড এবং ৯/১১ ইত্যাদি সবই। এগুলোর সবই বেশ সহজেই আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং সিন্ডিকেটের জন্য প্রতিরক্ষা/তেল/ড্রাগ মাফিয়া ইত্যাদির মাধ্যমে আর্থিক লাভ বয়ে আনে।

বর্তমান 'ভীতিজনক গল্পের লাইন'গুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে স্কুলে গুলি, ইবোলা ভাইরাসের আক্রমণ, করোনা ভাইরাসের আক্রমণ ও মুসলিম উগ্রবাদ। এই সমস্ত সমস্যা-প্রতিক্রিয়া-সমাধানের সবগুলো পথই ক্রাউন ও তাদের গোষ্ঠীরা বিরোধিতা করে। এগুলোই আমার লেখা বই 'Big Oil & There Bankers in the Persian Gulf : Four Horsemen, Eight Famillies & There global intelligence, Nacrotics & Terror Network'-এর মূল বিষয়।

এই সমস্ত সন্ত্রাসগুলো একটি নির্দিষ্ট কারণে তৈরি করা হয়। এসব ক্রিয়াকলাপের পেছনে লুকিয়ে থাকে লুসিফেরিয়ানদের ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া বড় বড় এজেন্ডা। এই তালিকাটির বাইরেও এরকম আরও অসংখ্য ঘটনা দেশে-বিদেশে ঘটানো হয়েছে; যার মধ্যে কিছুর সম্পর্কে জানা তো দূরে থাক, অনেক সময় আন্দাজ পর্যন্ত করা সম্ভব হয়নি।

পাকিস্তানের কেন্দ্রস্থলে আছে ক্রাউনদের সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান 'আগা খান ফাউন্ডেশন'—যেটির অর্থায়িত হয় ইলুমিনাতিদের গোপন দল মুসলিম ব্রাদারহুড

Scanned with CamScanner

সমাজ দ্বারা। এটি আবার মন্থিত হয় 'মুসলিম উগ্রপন্থী' হিসেবে, এবং চালিত হয় ক্যাবলিস্টিক রথচাইল্ড দ্বারা পরিচালিত গোয়েন্দা বাহুর সাহায্যে, যাকে লোকে ইসরায়েলি মোসাদ হিসেবে বেশি চিনে থাকে।

এই 'মুসলিম উগ্রপন্থীরা' স্থানীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের জন্য মূলত কসাই হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যখন ব্যাংকাররা মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে তেলক্ষেত্র খুঁজে পায় ও এর দখল করে নেয়, তখন। কারণ, বিদ্রোহী লোকদের দমন করতে উগ্রবাদীদের বাইরে ভালো কোনো 'উদাহরণ' আর হয় না। আফগানিস্তানে আফিমের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণপদ্ধতিও একইভাবে অর্জন করা হয়েছিল। সম্প্রতি তুর্কমেনিস্তান থেকে প্রাকৃতিক গ্যাস পাইপলাইনে পাকিস্তানের করাচি বন্দরে নিয়ে আসাও ঐ একই উদাহরণ।

৯/১১-এর ঘটনাটি ছিল আসলে সন্ত্রাসবিরোধীদের বিরুদ্ধে কলঙ্কিত যুদ্ধ শুরু করার জন্য ব্যবহৃত সুন্দর সাজানো পরিকল্পনা তথা নাটক। এটি সাজানো হয়েছিল অর্থনীতির যুদ্ধে জায়নিস্টদের স্থায়ী আসন গড়ে তুলতে। তাদের ওয়াল স্ট্রিট ব্যাংকগুলোকে আলোকিত ক্রিসমাস গাছের মতো লাভজনক গোষ্ঠীতে পরিণত করতে। পার্ল হারবারেও এই একই কৌশল পরিবেশন করা হয়েছিল। যাতে করে ক্রাউনরা আমেরিকার মাধ্যমে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রবেশ করতে পারে।

তাদের এই মিথ্যা গল্পগুলো লিখিত মিডিয়া ছাড়াও ইন্টারনেট ও টিভির মাধ্যমে খুব দ্রুত ছড়িয়ে দেওয়া হয়। তাছাড়া কিছু কিছু ভীতিকর সত্যিকারের গল্প মানুষের কাছে ছড়িয়ে যায়। ইলুমিনাতিদের তাভিয়াস্টক মিডিয়াগুলো থেকে ক্রমাগত মিথ্যার স্রোত তথা প্রোপাগাণ্ডা ছড়িয়ে দেওয়া সত্ত্বেও সারা পৃথিবীজুড়ে কোটি কোটি মানুষ জেগে উঠতে শুরু করেছে। হু-এর পিট টাউনসেন্ড বলেন— "বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে আমরা আর 'বোকা না হয়ে পারব না'। কারণ, তাদের পরিকল্পনা নতুন পর্যায়ে চলে যাচ্ছে এবং তাদের সুরক্ষার জন্য যা যা সরঞ্জামের দরকার তার সবই তারা সুসংহত করে নিচ্ছে। আর এ ক্ষেত্রে প্রযুক্তিই হচ্ছে তাদের মূল বিষয়। আর এই নতুন সিস্টেমে এলিয়েনপ্রযুক্তি তথা এআই তৈরি করতে সক্ষম কম ফ্রিকোয়েন্সির অস্ত্রের সাথে জড়িত মানুষের চেতনাতে উপলব্ধি বা 'ভার্চুয়াল বাস্তবতা' এনে দেওয়াকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। যা লুসিফেরিয়ান এজেন্ডাটির বাস্তবায়নে আরও অনেক বেশি অগ্রগতি এনে দিচ্ছে।"

Scanned with CamScanner

দ্বিতীয় ভাগ : লুসিফেরিয়ান এজেন্ডা

অধ্যায় : নয়

এজেন্ডা ২১

মার্কিন ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ইলুমিনাতি প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের দ্বারা অপহৃত হয়েছিল ১৯৯২ সালে। আর সেই সাথে যুক্তরাজ্যের লেবার পার্টিকেও ইলুমিনাতি প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের কাছে আত্মসমর্পণ করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। রিও ডি জেনেরোতে 'Sustainability'-এর অর্জনের লক্ষ্যে তারা একত্রিত হন, যা আসলে একটি ধোঁয়াশাপূর্ণ ছদ্মবেশ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। পরিশেষে এটি আদতে লুসিফেরিয়ান পরিকল্পনাকেই বাস্তবায়ন করে চলে।

ডানপন্থী ক্লিনটন ও ব্লেয়ারদের উত্থানের ফলে বামপন্থী রাজনৈতিক বিরোধীদের বিশ্বব্যাপী ছড়ানো ফ্যাসিবাদী পরিকল্পনাগুলো ছিটকে বাইরে চলে যায়। ফলে পরবর্তী কালে দীর্ঘস্থায়ীভাবে দাঁড়ানো লেবার পার্টিকে ব্যাংকারদের নিকটে আত্মসমর্পণ করতে হয়। এই একই পদ্ধতিতে শয়তানবাদীরা এখন এক ধরনের সিস্টেম ব্যবহার করে যা করে দুই পক্ষের মধ্যে একটি সংকট তৈরি করতে সহায়তা করে। যার মাধ্যমে তারা পুরো গ্রহের ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিতে পারে তারা।

'অর্ডার অব চাও'-এর অজুহাত ছিল পরিবেশ বিপর্যয় ও বৈশ্বিক উষ্ণতা। তারা এই অজুহাত দিয়ে অনেক দেশেই টোপ ফেলেছিল। ডেমোক্র্যাটস ও লেবার পার্টি উভয় দলই এই টোপটি গিলেছিল। তাদের কাছে তখন এটি ভালো বলে মনে হয়েছিল। আদতেই কি তারা অনেক ভালো করেছে? বিশ্বব্যাপী অনুসন্ধিৎসু লোকেরা পর্যবেক্ষণ করে বুঝতে পারে যে, পৃথিবীর আবহাওয়ার সাথে আসলেই মারাত্মক কিছু ঘটতে চলেছে। তবে তারা কেউ কখনো কল্পনাও করতে পারেনি যে, এই বিষয়টি ইলুমিনাতির এজেন্ডাকে এগিয়ে নিতে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বিলিয়নার কোম্পানি অ্যাসিডেন্টাল পেট্রোলিয়ামের মালিক আরমান্ড হামারের মুখপাত্র হিসেবে আল গোর বলেন যে—"লুসিফেরিয়ানরা এখন থেকে স্বল্পতার কল্পকাহিনী প্রচার করবে, যা তাদের মুক্ত করবে মানবতার দায়বদ্ধতা

Scanned with CamScanner

থেকে। তাদের ব্যাবিলনীয় যাজকরা প্রচার করবে মানববিদ্বেষীতা, কার্বন ফুটপ্রিন্ট, কার্বন টেক্সিস, ছোট আবাস, জীবন্ত বস্তুর ওপরের কন্সট্রাকশন ও জীবনযাত্রার মানের অবমূল্যায়নের তথা সংকোচনের।"

সেই সময়ে ইলুমিনাতিদের পুতুল ক্লিনটন ও ব্লেয়াররা নিয়মিতভাবে ব্যস্ত ছিলেন ব্যাংকগুলো নিয়ে, কর্পোরেশনগুলোকে একত্রিত করা নিয়ে, শিক্ষা বেসরকারীকরণ নিয়ে, হত্যাকারী ভ্যাকসিন আবিষ্কার নিয়ে, গ্লাইকোফসফেট ও GMO খাদ্যের সম্প্রসারণ নিয়ে, ইন্টারনেট প্রবর্তন করার মাধ্যমে স্বল্প-ফ্রিকোয়েন্সিযুক্ত অস্ত্র যুদ্ধের শুরু করা নিয়ে এবং তাদের আটটি পরিবারের গোষ্ঠীর দ্বারা পুরো বাস্তুতন্ত্রকে দূষিত করা নিয়ে। অর্থাৎ, এই পৃথিবীকে নোংরা করার যত পরিকল্পনা করা সম্ভব, সবকিছুই তাদের রাডারে ধরা ছিল।

কিন্তু আমরা অভিজাতদের দোষ দিইনি। আমরা আমাদের নিজেদের ও আমাদের সহকর্মী-সমমনা মানুষদের দোষারোপ করে গেছি বরং। আসলে আমরা আমাদের এতটাই খারাপভাবে উপস্থাপন করেছি যে, আমাদের এখন ভাবতে হচ্ছে—এই পৃথিবী আমাদের ছাড়াই ভালো থাকবে। এটা ভাবারও অনেকগুলো কারণ আছে। আসলে তাদের ব্যবস্থাপনার কারণে চূড়ান্ত আত্মবিদ্বেষ তথা ঘৃণামূলক কর্মকাণ্ডগুলো ধীরে ধীরে সাধারণ বিষয় হয়ে উঠছে।

এদিকে বিভিন্ন পরিবেশবাদী গোষ্ঠীগুলোকে চার্জ করা তথা তাদের কাজে নজরদারি করার নেতৃত্বে ছিল ক্রাউন এজেন্টদের বোর্ড, ব্যাংকার, কর্পোরেট তেল ব্যবসায়ী, মাইনিং ও কেমিক্যাল কোম্পানির CEO ইত্যাদি। আমরা জানি, যুবরাজ চার্লস মানব-সম্পর্ক উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন, কিন্তু প্রিন্স অ্যালবার্ট তলে তলে মানববিরোধী কাজগুলোতে সমানতালে নেতৃত্ব দিতেন।

রিও ডি জেনিরোতে অনুষ্ঠিত আর্থ সামিটে দেখা যায়, সম্মানিত মরিস স্ট্রং মানবতাবিরোধী ব্যান্ডওয়াগনের দিকেই টানছিল। স্ট্রং হলো কানাডার তেল ও খনির একজন বিলিওনেয়ার মালিক। তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে—"মাইনিং ও তেলশিল্পটি কি এই গ্রহের একমাত্র ভরসা নয় সভ্যতার পতন ঠেকানোর জন্য? একে আবার ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব কি তাই আমাদেরই নয়?" অর্থাৎ, তার বক্তব্যের মূল অর্থ হচ্ছে তাদের হাতেই আবার তেল মাইনিং খনির সকল কিছু তুলে দেওয়া হোক।

Scanned with CamScanner

জুন ১৯৯২ সালের মধ্যে রিও আর্থ সামিটে মানুষদের নিয়ন্ত্রণ করার একটি পরিকল্পনা আনা হয়েছিল, যেটি এজেন্ডা-২১ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিল। এর কয়েকটি লক্ষ্যের অন্যতম হচ্ছে জাতীয়তাবাদের অবসান, সার্বভৌমত্ব হ্রাস, পারিবারিক ইউনিটের পুনর্গঠন, নির্দিষ্ট লোকের জন্য নির্দিষ্ট কাজ তথা কাজের সীমাবদ্ধকরণ, জনগণের চলাচলে সীমাবদ্ধতা তৈরি, শিশুদের গঠনে রাষ্ট্রের ভূমিকা, জনবহুল এলাকার সৃষ্টি, গ্রামাঞ্চল খালি করা, পড়াশুনা করার চেয়ে পরীক্ষার মাধ্যমে পড়াশোনা অবনমিত করা, ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলুপ্তি এবং মূলত পৃথিবীর জনসংখ্যাকে ব্যাপকহারে হ্রাস করা ইত্যাদি।

স্থানীয় সরকারের 'Sustainability' তথা 'স্থায়িত্ব' অর্জনের ছদ্মবেশে পৃথিবীর অভিজাত দূষণকারীরা এই মানবতাবিরোধী এজেন্ডাকে এই গ্রহের প্রতিটি কোণে ঠেলে দিতে প্রস্তুত হয়েছে। তাদের গ্রহণ করা পরিকল্পনা 'Sustainability' হচ্ছে তাদের ট্রোজান হর্স। মানুষ এই 'Sustainability'-এর মূল অর্থ না বুঝেই লাফাচ্ছে। আপনি এর ১৬৯টি লক্ষ্যকে ভালো করে খেয়াল করুন, লুকানো অনেক মেসেজই আপনি পেয়ে যাবেন। তাই আপনি যেখানেই একে ব্যবহৃত হতে দেখেন, জেনে রাখুন—এর সাথে পৃথিবীর সুরক্ষার কোনো সম্পর্ক নেই; বরং পৃথিবী ও আপনাকে ধ্বংস করতে এটি ব্যবহৃত হচ্ছে।

লুসিফারের ব্যতক্রমী নৈতিকতা ব্যবহার করে এই শূকরগুলো আমাদের গ্রহটা জঞ্জালে পরিণত করে ফেলেছে। তাদের অপরাধের জন্য এখন আমাদের অপরাধী করে তুলছে। 'পরিবেশ আন্দোলন'-এর মাধ্যমে আমাদের অপরাধবোধ ও লজ্জাবোধ দিয়ে আসছে। আসলে তারা আমাদের জন্য যে খারাপ পরিকল্পনা তথা এজেন্ডা হাতে নিয়েছে, তা ঢেকে রাখার জন্য এটি তাদের দারুণ এক ছদ্মবেশ।

তাদের পরিকল্পনার মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে জনসংখ্যা হ্রাস করা। জর্জিয়ার গাইড স্টোনস—যার নির্মাণকর্তা কে তা আজও জানা যায়নি, সেখানে পৃথিবীর জনসংখ্যা ৫০০,০০০ মিলিয়নে রেখে রক্ষণাবেক্ষণ বা নিয়ন্ত্রণ করার কথা বলা আছে। স্টোনসগুলো জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে সাজানো আছে এবং লেখা হয়েছে বেশ কয়েকটি ভাষায়। এর মধ্যে কিছু প্রাচীন ভাষাও আছে।

জাতিসংঘের বৈশ্বিক জীববৈচিত্র্যের একটি পৃথক খসড়া অনুলিপিতে পৃথিবীর জনসংখ্যা এক বিলিয়নে রাখার আহবান করা আছে, কিন্তু বর্তমান বিশ্বে

Scanned with CamScanner

জনসংখ্যা হচ্ছে ৭.৬ বিলিয়ন; যা তাদের দৃষ্টিতে সত্যিই অনেক বেশি। এটাকে তাই ৫.০ বিলিয়নের চেয়ে কমে নামানোর মিশন নিয়েছে এবার তারা।

ইলুমিনাতিরা ৯/১১-কে এখনো অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে স্থায়ী অর্থনৈতিক যুদ্ধের পরিকল্পনা করছে। এজন্য প্রথমে তারা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সাজানো নাটকের দ্বারা যুদ্ধকে ন্যায়সঙ্গত করে নেয়। যুদ্ধশেষে ক্রাউন এজেন্ট সংস্থা ও ব্যাংকগুলোর অস্ত্র, তেল, সহায়তা ও পুনর্নির্মাণ চুক্তি লাভ করা হয়ে গেলে তারা বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যা কমানোর লক্ষ্য অর্জন করতে এই মডেলটি ব্যবহার করে।

Scanned with CamScanner

জনসংখ্যা কামানোর জন্য ইলুমিনাতি এজেন্ডা

বিশ্বব্যাপী অভিজাতরা যখন ভূগর্ভস্থ বাংকার তৈরি, অর্গানিক খাবার ও আর্কটিক ভল্টে বীজ সংরক্ষণ করতে ব্যস্ত, তখন দরিদ্ররা বিশ্বব্যাপী অনাহারে ভুগছে, উচ্চমূল্যে পণ্য কিনছে এবং জেনেটিকালি পরিবর্তিত বিষযুক্ত (GMO) খাবার খাচ্ছে।

দরিদ্রদের ওপর কঠোরতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে এবং সেগুলো বিশ্বের দেশগুলোতে প্রয়োগ করা হচ্ছে ইলুমিনাতি IMF-এর দ্বারা। হত্যাকাণ্ড ঘটার মতো পরিবেশগুলো আরও মারাত্মক হয়ে উঠছে এবং ঘন ঘন ব্রাশফায়ারের মতো যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। এর ভেতরেই দক্ষিণ আফ্রিকার খোলা বাজারে একটি AK-47 মাত্র $49-এ পাওয়া যায়। অর্থাৎ, জনগোষ্ঠী কমানোর ক্যাম্পেইন তথা এজেন্ডাগুলো ইলুমিনাতি ব্যাংকাররা ত্বরান্বিত করছে ধীরে ধীরে।

১৯৫৭ সালে রাষ্ট্রপতি ডুইট আইজেনহোয়ার—যিনি পরবর্তি সময়ে 'সামরিক শিল্প কমপ্লেক্স' সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন—তিনি জনসংখ্যা আধিক্যের ওপর বিজ্ঞানীদের একটি প্যানেল কমিশনকে গবেষণা করার জন্য গঠন করেছিলেন। বিজ্ঞানীরা অতিরিক্ত জনসংখ্যা কমানোর জন্য তিনটি বিকল্প অনুমানের কথা পেশ করেন, তন্মধ্যে দুইটি ছিল মারাত্মক ভাইরাস ছড়িয়ে দেওয়া এবং চিরস্থায়ী যুদ্ধকে বজায় রাখা। এ সকল কিছু করা হয়েছিল শুধুমাত্র বিশ্বে জনসংখ্যা কমানোর উদ্দেশ্যে।

এ ক্ষেত্রে প্রথম অনুমানটি যায় রকফেলারদের ঔষধশিল্পে আগ্রহের ওপর। নেক্সাস ম্যাগাজিনের মতে—রকফেলাররা আমেরিকান ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্পের প্রায় অর্ধেকের মালিক, যা বিলিয়ন ডলার মুনাফা তাদের ঘরে তোলে এবং 'যুদ্ধ' করার জন্য মারাত্মক ভাইরাসগুলোকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য উপযুক্ত।

১৯৬৯ সালে সিনেট চার্চ কমিটি আবিষ্কার করে যে—মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগ তথা US Defence Department (DOD) করদাতাদের দশ মিলিয়ন ডলারের বাজেটের জন্য অনুরোধ করেছে, নতুন ভাইরাস বিকাশের জন্য। যে প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য আসলে মানুষের ইমিউনিটি সিস্টেম ধ্বংস করা।

Scanned with CamScanner

DOD-এর কর্মকর্তারা কংগ্রেসের সামনে পেশকৃত পরিকল্পনায় বলেছিল যে—"সিন্থেটিক বায়োলজিক্যাল এজেন্ট হচ্ছে এমন একধরনের এজেন্ট যা প্রকৃতিতে বিদ্যমান থাকবে না এবং এর জন্যও কোনো প্রতিষেধক প্রকৃতিতে থাকবে না...সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটা যে, ইমিউনোলজিক্যাল ও থেরাপিউটিক প্রক্রিয়াগুলোর ওপর এটি কোনো কাজ করবে না, তবে আমরা সংক্রামক রোগ থেকে আমাদের আপেক্ষিকভাবে মুক্ত রাখতে পারব।"

MK-NAOMI দ্বারা অর্থায়িত হাউজ বিল-৫০৯০ অনুমোদন করে ফোর্ট ডেট্রিক। মেরিল্যান্ডের এই গবেষণার মাধ্যমেই এসেছে এইডস ভাইরাস। যেটি ছিল জনসংখ্যার 'অনাকাঙ্ক্ষিত উৎপাদন' ধ্বংসের মূল লক্ষ্যবস্তু। প্রথমে এই এইডস ভাইরাসটি কেন্দ্রীয়ভাবে একটি বিরাট স্মলপক্স ভ্যাকসিন ক্যাম্পেইন প্রোগ্রামের মাধ্যমে ১৯৭৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকাতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এক বছর পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান সংবাদপত্রগুলোতে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় 'প্রতিশ্রুতিশীল সমকামী পুরুষ'কে হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন গবেষণার জন্য স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে অংশ নিতে। প্রোগ্রামটি নিউইয়র্ক সিটি, শিকাগো, লস এঞ্জেলস-এর ২০-৪০ বছর বয়সী পুরুষ সমকামীদের লক্ষ্যবস্তু হিসেবে টার্গেট করা হয়েছিল। এটি পরিচালিত হয়েছিল মার্কিন রোগ নিরাময় কেন্দ্রগুলোর দ্বারা, যা আবার নিয়ন্ত্রিত হতো আটলান্টায় অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের জনস্বাস্থ্য বিভাগের মাধ্যমে। '*Tuskegee Syphilis Experiment*'-এর মাধ্যমে আফ্রিকান আমেরিকান পুরুষদের ওপর নজরদারি করা হতো।

সান ফ্রান্সিসকো ছিল বহু CIA পরীক্ষার লক্ষ্যবস্তু। কারণ, এখানে নাগরিকদের বা জনসংখ্যার অধিক ঘনত্ব ছিল, যা ইলুমিনাতিদের কাছে 'অনাকাঙ্ক্ষিত' হিসেবে বিবেচিত হতো। ডা. ইভা স্নেড-এর মতে সান ফ্রান্সিসকো দেশের সর্বাধিক ক্যান্সারের হারযুক্ত প্রদেশ।

কয়েক বছর ধরে নাৎসিদের দ্বারা বিকশিত 'ম্যালাথিয়ন'-কে সিআইএ-এর এভারগ্রিন এয়ার হেলিকপ্টারগুলোর মাধ্যমে শহরের ওপর স্প্রে করা হয়েছিল। যার বেস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল অ্যারিজোনা শহর। লেখক উইলিয়াম কুপারের মতে, যে শহরটি সিআইএ'র কলম্বিয়া থেকে কোকেন ট্রান্সশিপমেন্টের পথ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। রহস্যময় লেজিয়নেয়ার ডিজিজের আক্রমণ প্রায়শই ঘটে সান ফ্রান্সিসকো ও সিআইএ'র MK-ULTRA প্রোগ্রামের বদৌলতে।

Scanned with CamScanner

এইডস প্রবর্তনের পেছনে মূল চালিকাশক্তি ছিল বিল্ডারবার্গার গ্রুপ, যা বিশ্বযুদ্ধের পর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কারণে স্থির হয়ে যায়। উইলিয়াম কুপার বলেন—বিল্ডারবার্গারদের নীতিনির্ধারক কমিটি এইডস ভাইরাস প্রবর্তনের জন্য DOD-কে নির্দেশ দিয়েছিল। এরা ছিল ক্লাব অব রোমের খুব ঘনিষ্ঠ সহচর, যা বেলাজিও, ইতালির রকফেলার এস্টেটে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ঘন ঘন একই ইউরোপীয় ব্লাক নোবেলিটিদের দ্বারা সমর্থিত এবং বিল্ডারবার্গার মিটিং-এ সমর্থিতও হয়েছিল।

ক্লাব অব রোমের ১৯৬৮ সালের একটি গবেষণায় জন্মহার কমানোর ও মৃত্যুর হার বাড়ানোর পক্ষে পরামর্শ দেওয়া হয়। ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা ডা. অরেলিয়ো পেচেই একটি টপ-সিক্রেট মাইক্রোব তৈরির পরামর্শ দিয়েছিলেন, যা মানুষের অটো-ইমিউন সিস্টেমকে আক্রমণ করতে সক্ষম হবে। তারপর বিশ্বব্যাপী অভিজাতদের জন্য প্রোফিল্যাক্টিক হিসেবে ব্যবহার করার জন্য আরেকটি ভ্যাকসিনের বিকাশ করতে হবে। ফলশ্রুতিতে আমরা পেয়ে যাই করোনা ভাইরাস তথা কোভিড-১৯।

তার এক মাস প্রকাশের পর অর্থাৎ পল এরিলিচ ক্লাব অব রোমের মিটিং-এ 'জনসংখ্যা বোমা' ফাটান। একটি বইয়ে তিনি জনসংখ্যা কমানোর পরিকল্পনার দিকে ইঙ্গিত প্রদান করেন, যা আসলে বাস্তবিকই কাজ করবে ও করছে। বইয়ের সতেরোতম পৃষ্ঠায় এরিলিচ লিখেছেন—"জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণসংক্রান্ত সমস্যাগুলোকে অবশ্যই এড়িয়ে চলতে হবে...যাতে একটি 'Death Rate Solution' প্রয়োগ করতে কোনো অসুবিধার সৃষ্টি না হয়। এর ঠিক এক বছর পরই 'MK-NAOMI' প্রোগ্রাম জন্মগ্রহণ করে।

পেকেসি নিজেই ক্লাব অফ রোমের বহুল প্রচারিত 'গ্লোবাল রিপোর্ট ২০০০' রচনা করেছিলেন। যার পদ্ধতিগুলো রাষ্ট্রপতি জিমি কার্টার তার 'বিসিসিআই শেকডাউন'কর্তৃক আফ্রিকায় প্রয়োগ করা হয়। পেসেসি রিপোর্টে লিখেছেন—"মানুষ এখন অভূতপূর্ব ভয়ংকর দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত, যা এই পৃথিবীর সাথে সাথে নিজের জীবনের জন্যও ক্ষতিকর।" বিল্ডারবার্গারদের হাত ছিল *'Haig-Kissinger Depopulation Policy'*-এর পেছনে। এটির পরিকল্পনা হতো স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে এবং পরিচালিত হতো জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ থেকে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে এই নীতি তথা পলিসিটি প্রয়োগ করার জন্য চাপ

Scanned with CamScanner

দেওয়া হতো এবং যারা মেনে চলত না, তাদের মার্কিন সহায়তা দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হতো। এই রোজ প্ল্যানটি টার্গেট করা হয়, বিশেষত সেই সকল মহিলাদের ওপর, যারা সন্তান জন্মদানে সক্ষম।

আফ্রিকাতে দুর্ভিক্ষ ও ব্রাশফায়ার করার মতো যুদ্ধকে উৎসাহিত করা হয়। এর প্রমাণ হচ্ছে আফ্রিকার বাজারে $৫০-এর নিচে AK-47 কিনতে পাওয়া যায়। একই ধরনের ঘটনা দেখতে পাওয়া যায় পাকিস্তানের পেশোয়ারের বাজারগুলোতেও। একই বিষয় নিয়ে ক্লাব অব রোম কনফারেন্সে ১৯৭৫ সালে যোগদান করার পর স্টেট সেক্রেটারি ও ক্রাউন এজেন্ট হেনরি প্রতিষ্ঠা করেন 'Office of Population Affairs (OPA)'।

লাতিন আমেরিকার OPA-এর কেস অফিসার থমাস ফার্গুসন যখন OPA-এর এজেন্ডা নিয়ে একটি উদ্ধৃতি দেন, তখন সেটি বেশ ভালোভাবে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি বলেন—"আমাদের সমস্ত কাজের পেছনে একটি উদ্দেশ্য রয়েছে; আমাদের অবশ্যই জনসংখ্যার স্তর হ্রাস করতে হবে। যদি তারা আমাদের পদ্ধতির মাধ্যমে তা করতে না চায়, তাহলে তাদের শেষ করার খুব সুন্দর পদ্ধতি আছে। তখন তারা এমন একধরনের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি পেয়ে যাবে—যা আমরা এল সালভাদর বা ইরান কিংবা বৈরুতে করে এসেছি, একবার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। প্রয়োজনে ফ্যাসিবাদী সরকারের মাধ্যমে হলেও তা করতে হবে, পেশাদাররা মানবিক কারণে জনসংখ্যা হ্রাস করতে আগ্রহী হবে না, গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে জনসংখ্যা কমানোর কিছু উপায় আছে, কিন্তু সবচেয়ে দ্রুততম উপায় হচ্ছে আফ্রিকার মতো দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে জনগোষ্ঠী হ্রাস করা। আমরা একটি দেশে যাব এবং বলব—আমরা আপনার জন্য একটি ঐশ্বরিক উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে এসেছি। অন্যকিছুকে জানালার বাইরে ফেলে দিন এবং এটি শুরু করুন আপনার জনসংখ্যার দিকে তাকিয়ে, আপনি যদি এর বাস্তবায়ন না করেন, তবে আপনাদের আমরা একটি করে এল সালভাদর বা ইরান কিংবা আরও খারাপ কিছু হলে কম্বোডিয়ার মতো বানিয়ে দেব।"

ফার্গুসন এল সালভাদর সম্পর্কে বলেছিলেন—"স্টেট ডিপার্টমেন্ট কী করতে পারে তা পর্যাপ্ত জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ দ্বারা বিবেচনা করা হবে। গৃহযুদ্ধ (যা CIA দ্বারা পরিচালিত) তা ব্যাপকভাবে প্রসারিত করতে হবে। এজন্য আপনাকে

Scanned with CamScanner

লড়াইয়ে সমস্ত পুরুষদের টানতে হবে এবং সন্তান জন্মদানে সক্ষম মহিলাদের উল্লেখযোগ্য আকারে হত্যা করতে হবে। আপনি হয়তো এভাবে কমসংখ্যক পুরুষ ও সন্তান জন্মদানে সক্ষম মহিলাদের হত্যা করতে পারবেন, কিন্তু যদি যুদ্ধকে ৩০-৪০ বছর ধরে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারেন, তবে আপনি উল্লেখযোগ্য আকারে কিছু অর্জন করতে পারবেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, এগুলো ছাড়া এ কাজের জন্য খুব বেশি উদাহরণ আমাদের কাছে নেই।

আয়রন মাউন্টেনের রিপোর্ট

১৯৬১ সালে কেনেডি প্রশাসনের কর্মকর্তা ম্যাকগ্রজ বান্ডি, রবার্ট এমসি নামারা, ডিন রাস্ক, CFR-এর বিল্ডারবার্গার সদস্য ইত্যাদি সবাইকে 'শান্তির সমস্যা' হিসেবে দেখা হয়ে থাকে। এই সময়ে এ গ্রুপটি মিলিত হয়েছিল হাডসনের নিকটে অবস্থিত আয়রন মাউন্টেনে। বিশাল ভূগর্ভস্থ কর্পোরেটদের ডকুমেন্ট আণবিক বোমার হাত থেকে বাঁচার জন্য তারা যে আশ্রয়স্থল বানায়, তা অবস্থিত নিউইয়র্কের কাছের হাডসনে। তাছাড়া CFR-এর থিংক ট্যাংক দ্য হুডসন ইনস্টিটিউটও অবস্থিত এখানে। সেখানকার সম্মিলিত আলোচনার একটি অনুলিপি, একজন অংশগ্রহণকারীর দ্বারা ফাঁস এবং 'ডায়াল প্রেস' দ্বারা প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ সালে। এটি 'আয়রন মাউন্টেন' প্রতিবেদন হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

এই প্রতিবেদনের লেখকরা যুদ্ধকে প্রয়োজনীয় ও পছন্দসই একটি ক্ষেত্র হিসেবে দেখেন। তাদের মতে—যুদ্ধ নিজেই একটি প্রাথমিক সামাজিক ব্যবস্থার অংশ, যার মধ্যে সামাজিক অন্যান্য গৌণ সংগঠনগুলোর বিরোধ বা ষড়যন্ত্র জড়িত। (যুদ্ধ হচ্ছে) একটি প্রধান সাংগঠনিক শক্তি।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে—"...যুদ্ধব্যবস্থা দায়িত্বশীলভাবে হতে পারে না। এটি অদৃশ্য হওয়ার আগে আমাদের অনুমতি নিতে হবে, কিন্তু আমরা ঠিকই জানি যে, এর মধ্যে কী পরিকল্পনা করা আছে...যুদ্ধের সম্ভাবনার মধ্যে বাহ্যিক প্রয়োজনীয়তা থাকবে, যা আমরা উপলব্ধি করতে পারব; অন্যেরা পারবে না। এটি ছাড়া কোনো সরকার দীর্ঘকাল ক্ষমতায় থাকতে পারবে না, বেসিক একটি আধুনিক রাষ্ট্রের জনগণের ওপর কর্তৃত্ব তার যুদ্ধের শক্তির মধ্যে নিহিত থাকে। যুদ্ধ হচ্ছে অবাঞ্ছিতের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দারুণ এক সুরক্ষাকবচ।"

Scanned with CamScanner

ইতিহাসবিক হাওয়ার্ড জিন এটা লেখার সময় এই বিড়ম্বনার কথা বর্ণনা করেছিলেন—"আমেরিকান পুঁজিবাদের আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং পর্যায়ক্রমিক যুদ্ধের দরকার ছিল। তারা ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে একটি কৃত্রিম সম্প্রদায় তৈরি করতে চায়। তারা গরিবদের মধ্যে থেকে আগ্রহের ভিত্তিতে কিছু অনুগত সম্প্রদায় তৈরি করে, যারা তাদের চাহিদামতো বিক্ষিপ্ত আন্দোলন তৈরি করবে।"

আয়রন মাউন্টেনের দল যুদ্ধের অপরিশেষ গুণাবলি প্রথমে আবিষ্কার করেনি। ১৯০৯ সালে আন্তর্জাতিক শান্তির জন্য অ্যান্ড্রু কার্নেগি ফাউন্ডেশনের ট্রাস্টিরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগের আমেরিকানদের জীবন সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। সেই আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের অনেকে ছিলেন 'Skull and Bones'-এর সদস্য। তারা এই বলে উপসংহার টানেন যে—"একটি জাতির সামগ্রিক জীবনের পরিবর্তন আনতে কোনোরকম যুদ্ধের চেয়ে ভালো কোনো উপায় জানা নেই; আমরা কীভাবে যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে জড়িত করতে পারি?"

আয়রন মাউন্টেন গুন্ডারা দাসত্বের ধারণা দ্বারা রোমাঞ্চিত হয়েছে, যুদ্ধের জন্য অন্যান্য আর্থ-সামাজিক বিকল্পসমূহেরও হিসাব কষে ফেলেছে, নিয়েছে বিস্তৃত সামাজিক কল্যাণকর প্রোগ্রাম, বড় আকারে মহাকাশ পরিকল্পনা—যার লক্ষ্য কখনোই পূরণ হওয়ার নয়, স্থায়ী অস্ত্র পরিদর্শনের ব্যবস্থা, সর্বব্যাপী একটি আন্তর্জাতিক পুলিশ ও শান্তিরক্ষা বাহিনী, বিশ্বব্যাপী পরিবেশ দূষণ—যা পরিষ্কার করার জন্য একটি বৃহৎ শ্রমিকের প্রয়োজন এবং সামাজিক রক্তক্ষয়ী ক্রীড়া।

১৯৯০ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধের গণহত্যা 'ক্লাব অফ রোম'-এর স্বপ্ন পূরণ করেছে। জিরো জনসংখ্যা পদ্ধতির অনেকটাই তা পূরণ করে দিয়েছে। অস্ত্র পরিদর্শন কর্তৃপক্ষ ও জাতিসংঘ উভয়ে মিলে আয়রন মাউন্টেন ফ্যাসিস্টদের তা পরীক্ষার জন্য দুটি যুদ্ধক্ষেত্র তথা জনসংখ্যা কমানোর পরীক্ষাগারও করে দিয়েছে। উভয় ধারণাটি ট্র্যাকশন অর্জন করেছে। উপসাগরীয় যুদ্ধের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এখন তাদের ধন্যবাদ জানায়।

ইরাকি গণহত্যা

উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় ইরাকি হতাহতের মোট সংখ্যাটা বেশ উদ্বেগজনক। গ্রিনপিসের মতো কিছু সংগঠন বলে যে, মৃতের সংখ্যা প্রায় এক মিলিয়নের

Scanned with CamScanner

মতো হবে। এটা এমন একটা যুদ্ধ ছিল, যেরকম যুদ্ধ বিশ্ববাসী আগে কখনো দেখেনি। এখানে মিডিয়ার অ্যাক্সেসকে অস্বীকার করা হয়েছিল। সুতরাং, হতাহতের পরিসংখ্যানগুলো করা যায়নি, বরং অনেক সময় ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। টনি মরফির মতো গবেষক আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালে বলেন—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইরাক আক্রমণে এক লাখ পঁচিশ হাজার লোক নিহত হয়েছিল, ছয়শ ছিয়াত্তরটি স্কুল, আটত্রিশটি হাসপাতাল, আটটি বড় জলবিদ্যুৎ বাঁধ, এগারোটি বিদ্যুৎকেন্দ্র, একশ উনিশটি বিদ্যুৎ সাবস্টেশন ও অর্ধ দেশের টেলিফোন লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেখানে চালানো আক্রমণের বেশিরভাগই রাতে ছিল, যখন মানুষ দুর্বল ছিল সবচেয়ে বেশি।

যুদ্ধের পরের মাসগুলোতে পাঁচ বছরের কম বয়সী ইরাকি শিশুদের মৃত্যুর হার তিন গুণ বেড়ে যায়। এর মধ্যে আটত্রিশ শতাংশ শিশুর মৃত্যু ডায়রিয়াজনিত কারণে হয়েছিল। রাশিয়ান সাংবাদিক ভিক্টরফিলাটভ 'সোভেটস্কায়া রশিয়া'-তে বাগদাদ থেকে যুদ্ধোত্তর রিপোর্টে লিখেছেন—"বিশ শতকের মতো বর্বর এই রক্তপাতের কী খুব দরকার ছিল? ভেবেছিলাম ভিয়েতনামের পর থেকেই অ্যামেরিকানরা বদলে গেছে; তবে না, তারা কখনো পরিবর্তিত হয় না। তারা নিজেরা নিজেদের স্বার্থে সবসময়ই সঠিক থাকে।"

প্রাক্তন মার্কিন অ্যাটর্নি জেনারেল রামসে ক্লার্কের মতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আগে আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে যুদ্ধাপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল। ইরাকের উপসাগরীয় যুদ্ধে আমেরিকা ইরাকের ওপর আটাশি হাজার টন বোমা ফেলেছিল এবং এর পর থেকে আরও অসংখ্য বোমা বৃষ্টি হয়েছিল। অনেক বোমা আর্মারের ছিদ্রে 'ডিপ্লেটেড ইউরেনিয়াম ওয়ারহেড (DU)' পাওয়া গিয়েছিল, যা দীর্ঘস্থায়ী ইরাকি স্বাস্থ্য সমস্যার জন্য দায়ী হতে পারে।

ডা. সিগওয়ার্ট-হর্স্ট গুন্থার একজন জার্মান চিকিৎসক, যিনি ইরাকে যুদ্ধাহত লোকদের সাহায্য করার জন্য এসেছিলেন। তিনি সেখানে একটি সিগার-আকারের DU ওয়ারহেডের টুকরা নিয়ে নড়াচড়া করায় এর দ্বারা মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন তিনি ওয়ারহেডের ক্ষুদ্র টুকরোটির তেজস্ক্রিয়তা মাপলেন। দেখলেন—এর তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ প্রতি ঘন্টা এগারো মাইক্রোএসভি, যেখানে মানুষের পক্ষে তেজস্ক্রিয়তার গ্রহণযোগ্য পরিমাণ হওয়ার

Scanned with CamScanner

কথা পুরো বছরে তিনশ মাইক্রোএসভি-এর বেশি নয়। সে বছর যুদ্ধে ইরাকে প্রায় তিন শতাধিক টন DU গোলাবারুদ ফেলা হয়েছিল।

অনেকে মনে করেন যে, 'Gulf War Syndrom'-এর জন্য দায়ী DU, যার ফলে অনেক মার্কিন সৈন্য নিহত হয়েছে এবং অনেকে হয়েছে আহত। যারা আসলে পারস্যের উপসাগরীয় নাট্যমঞ্চের জন্য যুদ্ধকে তৈরি করে নিয়েছিল। সেই ২০০০ সাল থেকে প্রায় এগারো হাজার উপসাগরীয় যুদ্ধের সৈনিক এই 'Gulf War Syndrom'-এর কারণে মারা গিয়েছে। যদিও পেন্টাগন এই বিষয়টিকে হাস্যকরভাবে ঢেকে রাখতে চায়।

শয়তানবাদ ও মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উপসাগরীয় যুদ্ধে বহু টপ সিক্রেট উচ্চ প্রযুক্তির অস্ত্র সিস্টেমেরও পরীক্ষা চালিয়েছিল। তার মধ্যে কিছু পুরানো লো ফ্রিকোয়েন্সির অস্ত্রও রয়েছে। যখন ইরাকি স্থলবাহিনী আত্মসমর্পণ করেছিল, তাদের অনেকেই প্রলাপ বকছিল এবং তারা অত্যন্ত কম ফ্রিকোয়েন্সির রেডিও তরঙ্গের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনাম সংঘাতের সময়ও একে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে।

ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় ও সিআইএ'র মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. জোসে দেলগাদো 'মাইন্ড কন্ট্রোল' নিয়ে কাজ করেছেন। তিনি সেই ১৯৫০ সাল থেকে গৃহীত 'MK-ULTRA' প্রোগ্রাম থেকেই এর সাথে আছেন। তিনি বলেন—"মস্তিষ্কের ফাংশন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শারীরিক নিয়ন্ত্রণ বর্তমানে প্রমাণিত সত্য; এটি তৈরি করা ও এর উদ্দেশ্য অনুযায়ী মানুষকে অনুসরণ করিয়ে নেওয়া সম্ভব, নির্দিষ্ট সেরিব্রাল কাঠামোর বৈদ্যুতিক উদ্দীপনা গঠন, পরিবর্তন, নড়াচড়ার মাধ্যমে, রেডিও কমান্ডের মাধ্যমে চিন্তাকে পরিবর্তন করে দেওয়া যায় এবং অনেকটাই রিমোট কন্ট্রোল দ্বারা।"

কর্নেল পল ভ্যালি ও মেজর মাইকেল অ্যাকিনোর 'PSYOP to Mindwar : The Psychology of Victory' শিরোনামের একটি সামরিক নথি অনুসারে মার্কিন সেনারা একটি বিশেষ ধরনের অপারেশনাল অস্ত্র ব্যবহার করে। সেটি হচ্ছে 'নিরপেক্ষ ও শত্রু ব্যক্তিদের মন মার্কিন জাতীয় স্বার্থ অনুসারে পরিবর্তন করা'। এই কৌশলটি ১৯৬৭ ও ১৯৬৮ সালে প্রায় উনত্রিশ হাজার দুইশ ছিয়াত্তরজন সশস্ত্র ভিয়েতকং এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামি যোদ্ধাকে আত্মসমর্পণ

Scanned with CamScanner

করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল। এ ছাড়াও মার্কিন নৌবাহিনী 'মনস্তাত্ত্বিক' গবেষণার সাথে এটি প্রবলভাবে জড়িত।

আয়রন মাউন্টেনের প্রতিবেদনটি নিম্নশ্রেণির লোকদের ওপর টার্গেট করে প্রণয়ন করা হয়েছে। তাদের লক্ষ্যে সামরিক প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে বলা হয়েছে—"সমাজে অসামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে গ্রহণযোগ্য পরিমাণে মিশিয়ে দিতে হবে। সমাজের নতুন ও সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ 'পরিষেবা' গ্রুপগুলোকে কিছু পছন্দকৃত সিস্টেমের দ্বারা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। সমাজের শত্রুদের বিভিন্ন প্রযুক্তি ও দাসত্বের রাজনৈতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে পুনরায় স্থাপিত করতে হবে। পরিশীলিত দাসত্বের ব্যবস্থা বিশ্বশান্তির জন্য চূড়ান্ত পূর্বশর্ত।"

অনেক মার্কিন সৈন্য—যারা উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের DMZ-এর নিকটবর্তী হয়ে যুদ্ধ করেছে—তারা নাকি নিয়মিত ভিত্তিতে 'UFO' দেখেছে এমনটা দাবি করে। পেন্টাগন সম্প্রতি পেপারস প্রকাশ করেছে 'Secret JASON Society'-এর দ্বারা DMZ বরাবর 'ইলেক্ট্রনিক ব্যরিয়ার' তথা বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করে।

মেজর মাইকেল অ্যাকুইনো ভিয়েতনামের একজন আর্মি মনস্তাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞ ছিলেন। সেখানে তিনি তার ইউনিটে ড্রাগ-উদ্দীপনা, ব্রেন ওয়াশিং, ভাইরাস ইনজেকশন, মস্তিষ্কে বিশেষ কিছু ইমপ্লান্ট, সম্মোহন ও বৈদ্যুতিক চৌম্বক ক্ষেত্রের ব্যবহার ও অত্যন্ত লো-ফ্রিকোয়েন্সির রেডিও তরঙ্গের ব্যবহার নিয়ে কর্তব্যরত ছিলেন।

ভিয়েতনাম যুদ্ধের পর অ্যাকুইনো সান ফ্রান্সিসকো চলে গিয়ে 'ট্যাম্পল অব সেট' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করে। এই 'সেট' হচ্ছে লুসিফারের প্রাচীন মিশরীয় নাম। অ্যাকুইনো এখন মার্কিন সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের এক প্রবীণ কর্মকর্তা। তাকে ৯ জুন ১৯৮১ সালে শীর্ষপর্যায়ের সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স দেওয়া হয়েছিল। এর এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে গোয়েন্দা দপ্তর থেকে ইশতেহার আসে যে—অ্যাকুইনোর 'ট্যাম্পল অব সেট' একটি ছদ্মনামের শয়তানিক চর্চাকেন্দ্র, যার সদর দপ্তর স্যান ফ্রান্সিসকোতে অবস্থিত। এর দুই সদস্য হলেন উইলি ব্রাউনিং ও ডেনিস মান। দুজনেই ছিলেন সেনা গোয়েন্দা কর্মকর্তা।

Scanned with CamScanner

'ট্যাম্পল অব সেট' আবদ্ধ ছিল সামরিক, রাজনৈতিক ও ফ্যাসিবাদে। তাছাড়া এটি ট্র্যাপিজয়েডের নাৎসি অর্ডার নিয়েও বিশেষত ব্যস্ত ছিল। অ্যাকুইনো 'অফিসিয়ালি' গোল্ডেন গেট কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক ছিল। সেনাবাহিনীর কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের পরিচালক 'ডোনাল্ড প্রেস' বলেন—ডেনিস মানকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল '306 PSYOPS' ব্যাটালিয়নের। সেখানে অ্যাকিনো শীর্ষ গোপনীয় প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রেসিডিও হিসেবে যুক্ত ছিল।

গোল্ডেন গেট ন্যাশনাল রিক্রিয়েশন এরিয়াতে প্রেসিডিও 'স্পুকি কমপ্লেক্স' নামেও পরিচিত ছিল। এই অঞ্চল থেকেই সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অ্যাকুইনো 'মনের মানচিত্র' তৈরির অপারেশনে অংশ নিয়েছিল এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বশেষ নেতার মনে 'গ্লাসনোস্ট' ও 'পেরেস্ট্রোইকা'-এর প্রস্তাব তুলে ধরেছিল। এই দুটি মুক্তবাজারের নীতিই কি শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের মৃত্যু পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল? হঠাৎ করেই কি মিখাইল গর্বাচেভের মনে এর উদয় হয়েছিল, নাকি কোনোকিছুর সাথে কোনো প্রকারে এটি তার মনে রোপিত হয়েছিল? নাকি মাইন্ড কন্ট্রোলকারী মাইক্রোচিপের মতো কোনো ডিভাইস তাকে 'মার্কিন স্বার্থ' অনুসারে চলতে বাধ্য করেছিল?

এই ধরনের অরওয়েলিয়ান প্রযুক্তি বিশ্বে নিয়মিত ভিত্তিতে বিপণন করা হয়। ইন্টারন্যাশনাল হেলথলাইন কর্পোরেশন ও অন্যরা মাইক্রোচিপকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও ইউরোপে বিক্রি এবং প্রতিস্থাপন করে থাকে। মানুষরাও তাদের বিপথগামী পোষা প্রাণীকে নিয়ন্ত্রণে আনতে মাইক্রোচিপিংয়ের নীতি কাজে লাগাচ্ছে। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের অনেক পোষা প্রাণীই মাইক্রোচিপযুক্ত।

সুইডেনের প্রায় ছয় হাজার লোক হাতে একটি মাইক্রোচিপ গ্রহণ করেছে; যা তারা সবধরনের পণ্য ক্রয় করার জন্য ব্যবহার করে থাকে। জাপানেও এটি বিবেচনাধীন পর্যায়ে আছে। জুলাই ২০০২ সালে 'ন্যাশনাল পাবলিক রেডিও' ঘোষণা দেয় যে, সিয়াটলও একই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের বিবেচনা করছে। ২০০২ সালে বিবিসি রিপোর্ট করে—অল্পবয়সী মেয়েদের সন্দেহজনকভাবে অপহরণ করা হচ্ছে। তখন একটি ব্রিটিশ সংস্থা মাইক্রোচিপের দ্বারা বাচ্চাদের আয়ত্তে নেওয়ার পরিকল্পনা দেয়। তারা প্রস্তাব করে—তাদের পিতামাতারা বাচ্চাদের একটি চিপ লাগিয়ে দিলেই তাদের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করতে পারবে।

Scanned with CamScanner

উইসকনসিন সংস্থা ২০১৭ সালে তার কর্মীদের মাইক্রোচিপ দ্বারা সজ্জিত তথ্য এর অধীন করে নেয়। একই বছর 'ড্রাগ অ্যাবিলিফ'-ও মাইক্রোচিপ দ্বারা সজ্জিত হয়ে যায়।

উচ্চ প্রশংসিত ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার ডা. কার্ল স্যান্ডার্স ঘোষণা করেন—তিনি একটি মাইক্রোচিপ প্রকল্প চালু করেছেন, যার মাধ্যমে মানুষের মেরুদণ্ডের কর্ডগুলো ঠিক করে দিতে পারেন। স্যান্ডার্স একটি মাইক্রোচিপ বসানোর জন্য সর্বোত্তম জায়গা হিসেবে চিহ্নিত করেন, ব্যক্তির কপালে হেয়ারলাইনের ঠিক নিচের অংশটুকু। যাতে ডিভাইসটি শরীরের তাপমাত্রার পরিবর্তনের মাধ্যমে রিচার্জ হয়ে নিতে পারে। তবে মজার বিষয় হলো মানুষের শরীরের এই জায়গাটি হচ্ছে পাইনাল গ্রন্থি বা তৃতীয় চোখের অবস্থান।

১৯৮৬ সালের অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ আইন রাষ্ট্রপতিকে যে কারও যেকোনো প্রকারের আইডি প্রয়োজনবোধে নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়। দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার গবেষকরা এমন একটি চিপ তৈরি করেছে, যা হিপ্পোক্যাম্পাসের অংশকে নকল করে। অর্থাৎ, মস্তিষ্ক যে স্মৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে, সেটি। এই চিপটি ব্যবহার করতে পেন্টাগনের কর্মকর্তারা আগ্রহী। তারা এটি দিয়ে 'সুপার সৈনিক' তৈরি করার পরীক্ষায় আছে। আরেকটি মাইক্রোচিপ—যা 'ব্রেইনগেট' নামে পরিচিত, তা পক্ষাঘাতগ্রস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে বসানো হচ্ছে। এটি দিয়ে তারা শুধুমাত্র চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে আশপাশের পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

ইরাকে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ গণহত্যা ধীর করার পথ দেখিয়েছিল। ইউনিসেফের তথ্যানুসারে—২০০১-এর শেষ অবধি দেড় মিলিয়ন ইরাকি শিশু মারা গিয়েছিল ইরাকের ওপর বিশ্বসম্প্রদায়ের নিষেধাজ্ঞার ফলে। এই সময় প্রতি দশজনের একটি শিশু তাদের প্রথম জন্মদিনের আগেই মারা গিয়েছিল। থ্যালাসেমিয়া, রক্তাল্পতা ও ডায়রিয়া ছিল তাদের সবচেয়ে বড় ঘাতক। তবে এটি প্রতিরোধ করা যেতে পারত। ইরাকের রক্ত ও ওষুধের দীর্ঘস্থায়ী ঘাটতি এই জটিল অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। 'ইউএন ৬৬১' কমিটি সালিশী কমিটি হিসেবে কাজ করেছিল, যারা ইরাকে অনেকটা 'দ্বৈত নীতি'র মতো কাজ চালিয়ে গেছে। তারা চাইলে ইরাকে রক্ত আর ঔষধ আমদানি করতে পারত, কিন্তু করেনি। ২০০১ সালের হিসাবে প্রায় ১৬০০-এরও বেশি ইরাকের পশ্চিমা সংস্থাগুলোর সাথে চিকিৎসা সরঞ্জামের চুক্তি 'ইউএন ৬৬১' দ্বারা আটকে দেওয়া হয়েছিল।

Scanned with CamScanner

উপসাগরীয় যুদ্ধ ইরাকের নর্দমা ও পানি পরিবহন সিস্টেম ধ্বংস করেছে। ইরাকিরা তাই দূষিত জল পান করতে বাধ্য হয়। ফলে তাদের অসংখ্য স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দেয়। ইরাককে জল পরিষ্কার করার জন্য ক্লোরিন আমদানির অনুমতি দেওয়া হয় না। কারণ, পূর্বে গঠিত কমিটি ৬৬১ একে একটি সম্ভাব্য রাসায়নিক অস্ত্র হিসেবে বিবেচনা করে। তাদের মধ্যে দৈনিক শুধুমাত্র গড়ে তিন ঘন্টার মতো করে ভাগ করে দেওয়া হতো বিদ্যুৎ। ইরাকি সরকারের হাতে যেহেতু এর নিয়ন্ত্রণ ছিল না, তাই মার্কিন বোমা হামলার পর কিছু নির্দিষ্ট পাওয়ার প্লান্ট বাছাই করতে হয় এজন্য।

নিষেধাজ্ঞার ফলে ইরাকি দিনারের অবমূল্যায়ন ঘটে। প্রতিদিন মাত্র ২.৪ মিলিয়ন ব্যারেল তেল রপ্তানি করা সম্ভব হয়। গড়ে একজন ইরাকি প্রতি মাসে মাত্র ২.৫০ ডলারের মধ্যে বাস করতে বাধ্য হয়, যা আমাদের কাছে শুধুমাত্র এক জোড়া জুতা কিনতে যথেষ্ট। পুরো মাস এত অল্প অর্থেই তাদের চলতে হতো। একমাত্র ইরাকি অভিজাত—যারা বহু আগেই মার্কিন ডলারে বিদেশে তাদের সঞ্চয় জমা রেখেছিলেন, তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।

ইউনিসেফের অনুমান যে ইরাকি শিশুদের ২৮% আর স্কুলে যায় না। যুদ্ধের আগে প্রায় সব শিশু স্কুলে যেত। প্রায়শই পরিবারগুলো কেবল ব্যাকপ্যাকস, জুতা ও নোটবুক ইত্যাদির মতো বস্তু কেনার সামর্থ্য হয় না বলে তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠায় না। রাফাহ সালাম আজিজ—যিনি মনসুর চিলড্রেনস হসপিটালের পরিচালক বলেছেন—অভিভাবকদের প্রায়শই তাদের বাচ্চাদের জীবন সম্পর্কে একটা কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়। আজিজ বলেন—পরিবারের পক্ষ থেকে প্রায়ই পুরো পরিবারকে বাঁচাতে একটি সন্তান মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়।

কিন্তু জনশক্তি কমানো ইলুমিনাতি অর্থনীতি ও স্থায়ী যুদ্ধের অন্যতম একটি অংশ। প্রাক্তন ডাচ ব্যাংকার ও ইলুমিনাতি খেলোয়াড় রোনাল্ড বার্নার্ড আমাদের জানান—"যুদ্ধও ম্যাসনিক প্রকল্পের একটি অংশ, যা লুসিফারকে রক্তের বলিদান সরবরাহ করে। আর এটি লুসিফেরিয়ানরা তাদের শক্তি বাড়ানোর জন্য করে থাকে।

বার্নার্ড বলেছেন—আমাদের বার্থসার্টিফিকেট দ্বারা আমাদের প্রত্যেককে একটি করে বন্ধনে আবদ্ধ করে শয়তানবাদীরা। উদাহরণস্বরূপ হল্যান্ডে একটি শিশু প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক ইউরো ঋণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তাদের প্রতিটি জীবন

Scanned with CamScanner

জুড়ে একাধিক কর, খরচ ও মজুরি দাসত্বের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি ইলুমিনাতির কাছে জন্মমাত্রই দাস হয়ে যায় তা পরিশোধ করার জন্য। অনেক দেশেই বার্থসার্টিফিকেট স্টক এক্সচেঞ্জের ব্যবসাকে মূল্যবান বলে ধরা হয়।

যেহেতু আমরা ক্রীতদাসরা ইতোমধ্যে তাদের অবকাঠামো তৈরি করে দিয়েছি, তাই এখন এই ছদ্মবেশগুলো মানবতার ৯০%-কে স্থানচ্যুত করতে প্রস্তুত। তবে আমাদের বাকিদের জন্যও তাদের অনেক অনেক পরিকল্পনা রয়েছে। ম্যাসনিক প্রকল্পের শেষ খেলা সম্পর্কে বার্নার্ড বলেছেন—আমাদের সকলকে সম্পূর্ণরূপে নেতিবাচক শক্তিতে পরিণত করা, মানুষকে যুদ্ধের ব্যাটারির মতো ব্যবহার করা এবং অশুভ চেতনার উদ্দেশ্যে মানুষকে ব্যবহার করাই বর্তমানে তাদের শেষ লক্ষ্য।

ট্রান্স-হিউম্যানিজম এই এজেন্ডায় একটি বড় ভূমিকা পালন করে। তারা আমাদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করাতে চায় যে, আমাদের কোনো আত্মা নেই এবং আমরা কেবল একটা মেশিনমাত্র। ট্রান্স-জেন্ডারিজম এই লক্ষ্যের দিকে একটি পদক্ষেপমাত্র। সম্প্রতি সেলিব্রেটিরা চলচ্চিত্রশিল্পে ট্রান্স হিউম্যানিজমের প্রচার করা হচ্ছে। এসবের পেছনে রয়েছে ট্যাভিস্টক ইনস্টিটিউট।

শীঘ্রই আলেক্সা শুধুমাত্র আপনার কথোপকথন রেকর্ড করবে না এবং তা যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকটে প্রেরণ করবে না; বরং আরও অনেক কিছুই করবে আপনার অগোচরে। এটি আপনার চিন্তাধারাকে প্রোগ্রামিং করবে এবং আপনাকে এক দুর্বল বোকা ব্যক্তিতে পরিণত করে তুলবে, যা ইলুমিনাতিদের রকেটের জ্বালানীর মতো প্রয়োজন। তবে ব্যাবিলনীয় যাজকত্ব পালন করার আরও অনেক উপায় রয়েছে; তারা আমাদের বোকা, অস্বাস্থ্যকর ও অসচেতন রেখে নিজেকে অপরিমেয় ক্ষমতাশালী করে তুলবে এবং তাদের অপরাধ কর্মসূচিগুলো পালন করে যাবে।

Scanned with CamScanner

অধ্যায় : এগারো

জনসাধারণের জন্য বিষাক্ত খাবার

প্রাকৃতিক ও মানুষের দ্বারা তৈরি হওয়া দূর্যোগ নিয়ে আজকাল প্রচুর আলোচনা চলছে। এর ওপর অনেক ক্লাস, বক্তৃতা, ভিডিও ও বই সন্ধান করলে পাওয়া যায়। তাছাড়া শুধুমাত্র মাউসে ক্লিক করলেও এ সম্পর্কিত অনেক কিছুই পাওয়া যায়। এমনকি নিজেদের অনেকেই এ ব্যাপারে কাঁচা লঙ্কা বলেও অভিহিত করছেন। তবে ব্যাপার যাই হোক, আপনি বিবেচনা করেও অনেক কিছু অনুমান করতে পারবেন।

বর্তমানে পৃথিবীতে গভীর গভীর বাংকার বিস্ময়কর পরিমাণে নির্মাণ করা হচ্ছে। সামরিক ও সুপার অভিজাত লোকদের জন্য এসব করা হচ্ছে এবং কিছু এখনো নির্মাণাধীন রয়েছে। কেন? কারণটা কখনো খুঁজে দেখেছেন কি? প্রকৃতপক্ষে ক্যাটরিনা, হার্ভে ও ইরমা হ্যারিকেনের মতো প্রাকৃতিক দূর্যোগ চাক্ষুষ দেখার পর কেউ কী করে স্থির থাকতে পারে? ২০১৭ সালের ক্যালিফোর্নিয়া দাবানল, মেক্সিকোয় বিশাল ভূমিকম্প বা হাওয়াইয়ের কিলাউইয়া আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত চলাকালীন যে বিপর্যয় উদ্ভূত হয়েছিল, তা কি সহজে ভোলার মতো? কিংবা মানবসৃষ্ট অগণিত দূর্যোগের মধ্যে বিশ্বব্যাপী চলা যে সমস্ত বিপর্যয়গুলো আমরা অনেকেই দেখি, সেগুলোই বা ভুলব কী করে? এসবের মূল কারণ চিনতে হয়তো এখনো অনেক বাকি আছে; কিন্তু বাংকার খোঁড়ার কারণ কিন্তু এসব দেখে সহজেই অনুমান করা যায়।

এদিকে আবার এত দিনে পুরো বিশ্বের জনগণ GMO বা জেনেটিকভাবে পরিবর্তিত জীবের কথা শুনে আসছে। তবে দৃশ্যত এর সম্পর্কে বোঝা বা সঠিক তথ্য জানা খুবই কঠিন। একেক ধরনের ব্যক্তির কাছে এর অর্থ একেক রকম। বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা বর্ণনা করেছে—"...এগুলো হচ্ছে এমন জীব, যাদের ভেতরের জিনগত উপাদান (DNA) এমনভাবে পরিবর্তন করা হয়েছে, যা সচরাচর প্রাকৃতিকভাবে ঘটে না।" এই প্রযুক্তিটিকে 'আধুনিক জৈবপ্রযুক্তি', 'জিন প্রযুক্তি', 'রিকম্বিন্যান্ট ডিএনএ প্রযুক্তি' বা সাদামাটা পুরানো 'জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং' হিসেবে উল্লেখ করা হয়। আপনি একে যে নামেই ডাকুন না কেন, জীবের

Scanned with CamScanner

নির্বাচিত জিনগুলোতে জেনেটিক হেরফের করতে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। একটি জীব থেকে অন্য জীবে রূপান্তরিত করা বর্তমানে বৈধ।

এটি উপলব্ধি করা গুরুত্বপূর্ণ যে, জিনগুলো জিএমও জীব ও উদ্ভিদের বিকাশ করতে ব্যবহৃত হয়। খাদ্যশস্যের মধ্যে প্রায়শই যেকোনো জীবের কোনো একটা পরিবর্তন ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এই প্রযুক্তির সাথে সম্পর্কযুক্ত রয়েছে উদ্ভিদ, প্রাণী, পোকা-মাকড়, ব্যাক্টেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক ও এমনকি মানব-জিন পর্যন্ত। যে জিনগুলো খাদ্যশস্যের মধ্যে থেকে নেওয়া হয়, তা এই সমস্ত প্রাণীর মধ্য থেকেই আসে।

যে মানুষগুলোর ঈশ্বরের প্রতি গভীর বিশ্বাস রয়েছে, তাদের এর জন্য ভয় হওয়া উচিত। ঈশ্বরের যদি ধানের সাথে ইঁদুরের জিনকে একত্রিত করে দেওয়ার প্রয়োজন হতো, তাহলে পাগল বিজ্ঞানীদের এত কষ্ট করতে হতো না। তা প্রাকৃতিকভাবে এমনিতেই ঘটে যেত। যদিও আমি অবশ্যই নিকট ভবিষ্যতে কোনো ইঁদুর খেতে চাই না, কিন্তু বর্তমানে তা-ই করা হচ্ছে; প্রায় প্রতিটি খাদ্যশস্যকে তার আদি-আসল রূপ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, বিকৃত করে বদলে দেওয়া হয়েছে। কিছু দিন পর হয়তো সৃষ্টিকর্তার আদি-আসল শস্যগুলোকে জাদুঘরে পাঠানো হবে।

যতক্ষণ না এ সম্পর্কিত একটি যথাযথ আইন হচ্ছে, যা আপনাকে GMO উপাদানগুলোর তালিকা সরবরাহ করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি এই চক্রান্ত সম্পর্কে বিশ্বাস করতে পারবেন না। আপনি বুঝতেই পারবেন না মুদি দোকানে আমরা যে খাবারটি কিনছি, তা কোনো বানরের ভাইরাস বা তার থেকেও খারাপ কোনো মিউট্যান্ট স্ট্রেন দিয়ে তৈরি হয়েছে কি না।

জিনগতভাবে পরিবর্তিত খাবারগুলো মানুষ ও প্রাণীর শরীরে কীভাবে কার্যকর হয়, সে সম্পর্কে বাস্তবিকভাবেই চিন্তার বড় কারণ রয়েছে। বড় বড় বায়ো-টেক সংস্থাগুলোকে আমাদের খাদ্য দিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে খেলতে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তারা এসবের ওপর নিয়মিত গবেষণা চালাচ্ছে এবং GMO খাবারগুলো সম্পর্কে 'প্রমাণ' করতে এফডিএ ও ইউএসডিএ'র কাছে নিজস্ব গবেষণা উপস্থাপন করছে। তারা প্রমাণ করতে চাইছে—ভেষজনাশক ও কীটনাশকগুলো মানুষের জন্য নিরাপদ। এরকম ছয়টি বড় কোম্পানি হচ্ছে বিএএসএফ, বায়ার, ডুপন্ট, ডাউ কেমিক্যাল কোম্পানি, মনসান্টো ও সিঞ্জেন্টা।

Scanned with CamScanner

আসলে কিন্তু ভেড়ার পোশাকে নেকড়েরা চারণভূমি পাহারা দিচ্ছে। ফলাফল তাই যা হওয়ার, তাই হবে।

এই রাসায়নিক সংস্থাগুলোর শক্তিশালী লবি রয়েছে। এরাই বিশ্ববাসীকে এজেন্ট অরেঞ্জ ও ডিডিটি'র মতো মারাত্মক কিছু উপহার দিয়েছিল। আর এরকম ক্ষতিকর বস্তু আমদানি করার জন্য সবধরনের সুযোগ-সুবিধা তারা পায়। ভীরু সরকারি কর্মকর্তারা এদের মুখোমুখি হওয়ার সাহস করে না। এই সর্বশক্তিমান রাসায়নিক সংস্থাগুলোকে অনেকটা ফ্রি-পাশের মতো ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। আরও গবেষণা চালানোর জন্য বিশ্বমানের ল্যাব, বিজ্ঞানী ইত্যাদির ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। আসলে GMO ফুড নিয়ে বিজ্ঞানীরা বারবার হুঁশিয়ারি দিয়ে আসছিল। তারা অনেক আগে থেকেই বলছিল যে, GMO খাবার তৈরি করতে পারে অপ্রত্যাশিত ও হার্ড-টু-ডিটেক্ট পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার। যেমন : অ্যালার্জি, দেহে টক্সিনের গঠন, সদ্য-উত্থিত রোগ, বিদ্যমান রোগের নতুন সিন্ড্রোম, পুষ্টির সমস্যা, মারাত্মক হজমের ব্যাধি ও অন্যান্য আরও অনেক ব্যাধি।

তবু জিএমও ফসল নিয়ে দীর্ঘমেয়াদী গবেষণা চলছে। তবে ইতোমধ্যে এর ক্ষতিকারক প্রভাবের বন্যা বয়ে গেছে মানুষ ও প্রাণীর মধ্যে। ভারতে হাজার হাজার ভেড়া, মহিষ ও ছাগল BT তুলোর গবেষণাক্ষেত্রে চারণের পর মারা গিয়েছে। জিএম শস্য খেয়েছে এমন ইঁদুরের ওপর পরীক্ষা চালানোর পর দেখা গেল, পরবর্তী সময়ে তাদের ছোট বাচ্চাগুলোর মধ্যে আগ্রাসনভাব, বিভ্রান্তি ও অসমর্থনের লক্ষণগুলো দেখা গিয়েছে। এই একই আচরণগুলো মানবদেহেও আশ্চার্যরকমভাবে লক্ষ্য করা যায়।

একটি গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, জিএম সয়া খাওয়া মা ইঁদুরের অর্ধেকেরও বেশি শিশু জন্মগ্রহণ করে তিন সপ্তাহের মধ্যে মারা গিয়েছে। তাছাড়া জিএম সয়া খাওয়া ইঁদুরেরা তৃতীয় প্রজন্মে এসে তাদের বাচ্চা দান করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল। তাছাড়া এই জিএম সয়া খাওয়ার ফলে ইঁদুরগুলোর শরীরে বিষাক্ততা তৈরি হয়েছিল এবং ইমিউনিটি সিস্টেম ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে উঠেছিল।

জিএম আলু খাওয়ানোর ফলে ইঁদুরের পেটের আস্তরণে অতিরিক্ত কোষের বৃদ্ধি দেখা যায়, যা ক্যান্সার সৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থা বলে সর্বজনবিদিত। জিএম খাবার খেয়েছে এমন প্রাণীদের নিয়ে একটি সমীক্ষায় দেখা যায়, তাদের অঙ্গে ক্ষতের সৃষ্টি হয়, লিভার ও অগ্ন্যাশয়ের কোষে পরিবর্তন আসে, এনজাইমের

Scanned with CamScanner

মাত্রায় পরিবর্তন হয় এবং অন্যান্য অনেক বিস্মিত পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এই সমস্ত গবেষণাগুলো জিএম ফুড আসার আগের দিকে করা হয়। বর্তমানের অবস্থা আরও জটিল আকার ধারণ করেছে।

আমেরিকান একাডেমি অফ এনভায়রনমেন্টাল মেডিসিন (AAEM) রিপোর্টে বলে—"...বেশ কয়েকটি প্রাণী জিএম ফুডের কারণে গুরুতর স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে আছে। তার মধ্যে বন্ধ্যাত্ব, ইমিউন ডিসস্ট্রুলেশনসহ জিএম খাদ্য গ্রহণ, ত্বকের বৃদ্ধি, কোলেস্টেরলের সাথে সম্পর্কিত জিনের সংশ্লেষণ, ইনসুলিন নিয়ন্ত্রণ, কোষ সংকেত এবং প্রোটিন গঠন, লিভার, কিডনি, প্লীহা ও গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল সিস্টেমে পরিবর্তন ইত্যাদি অন্যতম। AAEM তাদের এই গবেষণার ফলে এতটা বিচলিত হয় যে, তারা একে অনেকটা গুরুত্ব দেয় এবং চিকিৎসকদের এ ব্যাপারে রোগীদের পরামর্শ দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়। তারা জিএম ফুডকে এড়ানোর জন্য এর বিপক্ষে ঐতিহাসিকভাবে অবস্থান নেয়।

এটি বেশ স্পষ্ট যে, জেনেটিক্যালি মোডিফাইড খাবার তথা জিএম ফুডের মধ্যে বিরূপ স্বাস্থ্যের প্রভাব রয়েছে। বিজ্ঞান তা বেশ ভালোভাবেই প্রমাণ করেছে এবং আমরাও সকলে জানি। জিনগতভাবে সংঘটিত ক্রমবর্ধমান অটিজমের ঘটনাগুলো এরই ইঙ্গিত দেয়। তাছাড়া মানুষের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বৃদ্ধির জন্য এই খাবারগুলোকেই মূলত দায়ী করা হয়।

যুক্তরাজ্যে জিএম সয়া তৈরি হওয়ার সাথে সাথেই সয়া সম্পর্কিত অ্যালার্জির রোগের পরিমাণ ৫০% বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে এই সংখ্যাটা আকাশ ছুঁয়েছে। যাদের সয়াতে অ্যালার্জি আছে, তাদের জানা উচিত—স্বাভাবিক সয়ার চেয়ে জিএম সয়াতে সাত গুণ পরিমাণে অ্যালার্জেন ও প্রোটিন থাকে।

GMO খাদ্য প্রচলনের শুরুর বছরগুলোতে এই ফ্রাংকেন ফুড হত্যাকারীরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, তারা পুরো বিশ্বকে খাওয়াবে। একই সাথে তারা কৃষকদের হাত মুচড়ে দিতে কৃষকদের বীজ বপনের জন্য রেজিস্টার ব্যবস্থার প্রচলন ঘটায়। সত্যিকারের কোনো কোনো গবেষক সাহসী হয়ে বিগ-৬-এর কার্যকলাপ নিয়ে স্বাধীন গবেষণা চালিয়ে যায় এবং তাদের প্রকাশকৃত গবেষণায় অত্যন্ত ভীতিজনক কিছু পায়। গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশ না করার জন্য বিগ-৬-এর রূঢ় ও জঘন্য কৌশল সত্ত্বেও বাইরের অনেক স্বাধীন গবেষক সত্য প্রকাশ করে

Scanned with CamScanner

দেয়। বিগ-৬-এর বন্ধুরা এটা আটকাতে পারে না। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তারা ঠিকই এই ফলাফলগুলো পরিবর্তনের চেষ্টা করে।

২০১২ সালের সেপ্টেম্বরে দুই বছরব্যাপী একটি গবেষণা চালানো হয়, যার অধীনে 'রেড কর্ন' ইঁদুরকে খাওয়ানো হয় এবং এ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয়। ফ্রান্সের কেইন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা এতে ভেষজনাশক মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে পান। তাদের অনুসন্ধানে আরও উদ্বেগজনক অনেক কিছুই ওঠে আসে। প্রাপ্ত ফলাফলটি জিএম খাদ্য, ফিড ব্যবহারে বিপদের ইঙ্গিত দেয়। ভেষজনাশক সম্পর্কিত গবেষণায় যে প্রোটোকল ব্যবহার করেছিল তার ওপর ভিত্তি করে ২০০৪ সালে একটি গবেষণা করা হয় এটি প্রমাণ করার জন্য যে, তাদের ভুট্টা আসলে খাওয়ার জন্য নিরাপদ। কিন্তু বিজ্ঞানীরা তাদের কথা বিশ্বাস করে না। তারা এখনো এর পেছনে লেগে আছে। কেইন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় তারা তাদের সময়ের দৈর্ঘ্য বাড়িয়েছে। বিজ্ঞানীরাও তাদের অধ্যয়নের প্রভাবগুলো সম্পর্কে আরও ডকুমেন্টেশন চেয়েছে, যাতে তারা বৃহৎ আঙ্গিকে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে। তারা পরীক্ষায় ব্যবহৃত প্রাণীর সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে (ইতোমধ্যেই এতে এ ধরনের গবেষণার জন্য বৃহত্তম প্রাণী ছিল)। তারা পরীক্ষার ফ্রিকোয়েন্সি ও সংখ্যা বাড়িয়েছ। কারণ, তারা আরও বেশি আকারে পরীক্ষা করতে চান।

গবেষকরা তিনটি ডোজ পরীক্ষা করেছিলেন (স্বাভাবিকভাবে প্রতি নব্বই দিনে একবার)। পরীক্ষাবস্তু হিসেবে তারা নিয়েছিল রাউন্ডআপ সহনশীল NK603 GMO ভুট্টার এক লম্বা প্রোটোকল। পানীয় জলে ও জিএম ফিডে দেওয়ার পর তারা যা দেখতে পেয়েছিল, তা রীতিমতো ভয়ানক। গবেষণা দল এর নেতিবাচক শারীরিক প্রভাবগুলো দেখতে মাত্র চার মাস সময় নিয়েছে, তাতেই তারা যে রিপোর্ট দিয়েছে, তা অবিশ্বাস্য। কেইনের গবেষক দল দেখতে পান যে, বড় ইঁদুর টিউমার সংখ্যা চারশ গুণ বৃদ্ধি পায় এবং তারা স্বাভাবিক গ্রুপের চেয়ে ২-৩ গুণ বেশি মারা যায়। তাছাড়া তারা দ্রুত অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হতে থাকে; যেমন : স্তন্যপায়ী টিউমার, আক্রান্ত পিটুইটারি গ্রন্থি, যকৃতের নেক্রোসিস ইত্যাদি। গবেষণাগুলোতে আরও দেখা গেছে যে, রাউন্ডআপের অত্যধিক কম ডোজ কোষগুলোতে ইস্ট্রোজেন ও অ্যান্ড্রোজেন রিসেপ্টরগুলোকে ব্যাহত করে। তাছাড়া জীবন্ত প্রাণীদের যৌনতায় অন্তঃস্রাব নিঃসরণকেও বিঘ্নিত করে শুধুমাত্র এক

Scanned with CamScanner

GMO ভুট্টা। সমীক্ষা অনুসারে "২৪ তম মাসের শুরুতে ৫০-৮০% মহিলা প্রাণীর সর্বোচ্চ তিনটি পর্যন্ত টিউমার উঠতে থাকে, যেখানে [Non-GMO] প্রাণীদের মাত্র ৩০% এই রোগে আক্রান্ত হয়।

এবার একে আবার খুব ধীরে ধীরে পড়ুন এবং শুধু ইঁদুরের জায়গায় মানুষকে ইঁদুর বলে কল্পনা করুন। আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি আপনি আঁতকে উঠবেন।

২০১১ সালে পরিচালিত একটি সমীক্ষা 'মাতৃ ও ভ্রূণের এক্সপোজার কুইবেকের পূর্ব টাউনশিপগুলোতে জিনগতভাবে পরিবর্তিত খাবার কীটনাশকের সাথে সম্পর্কিত' শিরোনামে চালানো হয় আজিজ আরিস ও স্যামুয়েল লেব্ল্যাংকার নেতৃত্বে। এই রিপোর্ট প্রকাশিত হয় জার্নাল 'রিপ্রোডাকটিভ টক্সিকোলজি'-তে। সেখানে বলা হয় বিটি টক্সিন ও গ্লাইফোসেট ও গ্লুফোসিনেট ভেষজনাশক পাওয়া গেছে প্রায় ১০০% গর্ভবতী (এবং অ-গর্ভবতী) মহিলা ও তাদের অনাগত শিশুদের মধ্যে। এলোমেলোভাবে করা একটি সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, সারা দেশের নির্বাচিত অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে গ্লাইফোসেট (রাউন্ডআপ) তাদের রক্ত ও প্রস্রাবে মিশে গেছে।

কয়েক বছর আগে আমি বলেছিলাম—কেবলমাত্র সার্টিফাইড ও চিহ্নিত GMO খাবারগুলোই জিনগতভাবে পরিবর্তিত খাবার নয়। এর বাইরে আরও অনেক খাবার আছে, যা সার্টিফাইড নয়। এর কারণ হচ্ছে—আমরা জানি যে, GMO উদ্ভিদও Non-GMO উদ্ভিদের সাথে পরাগায়িত হয় এবং নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টি করে।

১৯৯৮ সালে শিকাগোর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা জেনেটিকভাবে সংশোধনকৃত বিভিন্ন সরিষাগুল্ম নিয়ে আলোচনা করে। পরীক্ষায় সরিষার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করা হয়েছিল। গবেষকরা লক্ষ্য করেন যে, জিনগতভাবে পরিবর্তিত সরিষার ফুলগুলো খাঁটি সরিষার চেয়ে ভিন্নধর্মী, যদিও বিজ্ঞানীরা এই পরিবর্তনটি সম্পর্কে অনেক আগেই ভেবেছিলেন, তবু তারা মূলত সরিষার ক্রসিং হার নিয়ে পরীক্ষা চালিয়েছিল, যা মূলত পরাগের গতি ও কার্যকারিতা পরীক্ষা করতে থাকে। দেখা গেল—জিনগতভাবে পরিবর্তিত সরিষা সাধারণ সরিষার চেয়ে কুড়ি গুণ বেশি উৎপাদন করতে পারে। অন্যকথায়, পরাগরেণুকর্তৃক জিএমও সরিষার সফলতার সম্ভাবনা বিশ গুণ বেশি। এর জন্য GM-Food ও

Scanned with CamScanner

জৈব ফসলের একই অঞ্চলে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে এবং এর ফলাফল ইতোমধ্যে পুরো মিড-ওয়েস্ট জুড়ে কৃষকরা অনুভব করছে। আজ প্রায় সবধরনের খাদ্যশস্য এ রকমের বিষাক্ত হওয়ার ঝুঁকিতে আছে।

আর একবার GMO ফুড ও DNA ফুড একত্রিত করে একটি নতুন সংকর জাত সৃষ্টি করতে পারলে তার বীজ পেটেন্ট মালিকের অনুমতি ছাড়া সংরক্ষণ করা অবৈধ। এই আইনের অপব্যবহার বিগ-৬ বেশ ভালোভাবেই করছে।

অধিকন্তু মনসান্তোর মতো বহুজাতিক সংস্থাগুলো কঠোর পরিশ্রম করছে এসবের নিয়ন্ত্রণ পাওয়ার জন্য। তারা সবধরনের ছোট ছোট বীজ সংরক্ষণকারী সংস্থাকে কিনে নিচ্ছে, যাতে তারা তাদের উদ্ভট খাদ্য পরীক্ষার জন্য আরও বেশি জেনেটিক উপাদান পেয়ে যায়। সবচেয়ে খারাপ বিষয় হচ্ছে—আমাদের সরকারের এই ধরনের বিপদগুলো সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতনতা রয়েছে; কিন্তু তারা যথাযথ পদক্ষেপ নিচ্ছে না। আমাদের খাবারে যে বিষ লুকিয়ে আছে, তারা জেনেও এটি থামানোর জন্য একেবারে কিছু করছে না।

আসলে অনেক প্রাক্তন মনসান্টো কর্মী এখন আমেরিকান খাদ্য সরবরাহের সুরক্ষার দায়িত্বে আছেন, তাদের অনুমোদন দেওয়া বা না দেওয়ার ক্ষমতা আছে মনসান্টো-এর মতো বায়ো-টেক জায়ান্টদের দ্বারা পরিচিত শস্যগুলোর। তবে তারা টাকা ও ক্ষমতার কাছে বিক্রি হয়ে জনগণের জীবন বাঁচানোর চেয়ে দুষ্টদের বন্ধু হয়ে যাওয়াকেই আপন করে নিয়েছে।

GMO খাদ্যের বিরুদ্ধে আপনার যদি নৈতিকতার বিরোধিতা থেকে থাকে, তবু আপনি হয়তো এই মুহূর্তে সেসবই খাচ্ছেন, কিন্তু আপনি জানেন না। কারণ, এমন কোনো আইন নেই, যাতে GMO খাবার ও উপাদানসমূহকে লেবেলযুক্ত বা চিহ্নিত করা যায়। যদিও হাস্যকর লেবেলিং বিলটি কয়েক বছর আগে পাশ হয়, তবে কখনো তা কার্যকর হয়নি। বিলটি জিএমও খাদ্য সম্পর্কে একটি উচ্চকিত শব্দও উচ্চারণ করেনি। একে প্রতিরোধ করতে গেলে আবারও সেই ভোক্তার ওপরই দায়িত্ব দিতে হবে। তাদের সতর্ক হতে হবে। যার দরকার পড়বে এবং কিনতে চাইবে, প্রয়োজনে সে একটি কিউআর কোড অনুসন্ধান করবে এবং তা স্ক্যান করবে যে, সেটি কোনো GMO খাদ্য কি না? এরকম কিউআরের ব্যবস্থা সবগুলো GMO পণ্যে করার ব্যবস্থা করতে হবে।

Scanned with CamScanner

GMO খাদ্য সরবরাহকারীদের পক্ষ থেকে এর জন্য সবচেয়ে বড় যুক্তি হলো লেবেলিং কিংবা কিউআর কোড অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অনেক বেশি খরচ হয়। হতেই পারে এবং সেটিই স্বাভাবিক। তবে তারা কেন অন্তত এই সতর্কতাটি মুদ্রণ করে না যে—"এই পণ্যটিতে GMO কন্টেন্ট রয়েছে"? আসলে তারা জানে যে, ফ্রাংকেস্টাইন ফুড কেউ খেতে চায় না, এটাই একমাত্র কারণ।

খাদ্য সরবরাহের এই নির্মম, ইচ্ছাকৃত দূষিত আক্রমণাত্মক ও জেনেটিক উপাদানের পরিবর্তন হলো মানব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ নীরব বিপর্যয়। জিএমও খাদ্যের বিস্তারকে থামানোর কোনো উপায় নেই। নেই আমাদের খাদ্যব্যবস্থা এবং দূষণকে একবারে উল্টানোর কোনো উপায়ও। এটা ঘটছে এবং ঘটবেই।

এই বিপর্যয়ের প্রথম সমাধান হলো নিজেকে GMO খাদ্য উপাদান সম্পর্কে উচ্চশিক্ষিত করে তোলা। আপনি যে খাবারটি কিনে নিচ্ছেন, সেগুলো সম্পর্কে কিছুটা হলেও ধারণা রাখা। তারপর আপনার সুপার মার্কেট পরিচালক এবং স্থানীয়, রাজ্য ও ফেডারেল রাজনীতিবিদদের এই সম্পর্কে পারলে সচেতন করে তোলার চেষ্টা করা। GMOs ও লেবেলিংয়ের বিষয়ে শক্ত অবস্থান নিতে চেষ্টা করা এবং সবধরনের GMO খাবার বয়কট করা। যদি কেউ তাদের খাদ্য না কিনে, তবে তারা এর উৎপাদন বন্ধ করতে বাধ্য হবে। হাইব্রিড তথা সংকর পণ্য না কিনে প্রয়োজনে বেশি টাকা দিয়ে হলেও খাঁটি ও প্রকৃত পণ্য কেনা উচিত।

তবে সবচেয়ে ভালো হয়, যদি আপনি নিজেই নিজের জৈব খাদ্য ও বীজ উৎপাদন করতে পারেন। জনসাধারণকে এ ব্যাপারে উৎসাহ দিতে পারেন। পশুকে যতটা সম্ভব পশুর জৈব খাবার দিন বা সরাসরি স্থানীয় কৃষকের কাছ থেকে খাবার কিনতে চেষ্টা করুন।

Scanned with CamScanner

অধ্যায় : বারো

রাসায়নিক বিষাক্ততা

মানব ইতিহাসের শুরু থেকেই মানবজাতির জন্য পানি অপরিহার্য। মানবদেহের ৭৫-৮৫% পানি। পানি ছাড়া পৃথিবী ও জীবন-গল্প সমাপ্ত হয়ে পড়বে। আমরা বেঁচে আছি, কারণ, পানি আছে। তবু সারা বিশ্বের পানি—এমনকি প্রতিদিন আমরা যে পানি পান করি তা-সহ মূর্খতাবোধের কারণে দূষিত হচ্ছে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে বিষাক্ত হচ্ছে। এই দুঃস্বপ্ন চলতেই থাকলে কি মানবজাতির সত্যি সত্যিই পতন হবে না?

যেকোনো মহাসাগর পানির একটি বিশাল জায়গা। আপনি যদি ক্যালিফোর্নিয়ার সূর্য-চুম্বিত বেলাভূমির চেয়ে সমুদ্র সৈকতে দাঁড়িয়ে থাকার কল্পনার মধ্যে তুলনা করেন, তাহলে সমুদ্র সৈকতই আপনাকে অধিক শান্তি দেবে। তাছাড়া আপনি যখন পানির কল্পনা করেন, তখন কল্পনাতে নিশ্চয়ই কোনো দ্বীপ দেখতে পান, যেটি একশ মাইলব্যাপী বিস্তৃত এবং ঈগলের চোখে আপনি তাকে দেখছেন। সত্যিই পানির সাথে সম্পর্কিত সবকিছুই কত সুন্দর, তাই না!

যাই হোক, এবার আপনাকে গ্রেট প্রশান্ত মহাসাগরীয় সর্ববৃহৎ আবর্জনার প্যাচ (জিপিজিপি)-তে স্বাগতম। এটি প্রথম আবিষ্কৃত হয় ১৯৯৭ সালে। মানুষ অবাক হয়ে দেখে পানি এখানে দমবন্ধ হয়ে আছে। মানুষের ব্যবসায়িক মানসিকতার কারণে কত ভয়ানক কিছু ঘটে চলছে। এই ভয়াবহ দৃশ্যটি ঘূর্ণায়মান আকারে মানুষের সামনে প্রকাশিত হয়েছিল। তখন এর আকার ছিল টেক্সাসের আকারেরও দ্বিগুণ এবং এটি এখনো ক্রমবর্ধমানশীল। জীবন-চোষা আবর্জনা ও মাইক্রো প্লাস্টিক প্রতিদিন এসে এতে এখনো যুক্ত হচ্ছে।

জিপিজিপি হলো সাম্প্রতিক অবধি পাওয়া সর্ববৃহৎ জঞ্জালের প্যাচ। এটি প্রায় এক মিলিয়ন বর্গমাইল আকারের ওপর ভাসমান একটি ডাম্প। বর্তমানে এটি মেক্সিকো দেশের চেয়েও বড় হয়ে গেছে। এখন একে পাওয়া যাচ্ছে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে। যারা দেখেছেন, তারা বলেন—জিপিজিপিকে কাছাকাছি থেকে দেখা পুরোপুরি ভয়াবহ একটি ব্যাপার। কারণ, তারা জানেন এটা ঠিক কী।

Scanned with CamScanner

তবে সমুদ্র শুধু কিন্তু এক জিপিজিপিতেই সীমাবদ্ধ নয়। ছোট বড় মিলিয়ে হাজার হাজার জঞ্জালের পালা প্রতিনিয়ত সমুদ্রে তৈরি হচ্ছে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। সমুদ্রের আবর্জনার এই স্তুপ দেখতে যেমন ভয়ংকর, প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্যও ঠিক তেমন ক্ষতিকর। এই আবর্জনা প্যাচগুলো কেবল অশ্লীল গ্রাহকদেরই প্রতিনিধিত্ব করে না; প্রতিনিধিত্ব করে লোভী শিল্পব্যবস্থারও। কর্পোরেট সংস্থাগুলো প্রকৃতির কল্যাণের বিষয়ে চিন্তা করে না; সম্পদের সন্ধানে মানবজাতিকে নাশকতার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যবহার করে। তারা চায় মানবজাতিকে তাদের সম্পদ ও শক্তি দিয়ে নিয়ন্ত্রণে রাখতে।

পানিকে বিপজ্জনক আবর্জনা, বর্জ্য, সুয়ারেজ দিয়ে তারা শুধুমাত্র এর অন্যতম মৌলিক উপাদানই ধ্বংস করে দিচ্ছে না, সেই সাথে ধ্বংস করে দিচ্ছে মানুষের জীবন, শক্তি ও সান্ত্বনাকেও।

আমাদের দাদা-দাদিরা যে বিশুদ্ধ পানি গ্রহণ করেছিলেন, তা কেবলমাত্র বিগত কয়েক দশকের জন্যই মঞ্জুর হয়েছিল। এখন তাদের প্রজন্মরা মারাত্মক বিপদে পড়েছে। নদী, হ্রদ, সমুদ্রের পানির প্রবাহ প্রচুর পরিমাণে বহন করে নিয়ে চলছে বিশ্বের বিষাক্ত বর্জ্য। আকাশ থেকে যে বৃষ্টি পড়ছে, তাতে মিশে থাকছে শিল্পজাতীয় টক্সিন, ভারী ধাতু ও এসিড।

আমাদের পাবলিক মিউনিসিপালিটি থেকে যে পানি সাপ্লাই দেওয়া হচ্ছে—যাকে একদা বিশ্বের পরিষ্কার পানি হিসেবে প্রচার করা হয়েছিল—তা এখন আর পান করার উপযুক্ত নয়। এমনকি গোসল করা কিংবা বাগানে পানি সরবরাহ করারও উপর্যুক্ত নয়। আজকাল পানির মধ্যে মল-মূত্র মিশ্রিত থাকে—তাকে আমরা আর কিছু মনে করছি না, নির্বিচারে খেয়ে যাচ্ছি। শিল্পের দূষণ, ঔষধশিল্পের বর্জ্যসহ প্রতিদিন কয়েক মিলিয়ন গ্যালন মল ও প্রস্রাব আমেরিকান টয়লেট দ্বারা ফ্লাশ করে নিচে ফেলা হয়। এগুলোতে কত যে বিষাক্ত পদার্থ থাকে, তা বলা কেন—অনুমান করাও মুশকিল। পশ্চিমা বিশ্বকর্তৃক ব্যবহৃত সর্বাধিক উন্নত পানি বিশুদ্ধকরণ পদ্ধতি ব্যবহার করেও এগুলো অপসারণ করা কঠিন। এবার তাহলে সেই দেশগুলোর কল্পনা করুন, যেগুলোর এরকম পরিশীলিত বিশুদ্ধকরণ সিস্টেম নেই। তারা কি অবর্ণনীয় কিছুই না পান করে যাচ্ছে!

Scanned with CamScanner

যাই হোক, এগুলো এতটাও খারাপ না! কারণ, এর থেকেও খারাপ কিছু আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে। আমাদের এবার তাদের সাথে লড়াই করতে হবে। ফ্লোরাইড ও ক্লোরিনের মতো ওষুধগুলো ইচ্ছাকৃতভাবে পানি পরিশোধন সিস্টেমের মধ্যে আমাদের পানির ট্যাপগুলোতে প্রেরণের আগে মিশ্রিত করা হয়। ক্লোরিন যে ক্ষতিকর, এতে কোনো সন্দেহ নেই; কিন্তু এটি ফিল্টার করা বা বাষ্পীভবন করা মোটামুটি সহজ হলেও ফ্লোরাইডের মতো ওষুধগুলো অপসারণ করা অত্যন্ত কঠিন। এটি বিশ্বাস করা অত্যন্ত কঠিন যে, এই দিন ও যুগে এসেও ফ্লোরাইড একটি FDA-কর্তৃক অনুমোদিত ড্রাগ।

একে প্রথমে ১৯৪০-এর দশকে পানীয় জলের সাথে পরিচিত করানো হয়েছিল, এখন একে যুক্ত করা হচ্ছে বিশ্বব্যাপী মিউনিসিপ্যালিটির জল সরবরাহ ব্যবস্থার সাথে। মানবতার বিরুদ্ধে এই অপরাধ মহাকাব্যিক মিথ্যার ভিত্তিতে চলছে এবং এই অপরাধীদের অপরাধ ফাঁস করার জন্য এখনই উপযুক্ত সময়।

পূর্বে প্রাক-কৃষিযুগের মানুষেরা খুব কমই দাঁতের সমস্যায় ভুগত। তারা প্রাকৃতিকভাবেই দাঁতের একটা সুরক্ষা বর্ম তৈরি করে নিয়েছিল, যা বর্তমানের ব্রাশের দ্বারা করা অনেকটাই মুশকিল। এই ছোট ঘটনাই অনেক কিছুর প্রমাণ দেয়। প্রকৃতি যে সবসময়ই মানুষের পক্ষে, তার সাক্ষ্য দেয়। আজকাল মানুষ ও প্রাণী সবাই চটচটে ধরনের খাবার খায়, তা শুধুমাত্র দাঁতের জন্যই নয় বরং স্বাস্থ্যের জন্যও ক্ষতিকর।

ফ্লোরাইড প্রথমে যুক্তরাষ্ট্রের পৌরসভার জল সরবরাহের জন্য ব্যবহৃত হয় ১৯৪৫ সালে। আমেরিকান সরকারি বিজ্ঞানীরা রাজ্যের জনগণকে বোঝান যে, ফ্লোরাইড দিয়ে জল চিকিৎসা করা দাঁত অ্যানামেলকে শক্তিশালী করে তুলবে। তাদের বিশ্বাস করাতে চেষ্টা করেন যে, এটি ৬৫% পর্যন্ত ক্যাভিটি প্রতিরোধে সহায়তা করে।

কিন্তু তারপর থেকে হাজার হাজার গভীর সমীক্ষায় সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, ফ্লোরাইড কোনোভাবেই ক্যাভিটি প্রতিরোধ করতে বা দাঁত রক্ষা করতে সক্ষম না। আসলে, ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন পুরোপুরি বলেছে যে—ফ্লোরাইড ব্যবহারকারী ও অব্যবহারকারীদের মধ্যে কোনো পার্থক্যই নেই। বরং যে কয়েকটি দেশে ফ্লোরাইড ব্যবহৃত হয়, সেখানেই দাঁত ক্ষয়ে যাওয়ার ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটে।

Scanned with CamScanner

পানীয় জলে ফ্লোরাইডের সংযোজন শুধুমাত্র অকার্যকরি একটি পন্থাই নয়, বরং শরীরের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনকও বটে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে এটি ডেন্টাল ফ্লুরোসিসের কারণ হতে পারে। বর্তমানে ফ্লোরাইড আমরেরিকার প্রায় ৩২% শিশুকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করছে। স্থায়ীভাবে এটি দাঁতে হলুদ দাগ ও অল্প বয়সে দাঁত হারানোর কারণ হয়ে ওঠছে। অতিরিক্ত গবেষণায় আরও দেখা যায়, হাড় ও জয়েন্টগুলোতে ফ্লোরাইড জমে কঙ্কালেরও ফ্লুরোসিস রোগের সৃষ্টি করে ফেলছে এটি। যা একটি স্থায়ী ও অবিশ্বাস্যরকম বেদনাদায়ক অবস্থা। এতে বাত, হাড়ের রোগ ও হাড়ের ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যাচ্ছে কয়েকগুণ।

ফ্লোরাইডও মস্তিস্ককে প্রভাবিত করে, বিশেষত শিশুদের প্রথমদিকের বিকাশের বছরগুলোতে। এতে ফ্লোরাইডের সংস্পর্শে শিশুরা আজীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারা মানসিকভাবে পঙ্গু হয়ে পড়ে। ইলুমিনাতির এজেন্ডা-২১ নিশ্চিত করে যে, ফ্লোরাইড জলের সাথে মিশ্রিত ও যুক্ত করে জনগণের মানসিক সক্ষমতা বাধাগ্রস্ত করতে হবে। তাদের প্রত্যেককে একটি করে ফ্লোরাইড জম্বিতে রূপান্তরিত করতে হবে।

প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট ফ্লোরাইডকে খনিজ ক্যালসিয়াম ফ্লোরাইড বলে ডাকা হয়। প্রকৃতিতে একে খুব কম পরিমাণে পাওয়া যায়। শিলা, মাটি ও পানিতে এটা মিশ্রিত থাকে। অন্যদিকে ডেন্টিস্টের অফিসে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ফ্লোরাইড ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। এগুলো USDA অনুমোদিত হলেও অত্যন্ত বিষাক্ত। প্রকৃতিতে একে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। ডেন্টাল পণ্য ও পানীয়র মধ্যে পাওয়া ফ্লোরাইড তাই অত্যন্ত বিপজ্জনক একটি পদার্থ।

তাছাড়া ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম, রাসায়নিক সার, শিল্পে উৎপাদিত বর্জ্য ও পারমাণবিক অস্ত্র—সবকিছুতেই ফ্লোরাইড পাওয়া যায়। এগুলো ছাড়াও অ্যালুমিনিয়াম, সীসা ও আর্সেনিক দ্বারা পরিবেশ দূষিত হয়। আসলে মার্কিন সরকার নিজস্ব বিষাক্ততার স্কেলে ফ্লোরাইডকে আর্সেনিকের চেয়ে সামান্য কম মারাত্মক হিসেবে তালিকাবদ্ধ করেছে, যা বিস্মিত হওয়ার মতো একটি ব্যাপার।

আপনাকে ফ্লোরাইডের বিষাক্ত প্রকৃতির ধারণা নিতে পুরানো আবর্জনার সাইটে যেতে হবে, যেখানে এসে ভারী শিল্প বর্জ্য এসে মিশ্রিত হয়েছে। যাই হোক, আমেরিকায় ফ্লোরাইডের সিংহভাগটা আমদানি করা হয় চীন থেকে। আমরা সকলেই জানি—চীন এমন এক দেশ, যা শিল্পের উন্নয়নের জন্য

Scanned with CamScanner

পরিবেশকে খুব কমই গুরুত্ব দেয়। ফ্লোরাইডেশনের ব্রেন ওয়াশড প্রবক্তারা অবিশ্বাস্যরকমভাবে ইলুমিনাতিদের ভাঙা রেকর্ড চালিয়ে যায়। যেমন : "ফ্লোরাইড হলো একটি নিরীহ খনিজ, যা প্রাকৃতিকভাবে পানি, মাটি ও খাদ্যে পাওয়া।" ইত্যাদি আরও ব্লা, ব্লা, ব্লা। কিন্তু অনস্বীকার্য সত্যটি হলো এই সকল লোক সাধারণ জনগণের চেয়ে আরও বেশি ব্রেইন ওয়াশড। কারণ, তারা 'উচ্চশিক্ষাব্যবস্থা' প্রাপ্ত হলেও ইলুমিনাতির এজেন্ডা পূরণের জন্য নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে।

অনেকটাই কৌতূহলের সাথে লক্ষ্য করা যায় যে, ফ্লোরাইডযুক্ত ওষুধ কিনতে প্রেসক্রিপশনের প্রয়োজন হয়। ADA ও FDA-কর্তৃক অনুমোদিত টুথপেস্ট ও মাউথওয়াশে এটি ব্যবহার না করার পরামর্শ দেওয়া হয়। আপনি যদি তা দেখতে পান, তাহলে 'Poison Control Centre'-এ কল করতে পারেন। তবু এই ড্রাগ অবাধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও অন্যান্য অনেক দেশের পৌর পানিব্যবস্থাপনায় ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত হয়। কীভাবে হয়, সেটাই অনেক বড় বিস্ময়।

পানীয় পানিতে সর্বপ্রথম ফ্লোরাইডেশেনের ব্যবহার শুরু হয় ১৯৩৮ সালে, তখন আমেরিকার সর্ববৃহৎ অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি ACOLA ও সর্ববৃহৎ রাসায়নিক কোম্পানি DOW একত্রিত হয়ে এই প্রকল্পের কাজ হাতে নেয় নাজিদের জার্মানিতে। নাজিরা এর প্রচলন শুরু করে জনগণকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে। তারপর আমেরিকানরা এর ব্যবহার শুরু করে বিষ দিয়ে গাছপালা, শস্য, জীব—এমনকি মানুষকেও মেরে ফেলতে। জনসাধারণ শীঘ্রই প্রশ্নের উত্তর নিতে তাদের দোরগোড়ায় আঘাত করবে। অবশ্য তারা তখন পরিবেশের বিষাক্ততার ওপর দোষ দিয়ে পার হয়ে যেতে চাইবে। তাই পরিকল্পনামতো ইতোমধ্যেই শিল্প বা অন্য আরও অনেক কিছুকে বিষাক্ত করে তোলা হচ্ছে। ফলে তাদের ষড়যন্ত্র আলাদা করে খুঁজে পাওয়াও কঠিন হয়ে ওঠবে। এটা কেবল তাদের অলাভজনক বাইপ্রোডাক্টগুলোর বর্জ্য থেকেই মুক্তি পেতে সহায়তা করবে না, জনসাধারণের দৃষ্টি অন্য দিকে আকর্ষণ করাতেও পারবে। আর পেছনের অন্ধকার কোণে বসে চালিয়ে যাবে তাদের টাকার হিসাব। এর আগেও ষড়যন্ত্রকারীরা এরকম কাজ অনেকবার করে এসেছে।

প্রথমদিকে আমেরিকান ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশন (ADA) জনগণকে সর্তক করার চেষ্টা করে, তারা বলে—"ভালো কিছুর জন্য সমান্য ক্ষতি (ফ্লোরাইডেশন) মেনে নিতেই হয়।" এই সামান্য ঘটনাটি ইলুমিনাতিদের মন নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা প্রমাণ করে। ইলুমিনাতিদের জনসংযোগ কৌশলবিদ সিগমন্ড ফ্রয়েডের ভাগ্নে 'বার্নেস' কাজ করতেন জনসাধারণকে কোনো কিছু বিশ্বাস করানো নিয়ে। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে, তিনি কীভাবে ফ্রয়েডিয়ান তত্ত্ব ব্যবহার করে জনগণকে 'অর্ধসত্য' কিছুর ওপর বিশ্বাস করাতেন। বার্নেস ফ্লোরাইডের প্রতারণা সম্পর্কে গভীরভাবে জানতেন এবং তিনি নিজেও তা করেছেন।

"ফ্লোরাইডেশন এই শতাব্দীর সবচেয়ে বড় বৈজ্ঞানিক জালিয়াতির অন্যতম, যদিও তা সর্বকালের জন্য নয়।" ১৯৯২ সালে পিএইচডি ও প্রাক্তন ইপিএ বিজ্ঞানী রবার্ট কার্টন এ কথাটি বলেছিলেন।

আসলে ফ্লোরাইডেশনকে ছদ্মবেশ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ইলুমিনাতিরা পানি ও পৃথিবী দূষিত করার ছদ্মবেশ হিসেবে এটা ব্যবহার করে। আজ জাগ্রত সচেতন সমাজ পুরোপুরিভাবে জানে যে, ফ্লোরাইড পাইনাল গ্রন্থির ক্ষতি করে। প্রাচীন মানুষ একরকম সহজাতভাবেই বিশ্বাস করত যে—এই অংশটির একটি রহস্যময় শক্তি আছে, প্রায়শই একে তৃতীয় চক্ষু (ইলুমিনাতিদের 'All Seeing Eye') হিসেবে ভাবা হতো। পাইনাল গ্রন্থিকে দীর্ঘকাল শারীরিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রবেশদ্বার বিবেচনা করা হতো।

তবে এখন আমরা জানি যে, পাইনাল গ্রন্থিটি মেলাটোনিন হরমোনসহ বেশ কিছু নির্দিষ্ট হরমোন তৈরি করে, যা মামুষের সার্কেডিয়ান চক্রকে চালিত করে। মেলাটোনিন আমাদের ঘুম ও জাগ্রত অবস্থার নিদর্শনগুলো নিয়ন্ত্রণ করে, যা আমাদের মস্তিস্ক ও দেহ স্বাস্থ্যকর ও শক্তিযুক্ত করে রাখে। এ ছাড়াও মেলাটোনিন মহিলাদের উর্বরতা চক্র নিয়ন্ত্রণ করে বলে মনে করা হয়। এটি আমাদের হৃদপিণ্ড কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজ ও ক্যান্সার থেকে রক্ষা করে। ফ্লোরাইড এই পিনিয়াল গ্রন্থি ও এর মধ্যে ক্যালিসিফিক প্লাকটি ক্যালক্লিফাই করে ডিমেনশিয়াসহ আলজেইমার রোগ তৈরি করে বলে জানা যায়। অর্থাৎ, পিনিয়াল গ্রন্থির ক্ষতি মানে বিরাট ক্ষতি। বিভ্রান্তি, হতাশা, উদ্বেগ, অন্যান্য মানসিক ও স্নায়বিক রোগ এর ফলে হতে পারে।

Scanned with CamScanner

মানুষের দেহের প্রায় ৭৫% পানি। মানুষের মস্তিষ্কের ৮৫%-ই পানি। ফ্লোরাইড সহজেই শরীরের পানির দ্বারা শোষিত হয়, তারপর সেই পানির সাথে মিশে এর কাজ শুরু হয়, যার অধিকাংশই শরীরের ক্ষতি করার জন্যই। আমি শুধু একটি মাত্র রাসায়নিক উপাদান দিয়ে শরীরের কীভাবে ক্ষতি হয় তারই উদাহরণ দিতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু এরকম বহু জানা-অজানা রাসায়িক উপাদানের দ্বারা আমরা প্রতিনিয়ত আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছি। অনেক সময় আমরা বুঝে বা না বুঝেই এই ক্ষতিকর উপাদানগুলো দেহে ঢুকাচ্ছি।

ইলুমিনাতির এজেন্ডা-২১-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এর অমৃতময় জীবন বিষাক্ত করে তোলা; শরীরের সাথে মানসিক সংযোগ নষ্ট করে দেওয়া। আর সেটা অনেক সহজ হয়ে যায়, যদি পানি নামক অমৃতকে বিষাক্ত করে তোলা যায়। আর তারা সেই পথেই এগোচ্ছে।

Scanned with CamScanner

অধ্যায় : তেরো

মেডিক্যাল ডেথ ইন্ডাস্ট্রি

যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর সমৃদ্ধশালী দেশগুলোর একটি। অনেকে বিশ্বাস করে যে, তাদের কাছে বিশ্বের সেরা চিকিৎসা সেবা রয়েছে, তবে তা শুধুমাত্র তাদের জন্যই, যাদের সামর্থ্য রয়েছে। তবু যখন প্রায় একই রকম অন্যান্য সমৃদ্ধশালী ও 'উন্নত' জাতির সাথে তুলনা করা হয়, তখন দেখা যায়—আমেরিকায় শিশু মৃত্যুর হার অনেক বেশি, প্রাপ্তবয়স্ক ও শিশুদের মধ্যে স্থূলতার হার ব্যাপক, তরুণ প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে মানসিক অসুস্থতা ও দুরারোগ্য অসুখ যেন আকাশ ছুঁয়েছে। আলজেইমার ও অন্যান্য স্মৃতিভ্রংশের সমস্যা ভীতিকরভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, আর তা কেবল বয়স্কদের মধ্যেই নয়, তরুণদের মধ্যেও।

শিশু ও অল্পবয়স্কদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী ও দুরারোগ্য রোগের বৃদ্ধি অনেক স্বাস্থ্যসেবাদাতাদের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে। টাইপ-২ ডায়াবেটিস, ক্যান্সার, অ্যালার্জি, গুরুতর হাঁপানি ও অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডারের মতো অসুখগুলো বর্তমানে বৃদ্ধি পাচ্ছে অনেক বেশি হারে।

অনেক লোক হতবাক হয়, যখন দেখে—২০১৬ সাল থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মানুষের জীবিকার মান কমতে শুরু করেছে। বর্তমানে পরিচিত এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া অনেক কঠিন হয়ে যাচ্ছে, যে কমপক্ষে একটি ওষুধও সেবন করছে না। জনগণের একটি বড় অংশের মধ্যে দেখা যাচ্ছে উদ্বেগ, ঘুমের ব্যাধি, হতাশা ইত্যাদি। অনেককে তো আবার নিয়মিতভাবে ব্যথার প্রেসক্রিপশন নিতে হচ্ছে। তাছাড়া ধীরে ধীরে আফিম, হেরোইন ও অ্যালকোহল আসক্তি ব্যাপক হয়ে উঠেছে।

আফগান আফিমের একচেটিয়া রাজত্ব

আমেরিকাতে প্রচলিত কিছু দীর্ঘস্থায়ী রোগের কারণ অত্যন্ত সুস্পষ্ট, কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে—কয়েকটি নির্দিষ্ট কারণেই এসমস্ত রোগ হচ্ছে। পাশ্চাত্যরা সাধারণত 'পূর্বে তৈরি', বোতলজাত ও প্রক্রিয়াজাত খাবার খায়, যেগুলো সাধারণত কম পুষ্টিসম্পন্ন, উচ্চ ক্যালোরিযুক্ত, কর্ন সিরাপ, পরিপোষক পদার্থযুক্ত, অস্বাস্থ্যকর ও ফ্যাটযুক্ত। তাছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খাবারের সাথে অনুচ্চার্য বস্তুর

Scanned with CamScanner

সংযোজন, ফিলার্স ও প্রিজারভেটিভস যুক্ত করার জন্য বিখ্যাত। সেই সাথে তারা GMO খাদ্য ও সম্ভবত বিষাক্ত সোডা ও এনার্জি ড্রিংকসেরও বৃহত্তম গ্রাহক।

যখন খাবারের কথা আসে, তখন অনেক আমেরিকান—বিশেষত দরিদ্র ও শ্রমজীবী শ্রেণির মানুষ—শুধু যে কম তাজা খাবার পছন্দ করে তাই নয়, বরং স্বাস্থ্যকর নয় এমন অনেক সুবিধাজনক খাবারই গ্রহণ করে। তারা ডায়েটকে অগ্রাধিকার খুব কমই দেয়। একইভাবে প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে তাজা বায়ু, সরাসরি দীর্ঘায়িত উজ্জ্বল রোদ ও বাস্তব শারীরিক অনুশীলনকেও গুরুত্বহীন ভাবে তারা।

আমরা ইতোমধ্যেই রসায়নের বিষাক্ততা সম্পর্কে কথা বলেছি, যা সাধারণ জনগণ প্রতিদিন বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্নভাবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। জল প্রাণশক্তিপূর্ণ ও স্বাস্থ্য দানকারী বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্পর্কিত, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেশিরভাগ ট্যাপগুলোতে জলের ভয়াবহ রকমের দূষণ রয়েছে। এই অবস্থা অধিকাংশ দেশেরই। এই দূষিত পানি কোনোরকমের শক্তি ও উপকার দিতে অক্ষম। তাছাড়া রোগ সৃষ্টিকারী ভারী ধাতু, শিল্প, রাসায়নিক, ফ্লোরাইড, কেমোথেরাপি, হরমোন ও অ্যান্টিবায়োটিক জাতীয় ফার্মাসিউটিক্যাল ওষুধের কথা বলেছি—এগুলোর প্রতিটিই সাধারণত জলের পরিস্রাবণের মাধ্যমে অপসারণ করা অত্যন্ত কঠিন।

আমেরিকানরা অন্যান্য দেশের মানুষের তুলনায় দীর্ঘ সময় কাজ করে। এই অভ্যাসটা ঘুমের হ্রাস ঘটায় ও অ্যাড্রিনাল গ্রন্থিতে চাপ সৃষ্টি করে। চাপের মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে শেষ পর্যন্ত আমাদের রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থা কমে যায় বা অনেকসময় তা বন্ধই হয়ে যায়।

একটি সাইটোকিন বিপর্যয় তখনই হয়, যখন শরীর প্রতিরোধক কোষগুলোকে অতিরিক্ত পরিমাণে উৎপাদন করে। সক্রিয়করণ পদার্থগুলো সাইটোকিন হিসেবে পরিচিত। এই রাসায়নিক পদার্থগুলো বার্তাবাহক হিসেবে কাজ করে এবং ইমিউন সিস্টেমের কাজে সংকেত পাঠায়। কখনো এটি প্রদাহ বা উদ্দীপনা হ্রাসের ইঙ্গিত দেয়, কিন্তু কখনো আবার এটির ঠিক বিপরীত কাজ হয়।

আমেরিকান বিশাল সংখ্যক লোকের বর্তমান জীবনযাত্রার অবস্থা অধঃপতনের দিকে। এ ছাড়া শ্রমজীবী, দরিদ্র হিসেবে চিহ্নিত অনেক আমেরিকান

Scanned with CamScanner

ক্রমবর্ধমান ঋণ নিয়ে তা শোধ করার জন্য আপ্রাণ লড়াই করে চলে। মূল্যস্ফীতির জন্য সমন্বিত সিস্টেমে অন্যান্য ধনী দেশগুলোর তুলনায় কম বেতন পায় এবং অল্প পরিমাণে সঞ্চয় করতে পারে। বেশিরভাগ আমেরিকানের জন্য অর্থ আগে যেভাবে ব্যবহৃত হতো, এখন সেভাবে সম্ভব হয় না। তাদের সবকিছুর জন্যই অনেক বেশি ব্যয় করতে হয়।

কারণ, অনেক আমেরিকানের আর্থিক অবস্থা বেশ তলানিতে, ফলে ছুটি কাটানো ও ভ্রমণ করার জন্য খুব কম সময় তারা ব্যয় করতে পারে; বিশেষত আন্তর্জাতিকভাবে। এই ছোট কারণটি আসলে প্রায়শই আমাদের অন্যান্য সংস্কৃতির স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রার প্রতি আগ্রহের প্রকাশ কমিয়ে দেয়। অন্যান্য উন্নত দেশে অনেক বেশি সময় অবকাশ থাকে এবং পরিবারের সাথে কাটানোর জন্য ব্যক্তিগত সময় থাকে। তারা ভালো পাবলিক পরিবহন ব্যবহার করতে পারে এবং বাজারের টাটকা খাবার খেতে পারে, যা বর্তমান অনেক আমেরিকানের জন্য স্বপ্নই বলা যায়।

পশ্চিমাসহ বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ এখন খুব বেশি টিভি দেখে। ফোন, কম্পিউটার ও ভিডিও গেমস-এ অনেক বেশি সময় ব্যয় করে এবং আগের চেয়ে বই, সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিন কম পড়ে। তারা 'প্রযুক্তিগত বিপ্লব' হিসেবে নজরদারি ও 'মাইন্ড কন্ট্রোলিং নেটওয়ার্ক'-এর উজ্জ্বল আলিঙ্গনের প্রতারণায় আবদ্ধ হয়ে গেছে। আমি আপনি সবাই এর অন্তর্ভুক্ত।

এজেন্ডা-২১-এ 'সবকিছুর জন্য ইন্টারনেট'-এর আওতায় আগামী কয়েক বছরের মধ্যে সবাইকে প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাসকারী ও মস্তিষ্কের জন্য ক্ষতিকারক প্রভাবসম্পন্ন 5G ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক বিকিরণের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে, যা বিলিয়ন বিলিয়ন ওয়্যারলেস ডিভাইস, তথাকথিত 'স্মার্ট' ডিভাইস ও যেগুলো উচ্চ শক্তি, উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সিসম্পন্ন, ভূমিতে থাকা 'ছোট সেল'-এর সাথে সংযুক্ত থাকবে। এগুলো সম্মিলিতভাবে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সির বিকিরণকারক ঘটাবে, যা প্রতি একশ গজ কিংবা আরও অল্প দূরত্বে অবস্থিত সবার ক্ষতির কারণ হবে।

এই প্রযুক্তি আমাদের আরও বেশি অলস জীবনযাত্রায় নিয়ে যাবে, যা সাধারণভাবেই আমাদের বাড়ির অভ্যন্তর ও প্রাকৃতিক সূর্যালোক থেকে দূরে রাখবে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অধিকাংশ সময়ই প্রকৃতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে।

Scanned with CamScanner

বেশিরভাগ মানুষ তাদের জেগে থাকার অধিকাংশ সময় ফ্লুরোসেন্ট টিউব, এলইডি লাইট বাল্ব ও বৈদ্যুতিক পর্দা থেকে নির্গত পাইনাল গ্রন্থি নাশকারী আলোতে পুরোপুরি ব্যয় করে। আমরা জানি যে, এই কৃত্রিম আলোর উৎসগুলোর একটিও জীবনের সাথে সমন্বয় বিধান করে না। এই আলোতে কোনো উদ্ভিদ জন্মাতে পারে না, তাহলে কীভাবে এর মধ্যে আপনি বেঁচে থাকার আশা করেন? এবং আশা করেন যে, এর মধ্যে থেকেই একটি স্বাস্থ্যকর জীবন পাবেন?

সূর্য ৫২৮ হার্টজ ফ্রিকোয়েন্সির শব্দ ও ৫২৮ ন্যানোমিটারের পরিমাপযোগ্য আলো নির্গত করে, যা উদ্ভিদে থাকা ক্লোরোফিল ও মানুষের মস্তিষ্ক থেকে নির্গত ফ্রিকোয়েন্সির সমান। এটি কোনো কাকতালীয় ঘটনা নয়—এটি স্রষ্টার সৃষ্টি।

জীবন বিস্তৃত বর্ণালীর বর্ণ ও সূর্য দ্বারা নির্গত শব্দের অনুরণনে সৃষ্টি হয়েছিল, যে কারণে প্রাচীন সংস্কৃতিতে প্রায়শই এর পূজা করা হতো এবং একে একটি জীবন্ত সত্তা হিসেবে শ্রদ্ধা করা হতো। যখন আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণ আসল সূর্যের আলো পাই না, তখন আমরা নিজেরা আর ভিটামিন ডি তৈরি করতে পারি না। ফলে আমাদের সার্কাডিয়ান ছন্দ ভেঙে যায়, ঘুমানো বা ঘুম থেকে ওঠার চক্র এলোমেলো হয়ে যায়, হরমোন, উর্বরতা ও সামগ্রিক রোগ প্রতিরোধব্যবস্থা কমে যায়—যেগুলো সবই আমাদের মস্তিষ্কের পাইনাল গ্রন্থি দ্বারা চালিত হয়। একত্রিত হয়ে এই কারণগুলো আমাদের দেহের ক্ষমতাকে ব্যাপকভাবে হ্রাস করে দেয়, আমাদের মাঝে অলসতা বৃদ্ধি পায়, দীর্ঘস্থায়ীভাবে অসুস্থতা ও মানসিক বিরক্তি দেখা দেয়।

পাইকারী হারে মৃত্যুর ব্যবসাকারীরা কৃত্রিম আলোর এই প্রভাবগুলো সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত, তাই তারা তাপোজ্জ্বল বাল্ব নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা লালচে-কমলা রঙের আলোর বিপরীতে নীল-সাদা আলোর প্রচলন শুরু করে দেয়। এই নীল-সাদা আলো মানুষকে কম ঘুমপ্রবণ ও বেশি কর্মমুখর করে তোলে।

এই সমস্ত পরিবর্তনযোগ্য কারণগুলো কিন্তু যেকোনো স্বাস্থ্যকর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন দৈহিক সিস্টেমকে একটি নিম্নগামী দুর্বল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন সিস্টেমে পরিণত করার জন্য যথেষ্ঠ, যা সরাসরি শরীর ও মনকে অক্ষম করে তুলবে, ধীরে ধীরে শরীরে দেখা দেবে শক্তিহীনতা, অসুস্থতা ও মৃত্যু। আর সবচেয়ে নিকৃষ্টতম অংশটি হলো—যারা এই পণ্য এজেন্ডাগুলোর

Scanned with CamScanner

সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়, তারা এসব কিছু বেশ ভালোভাবেই জানেন। তবু তারা এ সম্পর্কে কিছুই বলেন না। কারণ, এগুলো শুধুমাত্র তাদের সম্পদশালী এবং শক্তিশালীই করে তোলে না, শেষ পর্যন্ত মানুষকে দীর্ঘস্থায়ীভাবে অসুস্থও করে তোলে। দিনশেষে ইলুমিনাতির দীর্ঘকালীন সুপ্রজননবিদ্যা ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্য পূরণে অংশ নেয়। ফলে তারা দিন দিন আরও মানুষের খারাপ করার দিকেই অগ্রসর হয়।

ঐতিহ্যবাহী অ্যালোপ্যাথিক স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে যারা কাজ করেন, তাদের অনেকেই উপলব্ধি করবেন না যে—আমলা, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ, সরকারী সংস্থা, কর্পোরেট ড্রাগ পুশার ও সবক্ষেত্রের ইলুমিনাতি মিথ্যাবাদীদের দ্বারা তারা আসলে কী পরিমাণ ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। ফ্লোরাইড কেলেঙ্কারির মতো ধোঁকা দেওয়ার অসংখ্য উপায় তাদের জানা আছে। এ কাজে তারা তাদের বিশ্বস্ত লোকদের এমনভাবে ব্যবহার করে এবং জনগণকে এমনভাবে ব্রেইনওয়াশড করে যে, তাদের যা শেখানো হয়, সেটাই তারা গভীরভাবে বিশ্বাস করে থাকে।

মেডিক্যাল শিল্পের অনেকে জানেই না যে, রোগের চিকিৎসার জন্য মূলধারার মেডিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি যা সমর্থন করে, তার চেয়ে আরও কার্যকর ও কম ক্ষতিকারক অনেক বিকল্প উপায় রয়েছে। তবে তাদের সবাইকে সমস্ত মেডিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি দরবার করে এমনভাবে কিনে নিয়েছে যে, শুনলে চমকে যেতে হয়। এটি বুঝতে কোনো রকেট সাইন্টিস্ট লাগে না যে, ইলুমিনাতি ডেথ ইন্ডাস্ট্রির মূলমন্ত্র হলো—"অসুস্থতা ব্যবসার অপর নাম আর এ কাজে ব্যবসা ভালোই চলছে...সত্যিই, সত্যিই ভালো।"

যখন সাধারণ মানুষদের ভুগতে হচ্ছে, ক্ষতিগ্রস্থ হতে হচ্ছে, তখন বড় বড় ফার্মগুলো অসুস্থদের নিরাময় করাকে কেন্দ্র করে অত্যন্ত নোংরাভাবে ধনী হওয়ার পথ বেছে নিচ্ছে। এর কিছু অংশ হাস্যকর কাজও করে যাচ্ছে। প্রথমে তারা সাধারণের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যের জেনেরিক ওষুধের আমদানি ঘটায়, যা মূল ঔষধের চেয়ে অনেক সময়ই মারাত্মক হয়ে উঠে। অসুস্থতা ও সংক্রমণ কেন্দ্র করে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ভীতিকর বিজ্ঞাপন প্রচার করে। তারপর সেই অর্থ তোলে ভোক্তাদের ওপর। সরাসরি ভোক্তাদের লক্ষ্য করে ঔষধ নির্মাণ করে, যা অধিকাংশ অন্যান্য উন্নত দেশগুলোতে অনুমোদিত নয়। অনেক সময় তারা

Scanned with CamScanner

ইচ্ছাকৃতভাবে রোগের জীবাণু পরিবেশেও ছড়িয়ে দেয়। পুরো মেডিক্যাল ডেথ ইন্ডাস্ট্রিকে একটি ভয়ংকর হরর উপন্যাস বললেও হয়তো কম বলা হবে।

অবিশ্বাস্যভাবে ব্যয়বহুল স্বাস্থ্যসেবা কেবলমাত্র সম্পদশালী দম্পতিদের জন্যই গ্রহণসাধ্য। যারা এটি বহন করতে পারে না বা বীমা সরবরাহকারী থেকে স্বল্প ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত হয় (বা সম্পূর্ণ অস্বীকৃত হয়), তারা আজীবন দারিদ্র্যের দিকেই চালিত হয়। যাই হোক, বর্তমানে মেডিক্যাল মাফিয়াদের 'স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা' ধীরে ধীরে সুসংহত হচ্ছে। বর্তমানে অল্প সংখ্যক 'মেগা কেয়ার প্রোভাইডার'রা উচ্চ শ্রেণির মানুষদের চিকিৎসা সেবা পরিবেশন করছে।

২০১৮ সালে ক্যান্সার ও আলজেইমার-এ আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা মহামারী স্তরে পৌঁছে যায়। পরিচিত ও সদ্য আবিষ্কৃত ভাইরাসবাহিত রোগগুলোর সংখ্যা—যা টিক্স ও মশা দ্বারা সৃষ্ট—তারা প্রাকৃতিক সীমার বাইরে চলে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়। এ ছাড়াও সাধারণ জনগণের মাঝে অপেক্ষাকৃত নতুন অটোইমিউন রোগগুলোর উত্থানের এক বিরক্তিকর প্রবণতাও দেখা যায়, যার কোনো চিকিৎসা জানা নেই। তবু আমাদের সময়ের সবচেয়ে বিরক্তিকর ও বিধ্বংসী মেডিক্যাল রহস্য অটিজমকে বিশালভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে। শৈশবের টিকা দেওয়া বৃদ্ধি হওয়ার কারণে এটি সম্ভব হয়েছে বলে মনে করা হয়।

এই বিতর্কিত বিষয়গুলো যখন সাবধানতার সাথে যাচাই করা হয়, তখন প্রতীয়মান হয় যে—অন্তত আধুনিক ওষুধশিল্পের জালিয়াতি স্পষ্টভাবে অপরাধমূলক জালিয়াতির ইতিহাসের অন্যতম বৃহত্তম মামলা হবে। একে যদি এখনই বন্ধ করা না হয়, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের হয়তো আরও খারাপ দিন দেখতে হবে।

টিকাদানের গল্পটি ১৭৯৬ সালে যথেষ্ট সরলভাবে শুরু হয়েছিল অ্যাডওয়ার্ড জেনারের গুটিবসন্ত টিকার সাথে সাথে। তার উননব্বই বছর পর লুই পাস্তুর তৈরি করেছিলেন জলাতঙ্ক টিকা। সেই সময়ে তুলনামূলকভাবে খুব কম লোকই এই টিকা পেয়েছিল এবং যখন তারা এটি নিয়েছে, সেটি ছিল নিজেদের পছন্দসই, জোর করে নয়। ১৯৫০ সাল পর্যন্ত তেমন পরিস্থিতি ছিল না, কিন্তু তারপর থেকে যখন বিভিন্ন রোগ—যেমন : পোলিও, হাম, মাম্পস ও রুবেলা ঘটনাস্থলে আসে, তখন পিতামাতারা একপ্রকার বাধ্য হয়েছিল তাদের স্কুলবয়সী বাচ্চাদের টিকা দিতে। সে সময় তাদের দেওয়া হয়েছিল মোট পাঁচটি করে

Scanned with CamScanner

টিকা। এরপর ১৯৬০-এর দশকের শেষদিকে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় আটটিতে। এখন বাচ্চাদের জন্মের সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে হেপাটাইটিস বি-এর বিরুদ্ধে টিকা দেওয়া হয়, এমনকি যদিও এটিতে তাদের জন্য কোনো তাৎক্ষণিক ঝুঁকি নেই। যাই হোক, বর্তমানে দুই ও চার মাসে বাচ্চাদের আটটি করে বিভিন্ন টিকা দেওয়া হয়।

যদি বাবা-মায়েরা সিডিসি-এর টিকার সময়সূচি অনুসরণ করেন, তাহলে দেখা যায়—কোনো ছয় বছর বয়সের বাচ্চা চৌদ্দটি বিভিন্ন ভ্যাকসিনের মোট ৪৯টি ডোজ গ্রহণ করে। আঠারো বছর বয়স হতে হতে (তবে প্রায়শই নয় বছর বয়সেই) সন্তানদের দেওয়া হয় ষোলটি ভ্যাকসিনের মোট ঊনসত্তরটি ডোজ। এটি হাস্যকর একটি পরিমাণ।

আজকাল ১৯ থেকে ৬৫ বছর বয়সের লোকদেরও বার্ষিকভাবে ইনফ্লুয়েঞ্জার জন্য টিকা ও টিডিএপি (টিটেনাস, ডিপথেরিয়া, পের্টুসিস), শিংলস (জোস্টার), নিউমোকোকাল, মেনিঙ্গোকোকাল, এমএমআর (রুবেলা), এইচপিভি (হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস), চিকেনপক্স (ভ্যারিসেলা), হেপাটাইটিস এ ও বি এবং এইচআইবি (হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা)-এর জন্য একাধিক ডোজ পাওয়া উচিত বলে সিডিসি জানিয়েছে।

ভ্যাকসিনেশন চিয়ারলিডাররা নতুন নতুন শটগুলো নিয়ে গর্ব করে পাইপলাইনে বলে যে—"উদ্ভাবনী কলাকৌশল এখন ভ্যাকসিন গবেষণাকে রিকম্বিন্যান্ট ডিএনএ প্রযুক্তি ও তা বিতরণের কৌশল বর্তমানে বিজ্ঞানীদের নতুন দিকে নিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে রোগের লক্ষ্য প্রসারিত হচ্ছে এবং অসংক্রামক অবস্থাতেই কিছু রোগের ভ্যাকসিন গবেষণাতে মনোযোগ দেওয়া শুরু হচ্ছে। যেমন : মাদকাসক্তি ও অ্যালার্জি।"

আজকাল সরকার ও চিকিৎসা সংস্থা ভ্যাকসিন ব্যবহারের পক্ষে মতামত দেয়, কিন্তু সবাই তাদের কার্যকারিতা বা সুরক্ষার জন্য, মেডিক্যাল ডেথ মেশিনের সিদ্ধান্ত বিশ্বাস করে না। অনেক বাবা-মা ও চিকিৎসক তাদের বাচ্চাদের মধ্যে জীবন পরিবর্তনকারী প্রভাব দেখেন, যা ভ্যাকসিনের কারণে বাচ্চাদের মধ্যে হয়েছিল। প্রতিটি ভ্যাকসিনের মধ্যে দূষিত বিষাক্ত উপাদান ছিল। যেমন : পারদ, সীসা, আয়রণ, নিকেল, অ্যালুমিনিয়াম, আর্সেনিক ও ক্রোমিয়াম ইত্যাদি। তাছাড়া

Scanned with CamScanner

উল্লেখ না করলেই নয় যে, ভাইরাসগুলোকে নিজেদেরই বা নিষ্ক্রিয় টক্সয়েড ও জৈব সিন্থেটিক ব্যাক্টেরিয়ার মাধ্যমে তৈরি করা হয়।

১৯৬০-এর দশকে ক্যালিফোর্নিয়া বার্কলেতে মার্ক দ্বারা উৎপাদিত একটি পোলিও টিকা দুইশজন শিশুকে দেওয়া হয়, যার ফলে বেশ কয়েকজন শিশু সেখানে তৎক্ষণাত মারা যায়। অনেক শিশু সারা জীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে পড়ে। গবেষকরা যখন ভ্যাকসিনের সুরক্ষার দিকে তাকাতে শুরু করেন, তখন তারা দেখতে পান যে—বিগত দশ বছরে যারা ভ্যাকসিন গ্রহণ করেছিল, তাদের একাধিক শিশুর ক্যান্সার দেখা গিয়েছে। মৃত্যু, প্যারালাইজেশন ও ক্যান্সার— এগুলোর সবই পোলিও ভ্যাকসিনের স্ট্রেইন সিমিয়ান ভাইরাস ৪০ (এসভি ৪০)-এর কারণে হয়েছিল।

তারা খুঁজে বের করে যে, সমস্ত মৃত্যু ও অসুস্থতার জন্য যে ভাইরাস দায়ী, তা রিস্যাস বানরের কিডনিতে পাওয়া গেছে, যা ভ্যাকসিন তৈরিতে ব্যবহৃত হয়েছিল। ১৯৬২ সালে ডা. বার্নিস এডি, এসভি ৪০ ভ্যাকসিন থেকে প্রাপ্ত ফলাফল প্রকাশ করেছিলেন '*ফেডারেশন অব আমেরিকান সোসাইটিস ফর এক্সপেরিমেন্টাল বায়োলজি* নামের এক জার্নালে। তার অনুসন্ধানে জানা গেছে— "...অনকোজেনিক (ক্যান্সার সৃষ্টিকারী) ভাইরাসের একটি চিত্তাকর্ষক তালিকা— খরগোশের পেপিলোমা, পলিওমা, রুস সারকোমা, লিউকেমিয়া ভাইরাস..." এগুলোর সবই এসভি ৪০-এ পাওয়া গেছে। প্রতিবেদনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে— ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারীরা জানতেন যে, এই বানরগুলো এই জাতীয় ভাইরাস পোষণ করে, তবু তারা SV40 ভ্যাকসিন ব্যবহার করে গেছে অবিরতভাবে।

কয়েক বছর আগে আমার প্রবীণ ভাই প্যাট্রিকের গ্লিওব্লাস্টোমা ব্রেইন ক্যান্সার ধরা পড়েছিল। বিকল্প ক্যান্সার থেরাপির গবেষণা চলাকালীন আমরা এক অদ্ভুত তথ্য দেখে অবাক হয়েছিলাম। দেখা গেল—প্রাপ্তবয়স্কদের, বিশেষত পুরুষদের, যাদের শিশু হিসেবে ১৯৬০-এর দশকে এসভি 40 পোলিও টিকা দেওয়া হয়েছিল, তারা এখন উদ্বেগজনক হারে গ্লিওমা ক্যান্সারে আক্রান্ত।

মার্ক ১৯৬০ সালেই জানতেন যে, এসভি 40 ব্রেইন ক্যান্সারের সৃষ্টি করে। রোগ ধরা পড়ার মাত্র ১৮ মাস পর আমার ভাই মারা যান ৫৪ বছর বয়সে। তবু মার্ক-এর হত্যাকারী জারজগুলো মুক্তভাবে চলাফেরা করছে।

Scanned with CamScanner

১৯৮৭ সালে স্মিথ ক্লিন বিচাম একটি এমএমআর ভ্যাকসিন তৈরি করেন মূলত কানাডায় বাচ্চাদের দেওয়ার জন্য। ফলে তখনকার অনেকে শীঘ্রই মেনিনজাইটিসে আক্রান্ত হন। ভ্যাকসিনটি দ্রুত প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়, তবে একে ধ্বংস করার পরিবর্তে ব্রিটেনে প্রেরণ করা হয় এবং সেখানেও শিশুদের ওপর ব্যবহার করা হয়, শিশুদের ওপর এর মারাত্মক প্রভাবের কথা জানার পরও।

কিন্তু সেখান থেকেও ভ্যাকসিনটি প্রত্যাহার করে ব্রাজিল পাঠানো হয়। যেখানে এটি একটি বিশাল মেনিনজাইটিস প্রাদুর্ভাবের সৃষ্টি করে। স্মিথ ক্লিন বিচামেরও বিকারগ্রস্থ হত্যাকারীকে এর জন্য একদিনও কারাগারে কাটাতে হয়নি, বরং এতগুলো নিরীহ শিশুদের বিকলাঙ্গ ও হত্যা করে সে কয়েকশ কোটি টাকা পুরস্কারও লাভ করে।

অটিজম একসময় তুলনামূলকভাবে অস্পষ্ট একটি রোগ ছিল। গুটিকয়েক লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এটি, কিন্তু বর্তমানে এর প্রভাব বেশ ভালোভাবেই দেখা যায়। 'অটিজম' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করা হয় ১৯৪০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। সামাজিকভাবে প্রত্যাহার করা, সরিয়ে ফেলা লোকদের বর্ণনা দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল এটি। এই একই অবস্থার জন্য জার্মানিতে অ্যাসপারগার শব্দটি ব্যবহার করা হতো।

এর চিকিৎসার জন্য হাজার হাজার প্রাপ্তবয়স্কদের অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছিল। গুরুতর অটিজম রোগীকে ইলেক্ট্রনিক শক থেরাপি ও সম্পূর্ণ আইসলোশনের ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছিল। ১৯৫৮ সালে প্রতি পনেরো হাজার শিশুর মাত্র একজন অটিজম হিসেবে নির্ণয় হয়েছিল। সম্প্রতি ২০০২ সালে প্রতি দশ হাজারজনের মধ্যে একজনকে অটিজমের শিকার হিসেবে পাওয়া যায়, কিন্তু ২০১৪ সালে এসে সংখ্যাটির বিস্ফোরণ ঘটে। প্রতি আশি জনের মধ্যে একজন হয়ে যায় অটিজমের রোগী, যা ভাবনারও বাইরে! অতি সাম্প্রতিককালের সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রতি পঁয়তাল্লিশজন শিশুর একজনের এমনকিছু ফর্ম বা গঠন রয়েছে, যাকে অনায়াসে অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার সিনড্রোমের মধ্যে ফেলা যায়। এটা এমনি এমনি হয়েছে বলে আপনার মনে হয়?

যদি অটিস্টিক শিশু জন্মানোর এই বিস্ফোরক প্রবণতা এই গ্রেডিয়েন্ট বরাবর অব্যাহত থাকে, তাহলে ২০৫০ সালের মধ্যে প্রতি তিনজন শিশুর

Scanned with CamScanner

একজন অটিস্টিক হবে। এর অর্থ—পরবর্তী বত্রিশ বছরের মধ্যে পুরো জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ মানসিক অথবা শারীরিকভাবে অক্ষম থাকবে। সারা জীবনের জন্য তারা দুর্বল হয়ে থাকবে, তাদের আলাদা যত্নের প্রয়োজন পড়বে।

এই ভয়াবহ অবস্থা লুসিফেরিয়ান শক্তির পূজারি ভ্যাম্পায়ারগুলোকে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি করে। কারণ, তারা তো এটাই চায়। তারা মানুষের ব্যথা-যন্ত্রণা থেকে শক্তি পায়। এই অটিজম সংকট পরিবার ও সমগ্র জাতিকে আর্থিক ও আবেগীয়ভাবে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। অটিজমে আক্রান্ত মানুষ একটি সাধারণভাবেই দীর্ঘ জীবন বাঁচতে পারলেও তাদের চাহিদাগুলো হবে অসুস্থ শিশুর মতো।

যদি এই প্রবণতা শীঘ্রই বন্ধ করা না হয়, তবে অটিজম-এর সাথে বেঁচে থাকা মানুষের সংখ্যা সমান হয়ে যাবে। পৃথিবী পরিণত হয়ে যাবে ইলুমিনাতি এজেন্ডা-২১ প্রবর্তনের বিকৃত সুযোগ হিসেবে। জাতি ও বিশ্বের জন্য তখন গড়ে উঠবে একটি ইউজেনিক্স প্রোগ্রাম।

অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার (ASD) নামক নিউরোলজিক্যাল দুঃস্বপ্নকে চিহ্নিত করা হয় মানুষের এক বা একাধিক ব্যবহার দ্বারা, যার মধ্যে রয়েছে—সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার অভাব ও অন্যদের সাথে যোগাযোগের অভাব, সম্পর্ক তৈরি করতে অক্ষমতা, সংবেদনশীল বা সামাজিক প্রত্যাহার, দৈনিক রুটিনের পুনরাবৃত্তির চাহিদা ও শারীরিক অস্বাভাবিকতা—যেমন : দোলনা, ফড়ফড় করা, পাকানো, মাথা ঝাঁকানো, আবেগ ও কোনো ঘটনা সঠিকভাবে বুঝতে অক্ষমতা ইত্যাদি। তবে মূল প্রমাণ থেকে আমরা দেখতে পাই যে, অটিজম দুঃস্বপ্নের মূল কারণ হচ্ছে বাধ্যতামূলক শৈশবের টিকা। এটি এখন সমস্ত সিরিয়াস গবেষকের কাছে প্রতীয়মান যে, যখন খুব ছোট শিশুরা তাদের প্রথম এমএমআর (হাম, কুমড়ো ও রুবেলা) সংমিশ্রণের টিকা গ্রহণ করে ১২-১৫ মাস বয়সে, তখন থেকেই তাদের শরীরে ASD (অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার)-এর লক্ষণ দেখা দেয়। এটি হচ্ছে সেই সময়, যখন শিশুর মস্তিষ্ক অবিশ্বাস্যভাবে দুর্বল থাকে এবং দ্রুত বর্ধনশীল হয়। তারা যে অটিজমে আক্রান্ত হচ্ছে, তা তাদের প্রথম শব্দ ও প্রথম পদক্ষেপ থেকেই ধীরে ধীরে প্রমাণ পাওয়া যায়।

নির্ধারিত সময়ে তাদের এমএমআর পাওয়ার পর পিতামাতা বিভিন্ন লক্ষণ—যেমন : ফুসকুড়ি, জ্বর, খিঁচুনি, অস্বাভাবিক দীর্ঘ ও যন্ত্রণাকর কান্নাকাটি

Scanned with CamScanner

বা চিৎকার, মাথা ঘোরা, অঙ্গসঞ্চালক সমন্বয় হ্রাস (হাঁটাচলা, হামাগুড়ি দেওয়া), কথাবার্তা কমে যাওয়া (শব্দ, বিড়বিড় করা) ও সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া (হাসি, চোখের যোগাযোগ, খেলা) হারিয়ে ফেলা ইত্যাদি দেখতে পান। অনেক শিশুকে রিপোর্ট করা হয় তালিকাবিহীন ও প্রতিক্রিয়াবিহীন হিসেবে। তারা প্রায়ই বোতল ধরতে বা সোজা হয়ে বসতে অক্ষম হয় এবং অন্যান্য অনেক বিরক্তিকর বা গোলমেলে আচরণ প্রদর্শন করে, যেগুলো টিকা দেওয়ার পূর্বে তাদের মাঝে কখনোই দেখা যায়নি।

অটিজম সরাসরি এমএমআর সংমিশ্রণের ভ্যাকসিনের সাথে যুক্ত, যা প্রায় সকলের কাছেই দৃশ্যমান। শুধুমাত্র পিঁপড়ামার্কা লোক ও তাদের কৈফিয়তদাতা ছাড়া। এই টিকা দেওয়ার জন্য সিডিসির সুপারিশ হলো এটি একটি দুই ডোজের সিরিজ। যা ১২-১৫ তম মাসে একবার ও ৪-৬ বছর বয়সে আরেকবার দিতে হবে। তবে তাদের সময়সূচি অনুযায়ী প্রথম ডোজ দেওয়ার চার সপ্তাহ পর দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া যেতে পারে। এর অর্থ—অনেক শিশু সম্ভবত ১২-১৫ তম মাসে একটি মাত্র ডোজ পান না, অনেকে হয়তো ৪-৬ বছর বয়সে দ্বিতীয় ডোজ নিতে চান না, কিন্তু সময়টা কমিয়ে চার সপ্তাহে নামিয়ে আনলে সবকিছুই হবে। তবে মূল কারণ হিসেবে লোকে যা নিয়ে কথা বলছে না, তা হলো—রোগটির শারীরিক প্রকৃতি, যার জন্য মানুষের মস্তিষ্কে সঠিক সময়ে আঘাত হানতে হবে।

ভ্যাকসিন প্রদানের ফলে ক্ষয়ক্ষতির যে সমস্ত ঘটনা চারদিক থেকে আসে, তা সম্পর্কে মানুষ অনেক কিছুই জানে। অনেকেই জানে, এসব টিকা বাচ্চাদের লাভের থেকে ক্ষতিগ্রস্তই করছে বেশি, তবুও তারা কিছু করতে পারছে না।

আদতে ক্লাসিক লুসিফেরিয়ান পদক্ষেপের একটি ধাপ হিসেবে অভিযুক্ত হওয়ার কথা কর্তাব্যক্তিরা প্রথমে অস্বীকার করেছিল, কিন্তু কিছুদিন পর জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পেলে এই আলোচনা জোর পায়। তখন অনেক পরামর্শক পরামর্শ দেয়—এমএমআর ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ নিলে হয়তো এমন ক্ষতি হবে না, কিন্তু কর্মকর্তারা এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ তাদের স্বতন্ত্র একক ডোজ সকল বিকল্প বাজার থেকে সব একসাথে প্রত্যাহার করে নেয়, এক বছরের। ৩০ বিলিয়ন ডলারের 'এমএমআর প্রকল্প' রক্ষার জন্য তারা এমনটা করতে বাধ্য হয়।

Scanned with CamScanner

Vaxxed : From Cover-Up to Catastrophe ডকুমেন্টারিতে উইলিয়াম ডব্লিউ থম্পসন, পিএইচডি, মার্কিন রোগ নিয়ন্ত্রণ (সিডিসি) কেন্দ্রগুলোর সিনিয়র সায়েন্টিস্ট বলেছিলেন—"ভ্যাকসিনগুলোর সম্ভাব্য নেতিবাচক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াসংক্রান্ত বিষয়ে আমি লক্ষ লক্ষ করদাতাকে ফাঁকি দেওয়ার সাথে জড়িত ছিলাম। আমরা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান সম্পর্কে মিথ্যা বলেছিলাম। ভ্যাকসিন সুরক্ষার কাজে সিডিসিকে আর বিশ্বাস করা যেতে পারে না। তাদের স্বচ্ছভাবে বিশ্বাস করা যায় না। সিডিসি নিজেও পুলিশের কাছে বিশ্বস্ত নয়।"

তিনি এটা বলেছিলেন কারণ, তিনি আসলেই ইলুমিনাতির করা গোপন অংশের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন বিগ ফার্মার সম্পদ রক্ষার জন্য, যার ৫০% মালিকানা হচ্ছে রকফেলার পরিবারের। থম্পসন প্রকাশ করেছিলেন যে, সিডিসির নিজস্ব ২০০৪ এমএমআর টিকা দান গবেষণা প্রমাণ করেছিল যে, বাচ্চারা—যাদের সিডিসির সময়সূচি অনুযায়ী এমএমআর টিকা দেওয়া হয়েছিল পনেরো মাস বয়সে, তাদের অটিজম আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা ছিল সবচেয়ে বেশি।

আপনি যখন বিবেচনা করবেন, তখন এই চক্রান্তটি আরও বেশি ক্ষতিকর হয়ে ওঠবে। শিশুরা—যারা সবচেয়ে বেশি সংবেদনশীল, তারা এই ভ্যাকসিন গ্রহণের ফলে পঙ্গুতে পরিণত হয়। শিশুরা জীবনের প্রথম বছর পুরোপুরি স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যকর থাকলেও কয়েক বছর পর অস্বাভাবিক হয়ে ওঠার এটিই কারণ।

আপনি যদি ইউজানিক্স (সুপ্রজননবিদ্যাপ্রেমী নাৎসি সাইকোপ্যাথ) হন, তাহলে এটি পুরোপুরিভাবে আপনার কাছে সঠিক বলে মনে হবে; যেহেতু কালো পুরুষরা জনসংখ্যায় সবচেয়ে সম্ভাবনাময়। তাছাড়া তারা বৈপ্লবিক ও শত শত বছরের প্রাতিষ্ঠানিক বর্ণবাদ ও অর্থনৈতিক ভ্রষ্টাচারের শিকার। তারা মানবজাতির দূর্ভাগ্যের গিনিপিগ। তবে কালো পুরুষদের ব্রেইন ওয়াশ করা অনেকটাই কঠিন। হাজার বছরের দাসত্ব, হত্যাকাণ্ড, নাগরিক অধিকারের প্রতি সহিংস প্রতিক্রিয়া আন্দোলন, একবিংশ শতাব্দির দাসত্বের আধুনিক সংজ্ঞার অমানবিক, অপরাধীকরণ, কারাবন্দী করার প্রচেষ্টা, হত্যার বিরুদ্ধেও তাদের টিকে থাকার দৃঢ়তা ও ইচ্ছা বারবার প্রমাণিত হয়েছে।

Scanned with CamScanner

আপনি যদি কোনো জনসংখ্যাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চান, তাহলে প্রথমে সেখানকার বিদ্রোহী পুরুষদের সরিয়ে দিন; এটাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। সে অনুযায়ী, সেসব মানুষ—যারা ইলুমিনাতি ব্যাংকার ও তাদের দলকে দমন করার সম্ভাবনা রাখে, তাদের সরিয়ে দেওয়া অনেক প্রয়োজনীয়।

অবশ্যই এফডিএ, এইচএইচএস এবং সিডিসি—সকলেই বিভিন্ন সংখ্যাকে নিজের মনমতো সাজিয়ে নিয়ে এমএমআর গবেষণাকে জনসাধারণের চোখে আশাব্যঞ্জক ও মিষ্টি করে তোলে, যাতে অভিভাবকরা তাদের বাচ্চাদের আরও বেশি ডোজ দেওয়ার জন্য নিয়ে আসে। আর ওদিকে ব্যাবিলনীয়ান হ্যান্ডলারদের অর্থের ট্রেনের চাকাটি ঘুরতেই থাকে, যেমন বাজারে থাকা প্রতিটি ভ্যাকসিনের জন্য তাদের বছরে ৩০ বিলিয়ন ডলার করে আসে।

জুলি গারবার্ডিংয়ের ক্ষেত্রে—তিনি তার জীবনের একটি দিনও কারাগারে কাটাননি; একজন হত্যাকারী, জালিয়াতের জন্য যা তার প্রাপ্য ছিল। আজকাল সামান্য অপরাধে কত বড় বড় শাস্তি দেওয়া হয়, তাহলে এত মানুষের জীবন নিয়ে খেলার জন্য তার কী হওয়া উচিত ছিল বলে মনে হয়? কিন্তু না, তার লুসিফেরিয়ান বসদের সামনে নতজানু হয়ে 'মার্চেন্ট অব ডেথ' তকমা গ্রহণ করে ২০১০ সালে ভ্যাকসিন রাজত্বের রাষ্ট্রপতি হিসেবে তার পদোন্নতি দেওয়া হয়।

সে অবশ্যই হাজার হাজার শিশুকে আহত ও বিকলাঙ্গ করার মতোই আরও অন্যরকম অশুভ কিছু করেছে। সে কি হাজার হাজার লোককে হত্যা করার চেয়ে কম অপরাধী?

সম্প্রতি তাকে আবার পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে—মার্ক এন্ড কো.-এর কৌশলগত যোগাযোগ, গ্লোবাল পাবলিক পলিসি এবং জনসংখ্যা স্বাস্থ্যের এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও প্রধান রোগী কর্মকর্তা হিসেবে।

ইলুমিনাতির এজেন্ডা-২১-এর ইউজেনিক্স প্রোগ্রামে পুরো প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার জন্য প্রচুর পরিমাণে বাধ্যতামূলক ভ্যাকসিন রয়েছে এবং নতুন আরও কিছু ভ্যাকসিন আনার কাজ এই মুহূর্তে চলছে। অনেক স্বাস্থ্যকর প্রাপ্তবয়স্করা দৃঢ়ভাবে বার্ষিক ফ্লু টিকা গ্রহণ করে এবং অনেক নিয়োগকারীদের জন্যও এখন এটার প্রয়োজন। এর উত্তেজনা বর্তমানে এত শক্তিশালী যে, এখন যে কেউ কোনো স্থানীয় একটি ওষুধের দোকানে বিনামূল্যে ফ্লু ভ্যাকসিন বা টিকা পেতে পারেন। এমনকি যদিও ফ্লুটিকে মোকাবেলার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ

Scanned with CamScanner

শক্তিশালী রোগ-প্রতিরোধক ক্ষমতা তার রয়েছে প্রাকৃতিকভাবে, তবুও সে এটা করবে। ফ্লু ভ্যাকসিনেশন কি বাধ্যতামূলকভাবে প্রাপ্তবয়স্কদের টিকা দেওয়া শুরুর প্রোগ্রাম এবং এটা কি সম্ভবতভাবে সিমিয়ান জাতীয় ভাইরাস বহন করতে পারে, যা ক্যান্সার সৃষ্টি করে বা পুরুষদের স্ত্রীসুলভ ও স্ত্রীদের বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি করে জনসংখ্যা কমানোর জন্য? এর কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি।

ভ্যাকসিনগুলোতে মানুষের জন্য সূক্ষাতিসূক্ষ অ্যালুমিনিয়াম টুকরা ইনজেকশনের সাহায্যে পুশ করা হয়, যাতে ইলুমিনাতিরা চির বর্ধমান সেলুলার নেটওয়ার্ক থেকে ইএমএফ (ইলেক্ট্রো ম্যাগনেটিক ফোর্স) আমাদের ওপর ব্যবহার করতে পারে। এটি পৃথিবীর স্বাভাবিক ফ্রিকোয়েন্সির সাথে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার জড় সক্ষমতা ধ্বংস করতে এবং আমাদের আরও সহজভাবে ট্র্যাকিং ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ভ্যাকসিনগুলো কি গুরুতর মানসিক অবসন্নতা ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে না আমাদের শরীরে, যাতে আমাদের ফ্যাসিবাদী অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ইচ্ছা কমে যায়?

ফ্লু জাতীয় ভাইরাস করোনা তথা কোভিড-১৯ এই ইলুমিনাতি এজেন্ডা-২১ বাস্তবায়নের একটি বিশেষ টাস্ক। এর ফলে তারা এক ঢিলে শুধু এক পাখি নয়, কয়েকটি পাখি মেরে ফেলেছে। এটি মেডিক্যাল ডেথ ইন্ডাস্ট্রির বেশ কয়েকটি লক্ষ্য একসাথে পূরণ করেছে। তার মধ্যে জনসংখ্যা কমানো, কোভিড ভ্যাকসিনের নামে অন্য কিছু পুশ করা, মানুষকে ঘরমুখী করা অন্যতম। তাছাড়া কোভিড-১৯ দিয়ে তারা মানুষকে ইন্টারনেটের জালে আরও বেশি করে আটকিয়ে ফেলতে পেরেছে।

পরবর্তী সময়ে বিশ্বব্যাপী প্লেগ রোগ গণহারে ছড়িয়ে দিয়ে জনসাধারণের ওপর জোর করে টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। সেই টিকার আড়ালে থাকবে আরোও ভয়ানক কিছু, যাতে পরবর্তী বৃহত্তর সামাজিক উত্থান রোধ করা যায়। অথবা এই মুহূর্তে যে এর থেকেও ভয়ংকর কিছুর ফন্দি আঁটা হচ্ছে না, তা কে বলতে পারে?

আমি হয়তো সব উত্তর জানি না, কিন্তু আমি অবশ্যই লুসিফেরিয়ান ভ্যাম্পায়ারদের বিশ্বাস করি না—যারা বর্তমানে বিভিন্ন ভয়ংকর প্রদর্শনী চালাচ্ছে। আমি যা জানি, তা হলো—আমাদের অবশ্যই কাব্বালিস্টিকদের মুখোশ খুলে দিতে হবে। এখনই সবকিছু ছেড়ে-ছুড়ে সূর্যের উজ্জ্বল আলোতে দাঁড়াতে হবে

Scanned with CamScanner

এবং সৃষ্টির শক্তির সাথে নিজেদের যুক্ত করতে হবে, অন্যথায় কোনো উপায় নেই।

সেই সাথে সন্ধান করতে হবে বিকল্প স্বাস্থ্যসেবা অনুশীলনকারী ও চিকিৎসকদের, যারা অসুস্থতা ও রোগের চিকিৎসার জন্য বাস্তবিকভাবেই বিকল্প চিকিৎসায় সুদক্ষ; তাদের চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে।

সুতরাং, ফেসবুক বা অন্যান্য অ্যান্টি-সোশ্যাল মিডিয়ায় অন্য কারও জীবন উদ্ঘাটন করে দেখার বদলে প্রকৃতি ও যাদের আপনি ভালোবাসেন, তাদের সাথে বেশি সময় ব্যয় করুন। ছুটিতে যান, ঋণ নেওয়ার চক্র থেকে বেরিয়ে আসুন এবং আপনার পছন্দসই একটি চাকরী খুঁজে বের করুন—এমনকি যদি আপনি বেশি টাকা উপার্জন না করেন, তবুও।

পরিচ্ছন্ন পুষ্টি-ঘন খাবার খান এবং পরিষ্কার খাঁটি পানীয়—যা সূর্যের সংস্পর্শে আসে, যা সৃষ্টির ফ্রিকোয়েন্সি ৫২৮ Hz-এ অনুরণিত হয়, সেগুলো খাওয়ার ওপর মনোযোগ প্রদান করুন।

আর সর্বশেষ কথা, ভয় করবেন না।

ভালো সর্বদা মন্দকে পরাজিত করে।

Scanned with CamScanner

অধ্যায় : চৌদ্দ

বিশ্বব্যাপী ইন্টারনেট

কল্পনা করুন, অন্ধকার পূজারীদের স্পাইডারম্যানের মতো বিশাল জাল নিক্ষেপ করার ক্ষমতা রয়েছে পুরো মানবজাতির ওপর, যারা তার রাজত্বের বিরোধিতা করবে তাদের ওপর নজরদারী করা, দমন করা ও ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে এই জাল ব্যবহৃত হবে। তাহলে সহজেই আপনি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব ও এর সাথে চলমান সমস্ত প্রযুক্তি সম্পর্কে বুঝতে পারবেন। প্রকৃতপক্ষেই, ঠিকই কয়েকটি অনুসন্ধানী তদন্তে দেখা যায় যে, আমাদের তথাকথিত প্রযুক্তিগত অগ্রগতির প্রতিটিই সর্বপ্রথম জটিল সামরিক শিল্প দ্বারা বিকশিত হয়েছিল। প্রথমে ব্যবহৃত হয়েছিল যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে।

যে প্রযুক্তির কাছে পৃথিবীর ৯৮% মানুষ বিক্রি হয়ে গেছে, সেই বিনোদন, সামাজিকীকরণ ও 'জীবনকে সহজ করে তোলা'র প্রযুক্তি আমাদের জন্য ভালো কিছু বয়ে আনছে না; ফলে এটাকে দেখা হয় পুরোপুরিভাবে জনগণের রাজনৈতিক ব্যঙ্গ-নিয়ন্ত্রণের জন্যও নিখুঁত সরঞ্জাম এবং বেশ আক্ষরিক অর্থে 'অকার্যকর ভোক্তা' হিসেবে বিবেচিতদের জনশূন্য করার একটি উপায় হিসেবেও। ইন্টারনেটে আপনি যা করেন বা বলেন, তার সবই পরবর্তী সময়ে আপনাকে ব্ল্যাকমেইল করার জন্য রেকর্ড করে রাখা হয়, যা ইলুমিনাতির উপযুক্ত চাহিদা পূরণ করে। মুখ বন্ধ করুন, খুব বেশি কথা বলুন কিংবা সত্য প্রকাশ করুন, খুব শীঘ্রই আপনি আবিষ্কার করবেন যে আপনি আসলে 'মুক্ত' নন।

প্রত্যেকেই ভাবতে পছন্দ করে যে, তারা তাদের সেলফোন ও অন্যান্য ওয়্যারলেস প্রযুক্তির প্রতি আসক্ত নয়; কিন্তু তাদের বেশিরভাগই আসক্ত। কারণ, যে অ্যালগরিদমগুলো তাদের চালায়, আসক্ত করে তোলার জন্যই নকশা করা হয়েছে। এই অতিরিক্ত সেলফোন ব্যবহার সমাজের সবার জন্য সমস্যার সৃষ্টি করছে। 'প্রযুক্তিগত বিপ্লব'-এর এমন এক দৃশ্য রয়েছে, যা সৈন্যবাহিনী, সরকার ও বহুবর্ণধারী সম্পদশালী প্রযুক্তি বিকাশকারীরা চায় না আপনি সেটা জানুন। সুতরাং, আপনার ডিভাইস আপনাকে খুন করছে।

আপনার হয়তো ডায়াল-আপ মডেমের সেই দিনগুলোর কথা মনে আছে, যেখানে আপনি অনন্তকাল বসে ছিলেন কর্কশ তীক্ষ্ণ ধ্বনির বিপ শব্দ পরপর

Scanned with CamScanner

শুনেও। যখন আপনার ফোন বা আপনার কম্পিউটারটি ওয়ার্ল্ডওয়াইড ওয়েবে সংযুক্ত হতো অথবা যেসব শব্দ কখনো কখনো আপনার রেডিও, টেলিভিশন বা টেলিফোনে বাধার সৃষ্টি করত, সেই শব্দ নিশ্চয় মনে আছে! এই শব্দগুলো উৎপন্ন হতো একটি ডিভাইস থেকে বৈদ্যুতিক চৌম্বকীয় রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি (Electro Magnetic Force বা EMF) নির্গত হওয়ার কারণে। তাছাড়া অন্য ডিভাইসে থাকা এন্টেনা সেগুলোকে হঠাৎ করে গ্রহণ করার কারণেও এটা হয়।

মানুষ সাধারণত বৈদ্যুতিক চৌম্বকীয় শক্তির কম্পনের শব্দ বায়ুতে শুনতে পায় না, তবে একবার আপনি EMF পরিমাপের যন্ত্র বা ডিভাইসের মাধ্যমে শুনতে সক্ষম হলে সত্যিই একে আর পুনর্বার শুনতে চাইবেন না। কারণ, এ জাতীয় শব্দগুলো বৃষ্টি প্রাকৃতিক শব্দ বা সুন্দর সংগীতের মতো নয়, এগুলো মানুষের কানে এমনভাবে লাগে, মনে হয় যেন চকবোর্ডের ওপর নখ দিয়ে আড়াআড়িভাবে ঘষা লাগছে, যা মানুষদের ক্ষুদ্ধ, অস্বস্তিকর, এমনকি রাগান্বিতও করে তোলে। কারণ, এগুলো বিচ্ছিন্ন, অসঙ্গতিপূর্ণ ও সুরের বাইরে।

মানুষের ওপর বেসুরো ও অসঙ্গতিপূর্ণ ফ্রিকোয়েন্সিগুলোর প্রভাব পণ্য নির্মাতাদের মধ্যে এক গুরুতর বিষয়; যারা বুঝতে পারে যে তাদের পণ্য থেকে উৎপন্ন শব্দ ভোক্তাদের 'মানসিক প্রকৃতি'র ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলবে। এটি 'কনকুরেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের আঠারোতম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে (ISPE)-তে ব্যাখা করা হয়; যার নামকরণ করা হয়েছিল—'Effect of Tonal Harmonic Feature in Product Noise on Emotional Quality'।

মানবদেহের অধিকাংশ পানি নিয়ে গঠিত হওয়ায় মানবদেহ একটি বিশাল আকারের অ্যান্টেনার মতো কাজ করে, যেটি সহজেই পরিবেশের ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ফ্রিকোয়েন্সিগুলোকে ধরে ফেলতে পারে। শব্দের ফ্রিকোয়েন্সিগুলোর সাথেও আমাদের সমন্বয় করার ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত করে তোলে, যেগুলো আমরা শুনতে পাই কিংবা যেগুলো শুনতে পারি না—তার সাথেও। পাখিরা পৃথিবীর প্রাকৃতিক চৌম্বকীয় ফ্রিকোয়েন্সিগুলোর সাথে পরিবর্তিত হয়ে শীতকালে দক্ষিণে ও গ্রীষ্মে উত্তরে তাদের পথ খুঁজে নেয়। মানুষ কিন্তু এরকম অতিন্দ্রীয় কিছু করতে পারে না।

তবে পাখি, মৌমাছি, প্রজাপতি ও পৃথিবীর প্রতিটি অন্যান্য রূপ বা আকৃতির জীবের মতো আমরা মানুষও পৃথিবী ও সূর্যের দ্বারা নির্গত প্রাকৃতিক রেডিও

Scanned with CamScanner

ফ্রিকোয়েন্সিগুলোর সাথে সামঞ্জস্য করার জন্য সৃষ্টি হয়েছি, যা 528 হার্টজ শব্দে ও 528 ন্যানোমিটার আলোতে অনুরণিত হয়। আমাদের মস্তিষ্ক 528 হার্টজ শব্দ নিঃসরণ করে, যেমনটি করে সবুজ পাতা ও গাছপালা। এটি নিশ্চয়ই একটি কাকতালীয় কোনো ঘটনা বা পরিসংখ্যানের ম্যানিপুলেশন নয়—এটি হচ্ছে সৃষ্টি।

অবশ্যই আমরা সূর্যের বা গাছের ক্লোরোফিলের শব্দ শুনতে পারি না। আমরা আমাদের কান দিয়ে নক্ষত্র ও অন্যান্য গ্রহদের শব্দও শুনতে পারি না, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, আমরা আমাদের দেহ ও মন দিয়ে তাদের অনুভব করি না এবং তাদের শুনতে পারি না। আসলে, নাসা ও অন্যান্য নাক্ষত্রিক পর্যবেক্ষকরা দীর্ঘদিন ধরে স্পেস-এর শব্দ রেকর্ড করে চলছে। তারা বলেছে যে, আমাদের সৌরজগতের প্রতিটি গ্রহাণু শরীর সুন্দর হারমোনিক ফ্রিকোয়েন্সির সাথে অনুরণিত হয়—শুধু পৃথিবী বাদে।

নিশ্চিতভাবেই পৃথিবীরও এক সময় সেরকমই ধ্বনিত হতো, কিন্তু এখন আমাদের সুন্দর নীল গ্রহ ধ্বনিত হয় যেন পৈশাচিক শব্দের মতো। যেনবা কেউ হাতুড়ি দিয়ে মৃত্যুর নিষ্পেশন চালাচ্ছে। এটি শুনতে মোটেও আরামপ্রদ নয়, তবু আমাদের দেহ জীবনের প্রতিটি দিন আমাদের দেহের প্রতিটি অভ্যন্তরীণ অ্যান্টেনাগুলোর সাথে সাথে তা 'শুনে যাচ্ছে'। এটি সমস্ত ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স শব্দ, ধোঁয়া ও কুয়াশার মতো মিশ্রণের কারণে সৃষ্ট হয়—যা এখন আমাদের গ্রহটিকে একটি পুরু পর্দার মতো ঘিরে ধরেছে। স্পেস থেকে শোনার মতো পৃথিবীর প্রাকৃতিক হারমোনিক শব্দটিকেই শুধু যে চিরকালের মতো হারিয়ে গেছে তা নয়, বরং পৃথিবীর পালস বা হার্টবিট-এরও পরিবর্তন হয়েছে। যদি আমরা মানুষের হরমোনিক ফ্রিকোয়েন্সির উপস্থিতিতে কাজ করার জন্য সম্পূর্ণরূপে তৈরি হয়ে থাকি, তাহলে এমনটি মনে হওয়া সঠিক যে—অপ্রাকৃতিক উৎসগুলো দ্বারা তৈরি অসঙ্গতিপূর্ণ বেসুরো ফ্রিকোয়েন্সিগুলো আমাদের আবেগ ও জৈবিক ফাংশনগুলোর ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

আমাদের সরকার ও সামরিক শিল্প কমপ্লেক্স নিশ্চয়ই হারমোনিক ফ্রিকোয়েন্সি ও এর সাথে পৃথিবীতে জীবনের সম্পর্কের বিষয়ে পরিচিত। তারা জানে যে 'শব্দকে' জীবদের হত্যা করার অন্যতম এক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। আধুনিক শব্দ অস্ত্রের একটি উদাহরণ হলো—এলআরএডি (দীর্ঘ

পরিসরের শব্দ ডিভাইস) বা শব্দ কামান, যার অভীষ্ট লক্ষ্য ৩০ ডিগ্রি ও ১০০ মিটারের মধ্যে অবস্থানকারী যে কারও জন্য চরম ব্যথার সৃষ্টি করতে পারে। এই অস্ত্রের সামরিক-গ্রেড সংস্করণটি ভয়েস কমান্ড প্রেরণ করতে পারে এবং সাড়ে পাঁচ মাইল দূরের শ্রোতাদেরও নিস্তেজ করে দিতে পারে। ফলে স্থায়ী শ্রবণশক্তি হ্রাস ও চলার অক্ষমতা সৃষ্টি হয়। আরও উদাহরণ হিসেবে 'ডিপার্টমেন্ট অব ডিফেন্স অ্যাডভান্সড রিসার্চ প্রজেক্টস এজেন্সি (ডিএআরপিএ-ডার্পা)' ও তাদের বন্ধুদের কথা বলা যায়। এই অস্ত্রগুলো অনেক প্রকারের হয়, যার মধ্যে রয়েছে 'ডিরেক্টেড অ্যানার্জি ওয়েপন (DAW)'—যা উচ্চ ফোকাসযুক্ত শক্তি তরঙ্গের ব্যবহার করে এবং লেজার, মাইক্রোওয়েভ ও পরমাণুর দীপ্তির মতো করে নির্গত হয়। আরও আছে 'পালসড অ্যানার্জি প্রজেক্টাইলস (PEP)'—যেটি একটি ইনফ্রারেড লেজার তরঙ্গের নির্গমন করে। যা বিস্তৃত প্লাজমা অর্থাৎ রক্তরসকে আঘাত করে অচেতন, প্যারালাইজড ও অত্যধিক ব্যাথার সৃষ্টি করতে পারে। তাছাড়া আরও রয়েছে ইলেক্ট্রোলেজার, যা বৈদ্যুতিক প্রবাহ প্রেরণ করে এবং মানুষকে নিশ্চল, অচেতন বা হত্যা করতে পারে।

সম্ভবত সবচেয়ে বৃহত্তম ও বিপজ্জনক পরিচিত শক্তি অস্ত্রটি হচ্ছে 'হাই ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাকটিভ ওরোরাল রিসার্চ প্রোগ্রাম (হার্প)'। জনসাধারণের কাছে হার্প-এর দাবি—'...আইওনোস্ফিয়ারিক ফেনোমেনের অগ্রণী পরীক্ষা পরিচালনা করা' এবং এর সক্ষমতা পরিমাপ নির্ণয় করা। যাতে 'যোগাযোগ ও নজরদারির জন্য প্রযুক্তির উন্নয়ন' করা যেতে পারে।

তবু যেগুলোকে আমরা ধীরে ধীরে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে চাহিদা ও প্রয়োজনের অংশ করে তুলেছি। আমরা আন্তরিকভাবে তাদের আলিঙ্গন করছি এবং আমাদের ঘরে তাদের স্বাগত জানাচ্ছি। বিশ্বাস করে যাচ্ছি যে, তারা কেবল নিরাপদ, তা নয়; বরং আমাদের জীবনকে আরও 'ভালো' করে তুলবে।

গত ২০ বছর ধরে হার্প আবহাওয়াকে নিপুণভাবে ব্যবহার ও বর্মযুক্ত করতে কঠোর পরিশ্রম করছে। তারা এটাকে বলে 'জিওইঞ্জিনিয়ারিং', কিন্তু এটি তার চেয়েও বেশি, অনেক বেশি ও ভয়ানক।

যদি আপনি আগে কেমট্রেইলস-এর ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে থাকেন, তবে আর কোনো ভুল করবেন না—এটি এখন বাস্তব। বাস্তবিকই ২০১৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প একটি জনসভায় বক্তব্য রাখেন।

Scanned with CamScanner

যেখানে তিনি কেমট্রেইল শেষ করে দিতে চেয়েছিলেন। কেমট্রেইলস হলো অ্যারোলাইজড পদার্থ যা অ্যালুমিনিয়াম, স্ট্রন্টিয়াম, বেরিয়াম, ফ্লোরাইড ও অন্যান্য অনেক বিষাক্ত পদার্থ দ্বারা বোঝাই থাকে, যা আমাদের নিম্ন বায়ুমণ্ডলে 'বপন' করা হয়। অবশেষে এই কণাটি পৃথিবীতে ঢুকে পড়ে এবং গাছপালা ও খাদ্য ফসলের শিকড় দ্বারা শোষিত হয় এবং যেসব প্রাণী শ্বাস গ্রহণ করে, তাদের নিঃশ্বাসের সাথে পাকস্থলিতে প্রবেশ করে। গত দশ বছরে পানি, খাদ্য ও সমস্ত জৈব জীবে অ্যালুমিনিয়ামের যে মাত্রা পাওয়া গিয়েছে, তা হতভম্ব হয়ে যাওয়ার মতো। বিস্ফোরক দাবানল, মরণশীল বন, পোকামাকড় ও পাখি কমে যাওয়া, ক্ষুধার্ত স্যালমন, তিমিদের কূলে ভিত্তিস্থাপনা করা, প্রবালপ্রাচীর ধূয়ে যাওয়া এবং সমস্ত গা ছমছমে জীবন কেড়ে নেওয়া রোগ সমস্ত কিছুর পেছনে ছিল এটি। এই ন্যানো-মেটালগুলো এখন প্রায় সমস্ত জীবিত প্রাণীর ভেতরে স্থান করে নিয়েছে এবং যখন এগুলো হার্প-এর অত্যন্ত উচ্চ ইএমএফ-এর নিকট উদ্ভাসিত হয়, তখন সেল টাওয়ার, ওয়্যারলেস ডিভাইস ও আমাদের শরীর হয়ে উঠে এক একটা জীবন্ত এন্টেনা।

সবরকমের তারহীন প্রযুক্তি—যেমন : ওয়্যারলেস কীবোর্ড, ল্যাপটপ, সেলফোন, আইপ্যাড, ট্যাবলেট, ফিটবিটস, গেমিং ডিভাইস, স্মার্ট মিটার, স্মার্ট সবকিছু ও আরও অনেক কিছু—এসব থেকে নির্গত ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ফ্রিকোয়েন্সি (EMFS) এখন পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তারক অসঙ্গতিপূর্ণ ফ্রিকোয়েন্সি। (এবং হয়তো পৃথিবীর মতো স্পেসেও এটি প্রভাব বিস্তার করছে।)

এক দশকেরও বেশি সময় আগে ক্যালিফোর্নিয়া স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে—"সেলফোনের দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহার ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক বিকিরণ নির্গমন করে। এটি টাওয়ার বা ওয়াইফাই ডিভাইস থেকে যে সংকেত পাঠায়, তা মানুষের স্বাস্থ্য প্রভাবিত করতে পারে।" তাছাড়া গবেষণাগারের কিছু পরিক্ষা-নিরীক্ষা ও মানব স্বাস্থ্যচর্চা প্রকাশ করেছে যে—দীর্ঘ-সময় ধরে ও অনেক বেশি সেলফোন চালানো হয়তো নির্দিষ্ট ধরনের ক্যান্সার ও অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যার সাথে সম্পর্কযুক্ত। এর মধ্যে রয়েছে ব্রেইন ক্যান্সার, মাথাব্যাথা ইত্যাদি। এ ছাড়াও শেখার একাগ্রতা, শ্রবণশক্তি, স্মৃতিশক্তি, আচরণ ও ঘুমের ওপর প্রভাব পড়ে মারাত্মভাবে। কিন্তু এগুলো ২০১৭ সালের আগপর্যন্ত প্রকাশ পায় না। ইউসি

Scanned with CamScanner

বার্কলের পাবলিক হেলথ স্কুলের একজন সদস্য জনসাধারণের কাছে বিষয়টি প্রকাশ করার জন্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মামলা করার ফলে এই বিষয়গুলো সবার সামনে আসে। তাছাড়া হাজারো গবেষণার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, ওয়্যারলেস প্রযুক্তির ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পরা জীবননাশী। মানব ও পশু রোগ এবং কোষীয় সমস্যাগুলো—যেমন : ক্যান্সার, টিউমার, রক্তের অস্বাভাবিকতা, শুক্রাণু ও ডিম্বাণু কমে যাওয়া, শ্রবণশক্তি হ্রাস, মাথাব্যথা, স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাওয়া প্রভৃতি সমস্যার সাথে সংযুক্ত করে তোলে এই ওয়্যারলেস প্রযুক্তি।

১৯৯৮ সালে পোলিশ গবেষকরা দেখেছিলেন যে, অ-আয়নিত রেডিও ফ্রিকোয়েন্সিগুলো কোষীয় পরিবর্তনকে বর্ধিত করে, যা ক্যান্সার সৃষ্টি করার জন্য দায়ী। এটি কোষের ক্যালসিয়াম আয়ন কার্যকলাপ পরিবর্তন করে রক্তকে মস্তিষ্কে প্রবাহিত হতে বাধা দেয়। তাছাড়া এটি কেন্দ্রীয় ও পেরিফেরাল স্নায়ুতন্ত্রের স্বাস্থ্যকেও নিয়ন্ত্রণ করে। সংক্ষিপ্তভাবে বললে—বেতার প্রযুক্তিটি ভ্যাকসিন, ফ্লোরাইড, তামাক, সীসা, পেইন্ট ও পারদ স্ক্যান্ডালগুলো লুসিফারিয়ান স্টেনের একটি বৃহদায়তন কম-ফ্রিকোয়েন্সিতে পরিণত হয়।

অনেকে এখনো ইএমএফ-এর বিপজ্জনক সতর্কবার্তা সম্পর্কে সন্দেহভাজন। কারণ, তারা তাদের সেলফোনের সুবিধা ও অন্যান্য ওয়্যারলেস ডিভাইসগুলোর মজা ছাড়তে চায় না। কিন্তু আসল সত্য যে কেউ খুঁজলেই দেখতে পাবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ক্যান্সার গবেষণা এজেন্সিতে (WHO/IARC) চৌদ্দটি দেশের বিজ্ঞানীদের একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ একত্রিত হয়ে সেলফোন ও বেতার ডিভাইস থেকে নির্গত EMF-এর প্রভাবগুলোর ওপর পর্যালোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখেন। তারা নির্ধারণ করেন যে, সেলফোনগুলো সম্ভবত 'কারসিনোজেনিক (ক্যান্সারজনক)'। একে 2B কার্সিনোজেন (ক্যান্সারজনক পদার্থ) হিসেবে তালিকাভুক্ত করেন। এটি এমন এক বিভাগ, যেখানে বিষাক্ত রাসায়নিক ও কীটনাশককে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তার মধ্যে আছে জ্বালানী নিষ্কাশন, শুষ্ক পরিষ্কারক রাসায়নিক ও নিষিদ্ধ কীটনাশক ডিডিটি ইত্যাদি। আইএআরসি ওয়ার্কিং গ্রুপের চেয়ারপারসন ডা. জনাথন সামেট বলেন— "মানুষের ওপর প্রমাণিত এপিডেমিওলজিক্যাল স্টাডিজের ওপর একটি পুনঃসমীক্ষায় দেখা যায়, ওয়্যারলেস-ফোন ব্যবহারের সাথে গ্লিওমা ও

Scanned with CamScanner

ম্যালিগন্যান্ট-এর মতো ব্রেইন ক্যান্সারের ঝুঁকি বৃদ্ধির যোগসূত্র রয়েছে।" আপনি যদি নিশ্চিত না হন, তবে গ্লিওব্লাস্টোমা আপনার জন্য একটি মৃত্যুদণ্ডস্বরূপ।

গবেষণায় দেখানো হয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক বিকিরণ মানব দেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। শরীরবৃত্তীয় ক্ষতির সাথে জড়িত প্রাথমিক কারণগুলো সরাসরি রেডিও তরঙ্গগুলোর ফ্রিকোয়েন্সি, ট্রান্সমিশনের শক্তি ও তরঙ্গের কাছে মানুষের প্রকাশের সময়কালের সাথে সম্পর্কযুক্ত। গত কয়েক দশক ধরে ব্যবহৃত রেডিও তরঙ্গগুলোর সাথে সাথে নতুন 5G (এবং ভবিষ্যত YG) ওয়্যারলেস নেটওয়ার্কগুলোর তুলনা করলে দেখা যায়, ফ্রিকোয়েন্সির মাত্রা ও বেতার তরঙ্গের ধরন ধীরে ধীরে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সেলফোনগুলো ৯০-এর দশকের শেষদিকে এক জনপ্রিয় ও সাশ্রয়ী মূল্যের আইটেম হয়ে ওঠে। এর আগে সেগুলো বড়, ভারী ও ব্যয়বহুল ছিল। 2G ও 3G নেটওয়ার্কে চালিত ফোনগুলো যথাক্রমে 800 থেকে 1900 (1.9) মেগাহার্টজ-এ কাজ করত। বর্তমানে সেলফোনগুলোর পরিষেবা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে চতুর্থ প্রজন্মের বেতার (4G) সর্বনিম্ন 700 মেগাহার্টজ থেকে অনেক বেশি সর্বজনীন 2500 (2.5) মেগাহার্টজ রেঞ্জে কাজ করে। তবে 5G একেবারেই নির্ভুলভাবে সেই একই ফ্রিকোয়েন্সিতে কাজ করে, যে ফ্রিকোয়েন্সিতে পানির অণুগুলো স্পন্দিত (স্পিন) করতে শুরু করে। এর আগপর্যন্ত এই অতিরিক্ত উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সিগুলো শুধুমাত্র বাণিজ্যিক বিমান সংস্থা ও সামরিক বাহিনী দ্বারা রাডার, সোনার ও যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত হতো, কিন্তু বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে সেলফোন ও অন্যান্য হাতের নাগালে রাখা জিনিসের মধ্যে। আর এটি একটি ফ্রিকোয়েন্সিবিশিষ্ট অস্ত্র হিসেবে নির্যাতন ও ব্রেইনওয়াশিংয়ের জন্য খুব কাজের হয়ে ওঠতে পারে।

নতুন 5G বিভিন্ন প্রধান মহানগর অঞ্চলে ইনস্টলেশন ও পরীক্ষিত অবস্থায় আছে। ২০৩০ সালের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে দেশব্যাপী পরিচালিত হওয়ার জন্য নির্ধারিত হবে কিংবা তার থেকেও বেশি মেগাহার্টেজে কাজ করবে। 5G মৃত্যুকে আমন্ত্রণ জানানোর মতো সর্বনিম্ন 6000 (60.0) গিগাহার্টজ (হ্যাঁ, এটি গিগাহার্টজ!)-এ কাজ করবে, যা মূলত 1,000,000,000 (এক বিলিয়ন) হার্টজ! সোজাসুজিভাবে বলতে গেলে এককথায় অবিশ্বাস্য। কারণ, এই ফ্রিকোয়েন্সিতে শরীর অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং শোষণ করে। সত্যিই?

Scanned with CamScanner

অন্য কথায়, ইলুমিনাতিদের 5G নেটওয়ার্ক আমাদের জীবন ও স্বাস্থ্যের জন্য এবং পৃথিবী ও সৃষ্টির সাথে আমাদের প্রাকৃতিক অনুরণন উত্থাপন করতে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দুটি উপাদান পানি ও অক্সিজেন গ্রহণ করার সক্ষমতাই নষ্ট করে ফেলবে। মার্কিন সামরিক বাহিনীর নিজস্ব গবেষণা ও ডকুমেন্টেশনে প্রমাণিত যে, এটির মানব ও পশুর শরীরের প্রতিটি অঙ্গের আণবিক গঠন পরিবর্তন ও ধ্বংস করার ক্ষমতা রয়েছে। যদি আমি এসমস্ত তথ্যগুলো সংক্ষিপ্ত ও মিষ্টি করে বলতে পারতাম, তবু সবচেয়ে আতঙ্কজনক কথাটি বলতে আমার বুক কাঁপত—5জি থেকে নির্গত EMF (ইলেক্ট্র ম্যাগনেটিক ফোর্স) স্থায়ীভাবে আপনার DNA-এর পরিবর্তন করতে পারে এবং আপনাকে হত্যা করতে পারে।

এখানেই যথেষ্ঠ নয়। ল্যান্ডলাইন হিসেবে তারবিহীন সেলফোনগুলো খুবই জনপ্রিয়। এটা দিয়ে আপনি চারদিকে হেঁটে হেঁটে কথা বলতে পারবেন। এই সুবিধাগুলো প্রথমে আশির দশকে বাজারে এসেছিল এবং প্রায় ১.৭ থেকে ৫০ মেগাহার্টজের একটি রেডিও ব্যান্ড ফ্রিকোয়েন্সিতে পরিচালিত হয়েছিল। নব্বই দশকে এসে এই মডেলগুলো প্রায় ৯০০ হার্টজ-এ পরিচালিত হতো। আজকের ডেক্ট (DECT) বা ডিজিটাল ইউরোপীয় কর্ডলেস টেলিফোনগুলো ১.৯-৫.৯ GHZ-এর মধ্যে কাজ করে, তবে বেশিরভাগই ব্যবহার করে থাকে আরও উচ্চ ব্যান্ড ফ্রিকোয়েন্সি, যা সর্বত্র বিদ্যমান। এই ডিভাইসগুলো বর্তমানে 4G নেটওয়ার্ক ব্যবহার করা সেলুলার ফোনগুলোর চেয়ে আরও শক্তিশালী। অনেক বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দিচ্ছেন যে, আধুনিক কর্ডলেস ডেক্ট-এর ফোনগুলো সেলফোনের চেয়ে আরও বেশি বিপজ্জনক। এটি একটি পূর্ণাঙ্গ সেল টাওয়ার হিসেবে যত বেশি সম্ভব Emf-কে নির্গত করে এবং আপনার হাতে নিকটেই। এই ইউনিটগুলোর ফোন ও ডেক উভয়ই একই মাত্রার অভূতপূর্ব Emf নির্গত করে, যা মূলত একধরনের মাইক্রোওয়েভ বিকিরণ।

5G তরঙ্গগুলো আগে ব্যবহৃত হয়নি। কারণ, তারা দীর্ঘ দূরত্ব ভ্রমণ করতে পারে না বা প্রাচীর ও গাছের বাধা খুব ভালোভাবে অতিক্রম করতে পারে না। এই কারণে 5G ভালোভাবে কাজ করতে পারবে শুধুমাত্র তখনই, যদি ট্রান্সমিটার (সেল টাওয়ার) ও রিসিভার (ডিভাইস) একসাথে খুব কাছাকাছি থাকে। আর তাতে মানুষের ঝুঁকিটাও অনেকগুণে বেড়ে যাবে।

Scanned with CamScanner

এই ঘনিষ্ঠ দূরত্বের প্রয়োজন অর্জনে সেল টাওয়ার অ্যান্টেনা অ্যারেগুলোকে অবশ্যই আরও কাছাকাছি থাকতে হয় এবং 'ছোট কোষ'-এর ট্রান্সমিটার দ্বারা সংযুক্ত হতে হয়। ১০০-২০০ গজ দূরে যাতে বস্তুর চারপাশে ফ্রিকোয়েন্সি কার্যকরভাবে কাজ করতে পারে, সেজন্য এই টাওয়ারগুলোকে ঘনত্ববিশিষ্ট হতে হয়। যাই হোক, এবার আপনার চারপাশে তাকান আর আপনার এলাকার সেল টাওয়ারগুলোর দিকে মনোযোগ দিন। দেখবেন—কেবল নতুন টাওয়ারগুলো আরও কাছাকাছি এবং নিকটবর্তীভাবেই একত্রিত হয়নি, বরং তার অ্যারেগুলোও ভূমির অনেক কাছাকাছি স্থাপিত হচ্ছে দিনদিন। ভবিষ্যতে হয়তো প্রতিটি সেলফোনই একটি করে টাওয়ার হয়ে ওঠবে। অর্থাৎ, আপনার হাতের ফোনটাই একটা রিসিভার ও ট্রান্সমিটার হয়ে ওঠবে। সে লক্ষ্যেই গোপনে কাজ করছে তারা।

আমি অনেক সেল টাওয়ার দেখেছি, যেগুলো পুনরায় নতুন অবস্থানে এমনভাবে স্থাপন করা হয়েছে, যাতে তারা কেবলমাত্র গাছের চূড়া ও ছাদ থেকে সাধারণত ত্রিশ ফুট উচ্চতার মধ্যে থাকে, যাতে বিশ্বকে আরও সহজে 'Internet Of Things'-এর সাথে সংযুক্ত করা যেতে পারে। তাছাড়া আরও হাজার হাজার নতুন সেল টাওয়ার তৈরি হচ্ছে এবং যেগুলো একে অপরের থেকে মাত্র একশ গজ দূরে অবস্থিত। এই বৃহত্তর, নিম্ন সেলবিশিষ্ট টাওয়ারগুলোকে শীঘ্রই বিলিয়ন বিলিয়ন 'ছোট কোষ' ট্রান্সমিটার দ্বারা ভূমিস্তরে সংযুক্ত করা হবে, যাতে ছোট মিলিমিটারের এই তরঙ্গগুলো গাছ ও বাড়ির মতো বাধাগুলোকে পেরিয়ে চারপাশে মানুষের আরও নাগালের মধ্যে প্রসারিত হবে। একবার চিন্তা করুন সেই দিনটির কথা।

এই মিনি সেল টাওয়ারগুলো একেবারে নির্দোষ। প্রায় সবগুলোই সর্বাধিক তিন ফুটেরও কম লম্বা এবং এগুলোকে স্থাপন করা হচ্ছে রাস্তার আলো, বৈদ্যুতিক খুঁটি, ল্যাম্পপোস্ট, স্টপলাইট ও পতাকাদণ্ডের ওপর। সেই সাথে ঘর ও ভবনের নিম্নমেঝেতেও এদের সংযুক্ত করা হচ্ছে। অনেক সেল টাওয়ার এমনভাবে সাজানো হয়, যেন সেগুলো দেখে স্থাপত্যের আরেকটি অংশ বা গাছ বলে মনে হয়। অথবা মনে হয়, ক্যাকটাস বা অন্য প্রাকৃতিক কোনো উপাদান। ফলে সেগুলো খুব সহজে আমাদের চোখে পড়ে না। তবে আশা করা যাচ্ছে, শীঘ্রই প্রতি দুইশ গজ বা তারও কম দূরত্বে ছোট কোষ ইমিটারে ভরে ওঠবে

Scanned with CamScanner

আমাদের চারপাশ। ২০৩০ সালের মধ্যে আপনার সামনের বা পেছনের উঠান অথবা বাড়ির, কর্মক্ষেত্রের বা স্কুলের ছাদে কিংবা সম্মুখভাগে এই নতুন উচ্চশক্তির অস্ত্র সিস্টেম এক বা একাধিক হারে থাকবে, যাতে তাদের সুপার হাই রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আপনার ও আপনার বাচ্চার মস্তিষ্কে বোমার বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে দিনে দিনে।

মানবতার ওপর এই আক্রমণ শুরু হয়েছিল ১৯৯২ সালে, জাতিসংঘের এজেন্ডা 21 হিসেবে পরিচিত ট্রোজান হর্সের সাথে। আমরা ইতোমধ্যেই অনেক বেশি সহ্য করেছি—বিশ্বব্যাপী ঘর, স্কুল ও কর্মক্ষেত্রে ইন্টারনেট ও বেতার যোগাযোগের প্রবর্তন; গ্লোবাল ফুড সিস্টেমে জিএমও-এর বলপ্রয়োগ এবং তাদের সংশ্লিষ্ট কীটনাশকের বাধ্যতামূলক করা ইত্যাদি অনেক কিছুই সহ্য করে এসেছি আমরা। আর একটু করলে বা এখনই জেগে না ওঠলে মানুষ শীঘ্রই বিপন্ন প্রজাতির তালিকায় যোগদান করবে। আর এজন্য ইলুমিনাতি শিকারীদের মনে বিন্দুমাত্র আফসোস নেই।

টম হুইলার ওবামা প্রশাসনের এফসিসি চেয়ারম্যান ও টেলিযোগাযোগ কার্টেলের দীর্ঘকালীন হাতিয়ার হিসেবে ছিলেন। তার ইশতেহারে তিনি টেলিকম ও প্রযুক্তি শিল্পকে মুক্তভাবে রাজত্ব করারই আশ্বাস দেন। প্রায় যখন তিনি নতুন 'Internet Of Things' কমানোর জন্য কোনো আইনই যে কার্যকর হবে না, সে সম্পর্কে দীর্ঘ ও খুব বিরক্তিকর বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন—"কিছু দেশের জন্য আমরা বিশ্বাস করি না যে আমাদের আগামী আরও কয়েক বছর 5G নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ ও অধ্যয়ন করে ব্যয় করার প্রয়োজন আছে। 5G হওয়া উচিত কি না, এটার কীভাবে কাজ করা উচিত, চালানো উচিত, এই বলে আমরা কোনো মানদণ্ডের অপেক্ষা করব না; পরিবর্তে আমরা আগে পর্যাপ্তসংখ্যক স্পেকট্রাম ব্যবহারযোগ্য করব, তারপর ব্যক্তিগত খাতের নেতৃত্বাধীন প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভর করে ঐ ফ্রিকোয়েন্সিগুলো ও ব্যবহৃত আবরণের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত প্রযুক্তিগত মানদণ্ড উৎপাদন করব।"

সুতরাং, প্ল্যানেট আর্থ ও তার অধিবাসীদের জন্য পরবর্তী অলৌকিক 5G নেটওয়ার্ক আসছে। এর রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি বিকিরণ আমাদের বর্তমান স্ট্রাটস্ফিয়ারের কাছাকাছি নিয়ে যাবে এবং রাজমুকুটধারীরা বাতিকগ্রস্ত কর্পোরেশনগুলোকে আমাদের 'নিশ্চিহ্ন' করার অনুমতি দেবে। তাছাড়া বর্তমানে

Scanned with CamScanner

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পূর্ণ যা কিছুই আছে, তার সবই আপনার চেয়ে অনেক বেশি 'স্মার্ট' এবং দেখতেও অনেক সুন্দর এবং মজাদার।

এবং যখন আপনি EMF ক্যান্সারে মারা যেতে থাকবেন বা অন্য কোনো উদ্ভট রোগে ভুগবেন, যার নাম আগে কেউ কখনো শোনেনি, তখন আপনার ব্যক্তিগত ড্রয়িড (droid) আপনার নিজের ঘর থেকে আপনাকে বাইরে বের করে দেবে অন্যান্য বন্য জীবদের সাথে বসবাস করার জন্য। শুধু থাকবে তাদের ইলুমিনাতি প্রভু ও মন পরিবর্তন করা কিছু মানব ক্রীতদাস। আর তারাও থাকবে শুধুমাত্র তাদের ব্যক্তিগত স্বর্গের বাগানের পরিচর্যার জন্য। ঈশ্বর আমাদের সবাইকে সাহায্য করুন।

Scanned with CamScanner

২০১৬ সালের নির্বাচনে ইলুমিনাতি দুঃস্বপ্ন

আমেরিকার নির্বাচনে পূর্ব থেকেই প্রায় জয়ের মুকুট মাথায় দেওয়া রথচাইল্ডদের সমর্থিত হিলারি ক্লিনটনের ভাগ্য ২০১৬ সালের জুনে শেষ হয়ে যায়। এর দ্বারা আমেরিকার নির্বাচনী বিপ্লবের শেষ চেষ্টাটারও মৃত্যু ঘটে।

রথচাইল্ডের নেতৃত্বাধীন ইলুমিনাতি সরীসৃপ ব্লাডলাইনযুক্ত ব্যাংকাররা মূলত নির্ভর করে ভয় ও নেতিবাচকতাযুক্ত পরিবেশের ওপর। বিশ্বের বৃহত্তর জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে তাদের এর প্রয়োজন হয়। মনে রাখবেন, ম্যাসনিক প্রকল্প অনুযায়ী তারা আমাদের রূপান্তরিত করতে চাইছে ৪র্থ মাত্রার দুঃস্বপ্নের নেতিবাচক শক্তি উৎপাদনের উৎস হিসেবে। আর হিলারি ক্লিনটন ও ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্বাচনী নাটক এর একটি প্রত্যক্ষ উদাহরণ।

যদিও ট্রাম্প অনেককে বিশ্বাস করাতে চেয়েছিলেন যে, তিনি একজন বিদ্বান ও নিরপেক্ষ ব্যক্তি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন একজন রথচাইল্ডদের দাবার ঘুঁটি ও ক্রাউন এজেন্ট। তিনি তাদের স্ট্রোম্যান হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছিলেন ১৯৮৭ সাল থেকেই। তখন সিআইএ'র তালিকায় ইন্টারন্যাশনাল ড্রাগ মানি লন্ডারিংয়ের মাঝেও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তিনি। আটলান্টিক সিটির বোর্ডওয়ার্ক সমুদ্রের সামনের একগুচ্ছ সম্পত্তিকে তিনি কালো টাকা ও জুয়া খেলার স্বর্গরাজ্যে পরিণত করেন। যখন ট্রাম্প দেউলিয়া হয়ে রথচাইল্ড ইনক. দ্বারা আটক হয়েছিলেন, তখন থেকেই গোপনে এসব চুক্তি হয়ে আসছে। রথচাইল্ডদের সাথে সেই থেকেই মিলে যান ট্রাম্প আর এ কাজের জন্য বন্ড বিশেষজ্ঞ উইলবার রসকে বাণিজ্য সচিব ও ডোনাল্ড ট্রাম্পকে রাষ্ট্রপতিত্ব দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। তাছাড়া ট্রাম্প যে ক্ষমতায় আসবে, তার প্রেক্ষাপট অনেক আগে থেকেই তৈরি করা ছিল।

নির্বাচনে তৃতীয় কোনো পক্ষের সরাসরি হস্তক্ষপের অনেক প্রমাণ পায় জনগণ। তাই তারা ক্রমেই সন্দিহান হতে থাকে। ইন্টারনেটের কল্যাণে একত্রিত হতে থাকে এবং প্রকাশ করতে থাকে গোপন অনেক লুকানো কথাই। তখন ইলুমিনাতি ও তাদের দোসররা দোষ চাপিয়ে দেয় রাশিয়ার কাঁধে। আপনি কি এটা সত্যিই বিশ্বাস করেন—আমেরিকার মতো প্রযুক্তির দিক দিয়ে শক্তিশালী

Scanned with CamScanner

একটা রাষ্ট্র তাদের নির্বাচনের মতো এত স্পর্শকাতর বিষয়ে অন্য দেশকে হস্তক্ষেপ করতে দেবে? কিংবা করলেও তা মানবে?

হিলারি ক্লিনটন নিজেও একজন ক্রাউন এজেন্ট ছিলেন। এই ক্রাউন এজেন্ট বনাম ক্রাউন এজেন্টের যুদ্ধ চারদিকে একটা ভয়ের পরিবেশ তৈরি করে। তৈরি করে হতাশা, ক্রোধ ও ঘৃণার রাজত্ব—যা ইলুমিনাতিদের ট্রান্স-হিউম্যানিস্ট 5G এজেন্ডা এগিয়ে নিয়ে চলে। ঘৃণা ও বিষাক্ততার রাজত্ব আনুন্নাকি সরীসৃপদের বংশধর ও লুসিফেরিয়ানদের আলাদা শক্তি জোগায়। এর মাধ্যমে তারা এই পৃথিবীর মানুষকে দাসে রূপান্তর করতে চায়।

তাদের অবকাঠামো অবশ্য আমাদের এখন দাসেই পরিণত করে রেখেছে। এমনকি ধীরে ধীরে কাজ পাওয়াও মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। আর এভাবেই ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে ৭৫% লোকের জনশূন্য করার প্রক্রিয়া।

তাছাড়া নেতিবাচকতার এই পরিবেশের সাথে যুক্ত হয়েছে ইন্টারনেটের আসক্তি, যা ইতোমধ্যেই মানবতা অর্ধেক কেড়ে নিয়েছে। এলন মাস্ক ও তার অন্যান্য আরও প্রযুক্তির গুরুরা এখন তাদের দানবীয় কোয়ান্টাম কম্পিউটার নিয়ে খোলামেলা আলোচনা শুরু করে দিয়েছে। এটি চলে এলে যে কী হবে তা কল্পনারও অযোগ্য।

উদাহরণস্বরূপ, ইন্টারনেট বৃদ্ধির সাথে সাথে মার্কিন স্কুলগুলোতে গোলাগুলির পরিমাণও বেড়ে যাচ্ছে। বন্দুকের শ্যুটিং বৃদ্ধির সাথে সরাসরি সম্পর্কিত থাকতে পারে ইন্টারনেট। লুসিফেরিয়ানদের লক্ষ্যমাত্রা মানব-সংস্কৃতি হ্রাসের কারণ হয়ে ওঠছে। তাছাড়া মাইক্রোচিপযুক্ত জনসংখ্যা, ডিজিটাল ক্রিপ্টো-মুদ্রা ও 5G দ্বারা পুরো দুনিয়া হাতের মুঠোয় নিয়ে নাচানো তো আছেই। এগুলো আমরা যে তাদের দাস, এই কথাই প্রমাণ করে যাচ্ছে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মতো বিপর্যয়কর ঘটনা, বিশাল শেয়ার বাজারের ধ্বংস ইত্যাদিও নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের চূড়ান্ত বিপর্যয়ের দিকেই নিয়ে যাচ্ছে আমাদের।

সবচেয়ে খারাপ ব্যাপারটা হচ্ছে—আমরা এতে সরাসরি অন্য কিছুর আক্রমণ দেখতে পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি ডার্ক স্টার গ্রহ 'এক্স নিবিরু', যা আনুন্নাকির বাড়ি হিসেবে ব্যবহৃত হয়, সেখানকার হস্তক্ষেপ। বিজ্ঞানীরা 'God Particles'-এ দানবীয় কিছুর অস্তিত্ব অনুভব করতে পারছেন। এর কিছুটাও যদি

Scanned with CamScanner

সত্যি হয়, তাহলে আসন্ন দিনগুলোতে মানুষের পক্ষে সহজসাধ্যভাবে কাজ করা অনেকটাই কঠিন হয়ে ওঠবে।

আমি তাই আপনাকে রাজনৈতিক দলগুলোর দ্বিমুখী শিবির থেকে সরে আসার পরামর্শ দিতে পারি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, এই মায়ার জগত থেকে সরে আসুন। ফেসবুক ও সমস্ত ইন্টারনেট যোগাযোগ থেকেও পারলে নিজেকে নিষ্ক্রিয় করুন। এলিয়েনরা এর মাধ্যমে তাদের এজেন্ডা উস্কে দিচ্ছে এবং শক্তিশালী নেতিবাচকতার পরিবেশ তৈরি করছে। সামাজিক মিডিয়া হয়ে যাচ্ছে অসামাজিক, তাই প্রকৃতি ও বাস্তবের মধ্যে থাকার চেষ্টা করুন। আপনার চিন্তাভাবনা ও অনুভূতিকে গাইড করার জন্য মানুষের মিথস্ক্রিয়ার ওপর নির্ভর করবেন না।

মহাকাব্যিক যুদ্ধ আমাদের ওপর। তাই সহজভাবে ভাবুন—কারণ, এটি সহজ। এই যুদ্ধ হবে ভালো ও মন্দের মধ্যে, প্রকৃতি ও প্রযুক্তির মধ্যে, ঈশ্বর ও শয়তানের মধ্যে, উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির মানুষের মস্তিষ্ক ও কম ফ্রিকোয়েন্সির 4th Dimeansion-এর সরীসৃপ এলিয়েনদের মস্তিষ্কের মধ্যে। তাই আপনি সর্বদা সঠিক দিকটি নির্বাচন করুন। নিশ্চিত করুন যে, আপনি সঠিক দিকেই আছেন। কারণ, আপনি দ্বিতীয়বার সুযোগ পাবেন না।

Scanned with CamScanner

অধ্যায় : ষোলো

ইন্টারনেটের কারণে সম্ভাব্য পতন

ভয়ের রাজনীতির কারণে আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ইস্যু সামনে পেয়েছি, যেগুলো পরিবেশকে সবসময়ই উত্তপ্ত করে রাখত। হিলারি-ট্রাম্পের পাতানো রাষ্ট্রপতি নির্বাচন থেকে শুরু করে সাদা কালো মানুষদের যুদ্ধ, এমনকি হালের ব্রেক্সিট পর্যন্ত। এগুলো বিশ্বজুড়ে এমন এক পরিবেশ তৈরি করে, যার পেছনে পুরো পৃথিবী মেতে থাকে। অপরদিকে তারা এর আড়ালে অনেক গোপন এজেন্ডা বাস্তবায়ন করে।

শেয়ার বাজারের নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের কারণে সারা পৃথিবীর শেয়ার বাজারের বিনিয়োগকারীরা খাবি খাচ্ছে। লোকেরা পণ্য কিনছে না। কারখানাগুলো রেকর্ড পরিমাণে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী উৎপাদন করতে পারছে না। মানুষের ব্যক্তিগত ঋণের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। যুবকরা তাদের পিতামাতার আশ্রয়ে থেকে লড়াই করে চলছে শিক্ষা লোন শোধ করার জন্য। ২০০৮ সালের আবাসন সংকট থেকে আবাসনব্যবস্থা—সবকিছু ধুঁকে ধুঁকে চলছে। মানুষ দ্রুত নগরায়নের দিকে ছুটছে এবং আমাদের দাদা-দাদিদের প্রজন্মের চেয়ে বর্তমানে ভূমিহীন লোকের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। এতকিছুর মধ্যেও মানুষের ইন্টারনেটের আসক্তি বেড়ে চলছে বহুগুণে।

আমেরিকার বেশিরভাগ লোকই প্রায় একেবারে কিছুই উৎপাদন করছে না। তারা সময় কাটাচ্ছে 'অনলাইন' নামের এক ম্যাট্রিক্স মেশিনে, যাকে নেতিবাচকতার পারমাণবিক চুল্লি বললেও ভুল হবে না। যুদ্ধাত্মক ও মতবিরোধী শক্তি উৎপাদন, চ্যাট রুম, ফেসবুক গ্রুপ ও অনুরূপ সামাজিক প্রকৌশলগুলো বৈশ্বিক অভিজাতদের জন্য নেতিবাচকতার রকেট ফুয়েলের মতো ব্যাপার। কারণ, তারা সকলেই আমাদের একটা করে নেতিবাচকতার ব্যাটারিতে রূপান্তর করতে চায়।

যাই হোক, আপনি বর্তমানে তাদের অনলাইন ব্যাটারি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছেন। আপনাদের জন্যই প্রাক্তন আমেরিকান ইন্ডিয়ান মুভমেন্ট (AIM)-এর গোয়েন্দা প্রধান ও কবি, সংগীতশিল্পী ড. জন ট্রুডেল বলেছিলেন—**"খনি তৈরি হচ্ছে।"**

Scanned with CamScanner

কথাটার যথার্থতা একবার ভেবে দেখুন। বর্তমানে আপনি অক্সিজেন, পানি ও আরও অন্যান্য অনেক উপাদান থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এবং ধীরে ধীরে ধাতব পদার্থে রূপান্তরিত হচ্ছেন, যাতে আপনাকে খনন করা যেতে পারে।

দয়া, শালীনতা ও নিষ্ঠা ক্রমেই পশ্চাৎপদ হয়ে ওঠেছে। আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ডগুলো পরিণত হচ্ছে ফ্যাশন শো-এর মতো ব্যাপারে। বর্তমানে সবচেয়ে স্মার্ট ব্যক্তি হিসেবে সে-ই বিবেচিত হচ্ছে, যে চুপ থাকতে পারে সবচেয়ে বেশি। এরকম আরও অসংখ্য উদাহরণ আমাদের চোখের সামনেই আছে। আপনি চোখ বুঁজে একবার ভাবলেই অনেক কিছু বুঝতে ও অনুধাবন করতে পারবেন।

ইন্টারনেট মূলত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পেন্টাগনের গোপনীয় 'DARPA' প্রজেক্টের দ্বারা, যা ছিল মূলত 'আরও গণতান্ত্রিক বিশ্বের জন্য তথ্যপ্রবাহকে স্বাধীন করা'-এর একটি প্রজেক্ট। বাস্তবে এই মেশিনগুলো এমন একটি বিশ্ব তৈরি করছে, যা ইতিবাচকতার তুলনায় নেতিবাচকতারই চিন্তা করে বেশি। তবে এর মূল উদ্দেশ্যগুলো কিন্তু অস্পষ্ট। এর সাথে মানবতার মিল রয়েছে খুবই অল্প। আজ ইন্টারনেটের দ্বারা বিভিন্ন পিটিশন স্বাক্ষরিত হয়, ভার্চুয়াল গ্রুপ গঠিত হয়, মানুষ বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে, স্বীকার হয় নাম না জানা আরও অসংখ্য ঘটনার। তাছাড়া জীবনযাত্রার মানের দ্রুত অবনতি অব্যাহত রাখা, গ্রহটি অপ্রয়োজনীয় কিছুতে ভরে যাওয়া, ক্ষতিকর কিছু ছড়িয়ে পড়া, স্বার্থপরতা ও নাস্তিক্যতার কারণে পরিবার ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়া, যন্ত্রের প্রতি আসক্তি, বেঁচে থাকার ক্ষমতা হ্রাস পাওয়া তো আছেই। আজকাল মানুষ বাস্তব অভিজ্ঞতার চেয়ে উইকিপিডিয়া বা Ask Jevees-কে বেশি বিশ্বাস করে। এ সম্পর্কে বলা যায়—প্রত্যেকেই সবকিছু জানে, ভালো-মন্দ সব; তবু মানুষ খুব বেশি কথা বলে, কিন্তু কেউ শুনতে চায় না।

আবার ইন্টারনেটের মাধ্যমে মাঝেমধ্যে তথ্যের ওভারলোড হয়। এটি সিদ্ধান্তহীনতা, বিচ্ছিন্নতা, নিরাপত্তাহীনতা, বিভাজন ও মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ায়। মানুষ বাস্তব সম্পর্কে সন্দিহান ও ভীতিকর হয়ে পড়ে।

ইন্টারনেট মানুষকে কী পরিমাণ সাইকোপ্যাথ রোগী বানিয়ে দিচ্ছে, তার সাম্প্রতিক এক বাস্তব উদাহরণ হচ্ছে মিনিয়াপলিসের এক কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা। যার প্রেমিককে একজন সাদা আধিপত্যবাদী পুলিশ রুটিন ট্রাফিকের সময় থামতে বলার পরও না থামায় গুলি করে। মেয়েটি তখন চিৎকার করতে করতে

Scanned with CamScanner

ছেলেটিকে বাঁচানোর পরিবর্তে স্মার্টফোন দিয়ে ভিডিও করতে থাকে; সে ফেসবুক বন্ধুদের জন্য লাইভ করা শুরু করে দেয়। ছেলেটি মারা যায়, কিন্তু সে বিখ্যাত হয়। তাই নয় কি? এরকম উদাহরণ চারদিকে অসংখ্য দেখা যায়।

Scanned with CamScanner

স্মার্টফোন মানুষকে আস্তাকুঁড়ে বানাচ্ছে

আজ সকালে আমাদের উঠানটি হরেক রকম পাখির কলকাকলিতে ভরে ওঠেছিল। সামার ট্যানাজার, ভাইরোস, ওরিওলস, নীল বান্টিং, গোল্ডফিঞ্চ ইত্যাদি সকলে মিলে যেন কোরাস গাইতে শুরু করেছিল। তাদের সাথে যোগ দিয়েছিল স্থানীয় কার্ডিনাল ব্লুবার্ডস, কাটঠোকরা, ভার্জিনিয়া, টাইটমাইস ইত্যাদি। অনেকে আবার এসেছিল ঝাঁকে ঝাঁকে। কয়েক বছর আগে যখন আমরা শহরে থাকতাম, তখন এগুলো অনেকটাই অস্বাভাবিক ছিল। কারণ, আমরা এখন বাস করছি সেলফোন টাওয়ার থেকে দূরের কোনো এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে।

ইদানিং অনেকে বলাবলি করছে যে, শহরাঞ্চল থেকে তাদের গানের পাখিগুলো পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে গেছে। অদৃশ্য হয়ে গেছে শুধু পাখিই নয়—বিভিন্ন পশু, পোকামাকড় ইত্যাদিও।

১৯৫২ সালে 'শুম্যান রেসোন্যান্স' বা শুম্যান অনুরণ আবিষ্কার হয়, ফলে মূলধারার বিজ্ঞানীরা দেখতে পায় যে, আমাদের সাধের পৃথিবীটা একটা জীবন্ত বৈদ্যুতিক চৌম্বক তরঙ্গে পরিণত হয়েছে, যা নিয়মিতভাবে 'Extremely Low-frequency (ELF)' তরঙ্গ নির্গত করে চলছে। পাখি ও পোকামাকড় চলাচল করার সময় এই ফ্রিকোয়েন্সিগুলোকে কম্পাস হিসেবে ব্যবহার করে, ফলে বর্তমানে তাদের জীবনযাত্রায় ব্যাপক সমস্যা দেখা যাচ্ছে। তাদের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে।

মধু আহরণকারী মৌমাছিদের কলোনী ধ্বসের ঘটনা ঘটছে ELF-এর কারণে। এই একই কারণে কয়েকশ প্রজাতির পাখি ও প্রজাপতি শীঘ্রই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। রেডিও তরঙ্গের এই বিস্ফোরণে মানবস্বাস্থ্যও মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ হবে। পৃথিবীর ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ক্ষেত্রটি আমাদের চারপাশ রক্ষা করে। যদি সেখানে সামন্যতমও পরিবর্তন হয়, তাহলে পৃথিবীর জীববৈচিত্র্যে বিরাট ক্ষতি হয়ে যাবে। কিন্তু সেখানে শুধুমাত্র সামান্য পরিবর্তনই নয়, ঘটেছে বিরাট কিছুই।

যে প্রাকৃতিক ফ্রিকোয়েন্সি আমাদের চারপাশ রক্ষা করে, তার ফ্রিকোয়েন্সির গড় ৭.৮৩ হার্টজ। সৌর বাতাস, বজ্রপাত ও অন্যান্য প্রাকৃতিক ঘটনা এর মাঝে যোগ বা বিয়োগ হয়ে এই গড় বজায় রাখে। এটাই মাদার আর্থের হার্টবিট।

Scanned with CamScanner

কিন্তু মানুষ যেদিন থেকে পৃথিবীতে বৈদ্যুতিক চৌম্বকীয় তরঙ্গের ব্যবহার শুরু করেছে, তখন থেকে পৃথিবীর তরঙ্গ যেন হাসপাতালে একটি ইসিজি (ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাম)-এর পর্দা ওঠা-নামার মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৮০-এর দশকে আবিষ্কার হয়েছিল যে, মানুষের মস্তিষ্কও পরিচালিত হয়; ঠিক 'শুমান রেসোন্যান্স'-এর মতো ৭.৮৩ হার্টজে। বিষয়টা কি শুধুই কাকতালীয়?

অস্ট্রিয়ান বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী লুইস হ্যান্সওয়ার্থ প্রাকৃতিকভাবে ঘটা মানুষের মস্তিষ্কের ফ্রিকোয়েন্সি আবিষ্কার করেন। তিনি যে তরঙ্গের কথা বলেন, তা আজকাল 'আলফা তরঙ্গ' হিসেবে সমধিক পরিচিত। হ্যান্সওয়ার্থই প্রথম বলেছিলেন যে, মানবস্বাস্থ্য নির্ভর করে মস্তিষ্কের ফ্রিকোয়েন্সির সাথে 'শুম্যান রেসোন্যান্স'-এর ওপর।

এ বিষয়টির অন্যতম প্রধান গবেষক ড. ওল্ফগ্যাং লুডভিগ দেখেন যে, 'শুম্যান অনুরণন'টি খুব সহজেই প্রকৃতি ও সমুদ্রের কাছে পরিমাপ করা যায়, কিন্তু শহরগুলোতে যেখানে সেলফোন টাওয়ারের ব্যবহার সর্বব্যাপী, সেখানে একে পরিমাপ তো দূরের কথা, শনাক্ত করাও মুশকিল। আরও দুর্ভাগ্যজনকভাবে হ্যান্সওয়ার্থ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, মানুষের মস্তিষ্কে অপ্রাকৃত ফ্রিকোয়েন্সির প্রকাশ ঘটছে, তাদের মস্তিষ্কে একটি বিবর্তন চলছে, কিন্তু কী সেই বিবর্তন? আমরা একশ হাজার বছরের রাজস্ব আনন্দের সাথে মাদার আর্থের প্রাকৃতিক ছন্দে নিজেদের বিবর্তিত করেছি, কিন্তু হঠাৎ করেই কেন এত বিশৃঙ্খল অবস্থা আমাদের?

আমাদের মাঝে বর্তমানে চলছে মাল্টিপল ডিসঅর্ডার, আইডেন্টি ক্রাইসিস, লিঙ্গ পরিবর্তন ইত্যাদি। আর এগুলোও খুব ভালো করে ইলুমিনাতির ট্যাভিস্টক ইনস্টিটিউট মিডিয়া দ্বারা প্রমোট করা হচ্ছে। তাহলে এ থেকেই কি ব্যাখ্যা করা যায় না, মানুষ কেন ধীরে ধীরে ঠুটো জগন্নাথে পরিণত হয়ে যাচ্ছে? এখনই যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে 5G তরঙ্গ পুরোদমে ব্যবহার করা শুরু হলে অবস্থাটা কী হবে? তখন কি আমাদের অবস্থাও অন্যান্য পাখি বা পোকামাকড়ের মতো হবে? আমরা কি আমাদের চিরকালীন আনন্দের উৎসগুলো হারাব?

টেলিকম নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা পর্ষদ সম্পর্কে জ্ঞানের অভাবে তলে তলে আমাদের আরও অনেক ক্ষতিই হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া মূলধারার সংস্থা—যেমন : WHO সরাসরি বলেছে যে, সেলফোনের তরঙ্গ ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে। তবে

এটি সর্বাধিক ক্ষতি করে আমাদের কানের কাছে অবস্থিত মস্তিষ্কের গিলোমাস অঞ্চলকে। এর কেন্দ্রস্থলে রয়েছে পিনিয়াল গ্লান্ড। দুটি কারণে এই গ্লান্ড খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১. শারীরবৃত্তীয়ভাবে পাইনাল গ্রন্থিটি মেলাটোনিন উৎপাদন করে। (পাইনাল গ্রন্থ ও মেলাটোনিন হরমোন যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা পূর্বের অধ্যায়গুলোতে আলোচনা করা হয়েছে।) এই মানব হরমোন ফ্রি র‍্যাডিক্যালগুলোতে আক্রমণ করে এবং আমাদের কাছে সুরক্ষার জন্য সর্বাধিক প্রয়োজনীয় ইমিউন সিস্টেমকে পুনর্গঠন করে। যার ক্ষতি হওয়া মানে শুধু ক্যান্সার নয়; আরেও হাজারটা রোগ শরীরে তৈরি হওয়া। আমরা মেলাটোনিন কেবল তখনই উৎপাদন করি, যখন আমরা কোনো অন্ধকার জায়গায় ঘুমাই। এটিই আমাদের সহজাত প্রবণতা। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে, কম আলো আর ELF-এর মধ্যে পার্থক্য ধরতে পারে না। সুতরাং আপনি যদি কোনো সেলফোন তরঙ্গ দ্বারা ঘেরা কোনো এলাকায় থাকেন, তাহলে আপনি মেলাটোনিন উৎপাদন করতে পারবেন না।

২. আধ্যাত্মিকভাবে বলতে গেলে, পাইনাল গ্রন্থিটিকে প্রাচীন জ্ঞানী ব্যক্তিরা 'মানুষের তৃতীয় চক্ষু' হিসেবে উল্লেখ করত। এটি মানুষকে তার চারপাশে বিদ্যমান ও ঘটমান বিভিন্ন ঘটনা সনাক্ত করার প্রাকৃতিক ক্ষমতা প্রদান করে, যা মানুষের পাঁচ ইন্দ্রীয়ের বাইরেও কাজ করে। অনেক ইলুমিনাতি গবেষক তাদের ফাইলে এই তৃতীয় চক্ষুর ক্ষতি করার কথা বলেছেন। তাহলে মানুষের শক্তি অনেকটাই খর্ব হবে।

আমরা যদি মানুষই থেকে যেতে চাই, তাহলে আমাদের অবশ্যই বাজারে চলা এই তরঙ্গের ব্যবসার মোকাবেলা করতে হবে। আমাদের বুঝতে হবে এটি আসলে কী। আমাদের পৃথিবী মাকে এলিয়েন/বিদেশী কোনো আগমণকারীর হাত থেকে বাঁচাতে হবে।

আপনার 'ডিভাইস' ত্যাগ করে বাইরে নামুন। প্রকৃতির সান্নিধ্যে যান এবং আপনার মা ও নিজেকে চিনুন, জানুন; অতঃপর লড়াই করতে শুরু করুন। যে লড়াই তারা আমাদের ওপর শুরু করেছে, তার বিরুদ্ধে লড়ুন, অন্যকে লড়তে আহ্বান করুন। আপনি যদি আমাকে কোনো অজুহাত দেখান, তবে আমার কাছে খাঁটি সুর শোনার এখনো কিছু সুরেলা পাখি আছে।

প্রতিটি সেলফোন এখন হয়ে ওঠেছে একটি করে ট্র্যাকিং ডিভাইস। এর সাহায্যে প্রতিটা মানুষের অবস্থান খুব সহজভাবেই চিহ্নিত করা যায়। একদম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পৃথিবীর যেকোনো অবস্থান থেকে জানা যায় ব্যক্তি বা বস্তুর অবস্থান। 'ওয়েব'-এর কারণে বর্তমানে আমরা কেউই নিরাপদ নই। মানুষের ব্যাংক হিসাব, মিউচ্যুয়াল ফান্ড ও জীবন বীমা পলিসি ইত্যাদি অনলাইনভিত্তিক হওয়ার কারণে যেকোনো সময় তার বৃত্তান্ত জানা যায়। ব্যাংকাররা নিজেরা ছদ্মবেশী হ্যাকার সেজে লুট করলেও কিছু বলার নাই। তাই ইন্টারনেটের সম্ভাব্য পতনের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার একমাত্র উপায় হচ্ছে নিজে নিজে সচেতন হয়ে যাওয়া এবং এ থেকে যতটা সম্ভব নিজেকে সরিয়ে রাখা।

Scanned with CamScanner

অধ্যায় : আঠারো

ক্যামব্রিজ অ্যানালিটিকার ফেসবুক কেলেঙ্কারি

বন্দুক আবিষ্কারের পেছনে যেমন জিওপলিটিক্স-এর বিশাল গল্প আছে, তেমনি ক্যামব্রিজ অ্যানালিটিকার পেছনে গল্প আছে ফেসবুকের। ২০১৮ সালে এর কেলেঙ্কারিতে পুরো দুনিয়া তোলপাড় হয়ে যায়। এই ক্যামব্রিজ অ্যানালিটিকা ব্রিটিশ ও ইসরায়েলকে সঙ্গ দেওয়ার সাথে সাথে পেছনে সমানতালে হাত মিলিয়ে যাচ্ছিল লন্ডনের ক্রাউন ব্যাংকারদের সাথেও।

আমি দীর্ঘদিন ধরে দাবি করে আসছি যে—মার্ক জুকারবার্গের ফেসবুক ইসরায়েলীয় গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের অন্যতম সাহায্যকারী। এই পৃথিবীর প্রতিটি ব্যক্তির জন্য একটি করে ডসিয়র সংগ্রহ করার যে নকশা তারা নিয়েছে, তা পূরণ করার জন্য ক্যামব্রিজ অ্যানালিটিকা ব্যবহার করে মোসাদ, ব্যাংকারকে চ্যালেঞ্জ করার মতো প্রয়োজনীয় সামাজিক কাঠামো ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য যা অতীব জরুরি। বিশৃঙ্খলা, বিভাগ ও সংঘাত সৃষ্টির মাধ্যমে আধিপত্য; এ ছাড়াও চতুরতার মাধ্যমে মানবতার মানসিক মঙ্গলকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে এই তথ্যগুলো ব্যবহার করা হয়।

ক্যামব্রিজ অ্যানালিটিকা একটি ব্রিটিশ 'ডেটা মাইনিং' ফার্ম। এর মূল সংস্থা এসসিএল (Strategic Communication Laboratories) থেকে ছাঁটাই করা হয় ২০১৩ সালে। কারণ, ছিল 'আমেরিকান রাজনীতিতে অংশ নেওয়া।'

যুক্তরাজ্যের ক্যামব্রিজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিশ্বব্যাপী ব্যাংকিং এলিটদের জন্য স্বর্গরাজ্য ও থিংকট্যাংক, ঠিক যেমন ইলুমিনাতিদের জন্য স্বর্গরাজ্য যুক্তরাষ্ট্রে হার্ভার্ড ও ইয়েল ইউনিভার্সিটি। সেখান থেকে আসা ক্যামব্রিজ অ্যানালিটিকার অভ্যন্তরীণ কর্তাব্যক্তি রবার্ট মার্সার ছিলেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রথম দিকের অগ্রনায়কদের একজন। তাছাড়া তিনি হেরিটেজ ফাউন্ডেশন, Kato Institute, Breitbart.com ও Club for Growth-এর মতো বড় বড় প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। বর্তমানে তিনি নিউইয়র্কের 'আউলস নেস্ট' ম্যানশনে বাস করেন।

মার্সার ব্রেক্সিটের অন্যতম অর্থের যোগানদাতাও ছিলেন, যদিও অনেকে ব্রেক্সিটকে ইইউ-এর সাম্রাজ্যের অত্যাচার থেকে মুক্তির অন্যতম পথ হিসেবে

Scanned with CamScanner

দেখছেন, তবুও আমি দীর্ঘ দিন ধরে বলছি যে, এটি আসলে অ্যাংলো আমেরিকান অভিজাত দ্বারা নির্বাচিত একটি এজেন্ডা। তাছাড়া এটি সিটি অব লন্ডনের অভিজাতদের নোংরা কর্মকাণ্ড পরিচালনাকারী এজেন্ডাও বটে।

ফাঁস হওয়া প্যারাডাইজ পেপারস থেকে দেখা যায়—এখানে মার্সার নিজেই নিজেকে আলাদা আটটা ক্রাউন এজেন্টের পরিচালক বলে অ্যাখায়িত করেছেন। যেগুলোর সবই কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য বিখ্যাত।

তবে সম্প্রতি ব্রিটিশ চ্যানেল 4 গোপন তদন্তের মাধ্যমে ক্যামব্রিজ অ্যানালিটিকা এবং ফেসবুকের ঘৃণ্য চেহারা তুলে ধরেছে। প্রকাশ্যে এনেছে ব্রিটিশ/ইসরায়েলি গোয়েন্দাদের গোপন ষড়যন্ত্রের মতো ভয়াবহ অনেক কিছু। বর্তমানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কীভাবে ইসরায়েল ও তার মার্কিন দোসরদের ব্যবহার করে বিশ্বে নীরব রাজত্ব চালাচ্ছে, তার অন্যতম এক উদাহরণ হচ্ছে এটি।

ক্যামব্রিজের সিইও আলেকজান্ডার নিক্সের নেওয়া প্রায় বারো মিনিটের সাক্ষাৎকারে ক্যামেরার সামনে তার দাম্ভিকতা ধরা পড়ে। ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থাগুলো কীভাবে তথ্য সংগ্রহ করে, তার অনেকটাই তার সাক্ষাৎকার থেকে পাওয়া যায়। তিনি বলেছিলেন—"...আমরা বিভিন্ন মাধ্যমে অপারেটিং করতে অভ্যস্ত। আমরা যেকারও সাথে ছায়ার মতো ও খুব দীর্ঘমেয়াদী গোপন সম্পর্ক তৈরি করতে সক্ষম।"

তাছাড়া নিক্স বলেন কী করে ক্যামব্রিজ অ্যানালিটিকা গোপনে বিশ্বের প্রায় দুইশরও বেশি দেশে নির্বাচনকে প্রভাবিত করে। তার মধ্যে আছে নাইজেরিয়া, কেনিয়া, চেক প্রজাতন্ত্র, আর্জেন্টিনা ও ভারতসহ অনেক বড় বড় দেশ। এই প্রভাব ফলানোর জন্য ক্যামব্রিজ ঘুষ, পতিতা ও নকল আইডি ব্যবহার করে। নিক্স আসন্ন ফলাফল তৈরি করতে কিছু মধুর চক্রের ফার্মের কথাও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন—"এজন্য আমরা কিছু মেয়েকে সরাসরি প্রার্থীর গৃহে পাঠিয়ে দিই। এই যেমন ইউক্রেনীয় মেয়েরা খুব সুন্দর, তাদের চাহিদা অনেক বেশি। আমি দেখতে পাই, এটি খুব ভালো কাজ করে।"

এমআই 6/মোসাদ অপারেশন সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ছিল ইউক্রেনীয় নির্বাচনে অভ্যুত্থান নিয়ে আসে। তাদের ফলেই মূলত কোটিপতি পেট্রো পোরোশেঙ্কো ও তার জায়নিস্ট মাফিয়াকে ক্ষমতায় আসতে পারে। তাছাড়া ব্রিটিশ নির্বাচনে সাদা চামড়াধারীদের দাপট বেশ ভালোই দেখা যায়। এরকম

Scanned with CamScanner

আরও অসংখ্য নির্বাচনের উদাহরণ পেশ করা যায়, যেগুলোর প্রতিটিই কোনো না কোনোভাবে তাদের নোংরা হাতের স্পর্শে কলঙ্কিত। তবে তারা চাইলেই কিন্তু কালো চামড়ার কাউকে প্রমোট করতে পারে, ঠিক যেমনটি বারাক ওবামার ক্ষেত্রে করা হয়েছিল।

২০১৩ সাল থেকে ক্যামব্রিজ অ্যানালিটিকার বিছানো জাল এখন ইলুমিনাতিকে সরাসরি অ্যাক্সেস দিয়েছে মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের কারসাজিতে অংশ নিতে। মূলত তাদের জন্যই মার্কিন ক্ষমতায় ট্রাম্প যায়, নয়তো তার জন্য হিলারির মতো এত অভিজ্ঞ লোককে টপকে ক্ষমতায় যাওয়া মুশকিলই হতো।

তবে ক্যামব্রিজ কেবল ফেসবুক থেকে ডেটা মাইনিং করছিল না, সম্প্রতি উন্মুক্ত করে দেওয়া মেমোগুলো থেকে দেখা যায় যে, তারা ফেসবুক ব্যবহার করে ব্যবহারকারীর ডেটা ম্যানিপুলেট করছে; এ এক জঘন্য নোংরামী। তারা ব্যবহারকারীদের সাথে 'কাঙ্ক্ষিত সংবেদনশীল সম্পর্ক তৈরি'-এর চেষ্টা করে গেছে ধীরে ধীরে। এক কথায়, ব্যবহারকারীদের তাদের সরবরাহকৃত পণ্য গেলাতে বাধ্য করেছে। অনেকটাই 'MK-ULTRA' ধরনের মাইন্ড কন্ট্রোল অপারেশন চালিয়েছে তারা।

নিক্স সাক্ষাৎকারে বলেন—"আমরা কেবল ইন্টারনেটের মধ্যে তথ্যের অবাধ প্রবাহ রাখি, তারপর সেগুলোকে আস্তে আস্তে মানুষের সামনে তার আগ্রহ অনুসারে ভাসিয়ে তুলি, প্রতিবার একটু একটু করে এগিয়ে দিই এবং আবার ঐ বিষয়সম্পর্কিত নতুন কিছু হাজির করি, এই প্রক্রিয়ার ফাঁদে সবাই পড়ে যায়, যা অনেকটাই রিমোট কন্ট্রোলের মতো। আমাদের ক্লায়েন্টদের আমরা অন্যকোনো বিদেশি সংস্থার সাথে কাজ করতে দেখতে চাই না।"

Scanned with CamScanner

অধ্যায় : উনিশ

প্রযুক্তির আসক্তি ও ইলুমিনাতি এজেন্ডা

২০১৮ সালে অ্যাপলের দুই বৃহত্তম বিনিয়োগকারী 'জনা পার্টনার্স' ও 'ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট টিচার্স রিটায়ার্টমেন্ট সিস্টেম' অ্যাপলকে একটি খোলা চিঠি দেয়। চিঠিতে তারা শিশুদের প্রযুক্তির প্রতি আসক্তির দিকে নজর দিতে বলে। সেখানে বলা হয়—"অ্যাপল ইন্ডাস্ট্রি মানুষের স্বাস্থ্য ও অন্যান্য দিকটাতে নজর দিতে পারে। এরকম কিছুই পরবর্তী প্রজন্মে খুব ভালো ব্যবসা করবে এবং অ্যাপলের জন্য এগুলোই এখন সঠিক কাজ।"

যদিও বিশ্বের মুষ্টিমেয় জনগোষ্ঠীই প্রযুক্তির 'অগমেন্টেড রিয়েলিটি'-এর বিপদ সম্পর্কে কথা বলেছে, তবুও এর ঝুঁকি কিন্তু কম নয়। আমরা কি বুঝতে পারছি যে, আমরা ধীরে ধীরে প্রযুক্তির আসক্তির গর্তে পড়ে যাচ্ছি এবং সেখান থেকে উঠে আসা আমাদের আসলেই খুব কঠিন? এর বিপদের মাত্রাটা কিন্তু অন্য সবার থেকে সবচেয়ে বড়।

প্রযুক্তির কল্যাণে বর্তমানে অনেক বেশি পরিমাণে মানুষ নেতিবাচকতার দিকে ঝুঁকে পড়ছে, যা আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি আকারে। বিশ্বের প্রায় প্রতিটি শিশু থেকে বৃদ্ধ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এর রাক্ষুসে ফাঁদে পড়ে যাচ্ছে। এর থেকে নিস্তার পাওয়া কঠিন হয়ে যাচ্ছে। আমরা বর্তমানে পৃথিবীর একটা বিরাট পরবর্তনের সূচনা আরম্ভকারী প্রান্তরে দাঁড়িয়ে আছি।

টিভি ও ইন্টারনেট উভয় ক্ষেত্রেই ইলুমিনাতি প্রোগ্রাম প্রকাশিত হচ্ছে। অনুষ্ঠান, বিজ্ঞাপনসহ আরও অনেক কিছুর মধ্যে দিয়ে তারা তাদের এজেন্ডা পূরণের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছে। তাদের চিহ্ন ও সিম্বলগুলোকে এর মধ্যে ভরে দিতে দিতে সহজলভ্য করে তুলেছে। সেগুলোকে আমাদের জীবনে এমনভাবে মিশিয়ে দিয়েছে যে, চাইলেও আর সেগুলোকে আমাদের জীবন থেকে আলাদা করা সম্ভব নয়।

আমেরিকার FDA ১৩ নভেম্বর প্রথমবারের মতো মাইক্রোচিপযুক্ত ঔষধ অনুমোদন করেছে। এই চিপটি আদতে একটি ট্রাকিং সিস্টেম, যা রোগী সঠিক সময়ে ঔষধ খেয়েছে কি না তা ট্র্যাক করতে পারে। ব্যাপারটা সাদা চোখে যেমন দেখা যাচ্ছে, তেমনটা কিন্তু নয়। এটি ঔষধ ট্র্যাক করার সাথে সাথে আপনার

সবকিছুও কিন্তু ট্র্যাক করতে সক্ষম। অর্থাৎ, উদ্দেশ্য পুরোই আলাদা। তারা শুধু এখানেই থেমে নেই, পেছনে এরকম আরও মাইক্রোচিপ তৈরি হচ্ছে আপনাকে আমাকে ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে উন্মুক্ত করার জন্য।

ওয়ালমার্ট ও টমি হিলফিজারের মতো কর্পোরেট খুচরা বিক্রেতারা বর্তমানে পোশাক ও অন্যান্য পণ্যে অদৃশ্য RFID ট্যাগযুক্ত মাইক্রোচিপ বিক্রি করতে শুরু করেছে। এর অর্থ—আপনি যে 'পণ্য' কিনেছেন, তা আপনাকে আক্ষরিকভাবে আপনার প্রতিটি পদক্ষেপ ট্র্যাক করে দেবে। আপনি কখন কোথায় কী করছেন, তা উন্মুক্ত ফাইলের মতো হয়ে যাবে। কিছুদিন পর আপনি যে আইটেমই ব্যবহার করুন না কেন, আপনার কিছুই আর লুকানো থাকবে না। ইলুমিনাতিরা প্রযুক্তির বর্শা ছোড়ার মাধ্যমে শেষ খেলার কাছাকাছি এসে গেছে।

এত কিছুর পরও তাদের হাতে আছে মিডিয়া ও স্মার্টফোন। আপনি লুকাবেন কোথায়?

২০১৭ সালের নভেম্বরে ফেসবুকের প্রাক্তন সভাপতি শ্যান পার্কার নিজেই সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন—"শুধুমাত্র ঈশ্বর জানেন, আমাদের বাচ্চাদের ব্রেইনের ওপর কী ধেয়ে আসছে। সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্মগুলো তাদের কী ক্ষতি করছে।"

আরেক শীর্ষ প্রাক্তন ফেসবুকের নির্বাহী চামথ পালিহাপিতিয়া স্পষ্ট বলেছেন—"আমি আমার সিদ্ধান্ত নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, কী করা যাবে আর কী করা যাবে না তা বেশ ভালোই বুঝতে পারি; কিন্তু আমাদের বাচ্চারা তাদের সিদ্ধান্ত নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না—আর এটাই সবচেয়ে ভয়ের দিক।"

সেলফোন, ট্যাবলেট ও অন্যান্য ডিভাইসে আসক্ত থাকায় বাচ্চারাসহ আমরা কি সত্যিই ভালো কিছু শিখছি? আমরা কি সত্যিই ভালো কিছু নিতে পারছি প্রযুক্তি থেকে, নাকি দিন দিন আরও তাদের চাওয়ামতো নেগেটিভ ব্যাটারিতে পরিণত হচ্ছি?

Scanned with CamScanner

ইলুমিনাতি 5G-এর শেষ খেলা

ইলুমিনাতিরা যাকে 'নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার' বলে ডাকে, তার দিকে আমরা দ্রুত এগিয়ে চলছি। এবার এরকম একটি উদাহরণ দেখা যাক। মানুষের মস্তিষ্ক নিয়ন্ত্রণ করার প্রক্রিয়াকে ডেভিড রকফেলার 'চীনা মডেল' বলে ডাকেন। রকফেলার ও তার শয়তানি কর্মকাণ্ডের চ্যালা ব্যাংকার বন্ধুরা মিলে চীনে পরিকল্পিত দাস মজুরি কর্পোরেশন সিস্টেম স্থাপন করে, যাকে আমরা আজ আধুনিক চীন হিসেবে জানি।

এই মডেলটি বুঝতে নিচের দুটি নিবন্ধের দিকে একবার আপনাকে মনোযোগ দিতে হবে। এ দুটি প্রকাশিত হয় হংকংয়ের '*South China Morning Post*' নামের এক সংবাদপত্রে। ২৯ এপ্রিল ২০১৮ সালে স্টিফেন চেনের লেখা প্রথমটির শিরোনাম ছিল—'*Forget the Facebook leak : China is mining data directly from workers*'। এতে চেন লিখেছেন—"চীনে টেলিযোগাযোগ ও অন্যান্য উৎপাদনশীল খাতে ইউনিফর্ম বা বিশেষ ধরনের পোশাক পরতে হয়, তবে অন্যান্যদের সাথে এর বড় পার্থক্য হচ্ছে—শ্রমিকদের নজরদারিতে রাখতে তাদের বিশেষ ধরনের ক্যাপ পরতে হয়, যা মানুষের ব্রেইন ওয়েভস-এর পরিমাপ করে কম্পিউটারে পাঠিয়ে দেয় এবং সেই ডেটাগুলোর অ্যানালাইসিস করানো হয় সেখানে। সংস্থা তাদের বলে যে, শ্রমিকদের সামগ্রিক দক্ষতা বাড়াতে ও মানসিক চাপ কমাতে এতে মাঝেমধ্যে ফ্রিকোয়েন্সি ও তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের হেরফের করা হয়। বর্তমানে প্রযুক্তি কোথায় পৌঁছে গেছে আপনি তাহলে একবার কল্পনা করে দেখুন। হ্যাংঝো ঝংহেং বৈদ্যুতিক কারাখানা এই রকম কাজের বৃহত্তর উদাহরণ। এই কারখানাটি শ্রমিকদের মস্তিষ্কে নজরদারির ডিভাইস লাগিয়ে তাদের আবেগ পর্যবেক্ষণ করে, তারপর সেই ডেটা গোপনে তুলে দেয় বিজ্ঞানীদের হাতে।

কর্মক্ষেত্রে অন্যান্য মানসিক ক্রিয়াকলাপ পর্যবেক্ষণ করা সরকারকর্তৃক সমর্থিত। বিভিন্ন সংস্থা বিভিন্ন প্রকল্পে এর ব্যবহার করে চলছে নিয়মিতভাবে। সেফটি হেলমেট বা এ ধরনের ক্যাপগুলো হয় ওজনে হালকা। এর সাথে দৃশ্য বা অদৃশ্যমান বেতার সেন্সর লাগানো থাকে, যা ক্রমাগতভাবে পরিধানকারীদের

Scanned with CamScanner

ব্রেইন ওয়েভ নিরীক্ষণ করে চলে, তারপর সেগুলোকে প্রবাহিত করে দেয় কম্পিউটারগুলোতে, যেখানে এই ডেটাগুলো সনাক্ত করতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অ্যালগরিদম ব্যবহার করা হয়। মানসিক বিভিন্ন আবেগ—যেমন : হতাশা, উদ্বেগ বা ক্রোধ ইত্যাদির ক্ষেত্রে মস্তিষ্ক থেকে আলাদা আলাদা তরঙ্গ নির্গত হয় এবং কম্পিউটারের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তার বিশ্লেষণ করে চলে। প্রযুক্তিটি বিশ্বজুড়ে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। তবে চীনের বিভিন্ন কারখানা, গণপরিবহন, রাষ্ট্রের মালিকানাধীন সংস্থা ও সামরিক বাহিনীর মধ্যে প্রতিযোগিতা বাড়াতে এটি অভূতপূর্ব মাত্রায় প্রয়োগ করা হচ্ছে, যাতে উৎপাদনশিল্প ও সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা যায় আরও বেশি করে।"

দ্বিতীয় নিবন্ধ, এরও চার দিন আগে ২৫ এপ্রিল, ২০১৮-তে প্রকাশিত হয়েছিল ঐ একই পত্রিকায়। এর শিরোনাম ছিল—'*Shenzen Police Can Now Identify Drivers Using Facial Recognition Surveillance Cameras*'। এর লেখক লি টাও লিখেছেন—"শেনজেন পুলিশ মুখ দেখে নজরদারি করার একটি নেটওয়ার্কের উন্নয়ন করছে, যা অন্যায়কারীদের ধরতে বেশ ভালোভাবে সাহায্য করবে।" তথাকথিত ইলেকট্রনিক পুলিশ সিস্টেম মহানগরীতে বসবাসকারী প্রায় বারো মিলিয়ন লোকের যানবাহন ও লাইসেন্স প্লেট ব্যবহার করে এই কাজটি করা সম্ভব হয়েছে। এই ট্রাফিক পুলিশিং সিস্টেম কেবল নম্বর প্লেটই নয়, চালকের মুখের চিত্রও ধারণ করে গেছে প্রতিনিয়ত। পরবর্তী সময়ে এই ডেটাগুলো কাজে লাগানো হচ্ছে এরকমই আরও অসংখ্য গবেষণাতে। সুতরাং আপনার পালানোর জায়গা আর থাকছে না।

এই পদক্ষেপটিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ ঘটানো হয়। এর অন্যতম সাফল্যের উদাহরণ দেওয়া যায় সাম্প্রতিক এক ঘটনা থেকে। একজন পলাতক অপরাধীকে দক্ষিণ-পূর্ব চীনের এক কনসার্টে অংশ নেওয়া প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোকের মধ্য থেকেও ধরা হয়। কতটা নির্ভুল! অন্যান্য দেশও এ জাতীয় প্রযুক্তি রপ্তানি করে চলছে সমানতালে এর ক্ষতিকর দিকটার কথা চিন্তা না করেই। বর্তমানে অন্ধকারেও যাতে করে কেউ পালাতে না পারে সেজন্য ইলেক্ট্রনিক ক্যামেরাগুলোতে নাইট ভিশন মোডও চালু করা হচ্ছে।

চীনের বিগ ব্রাদার প্রযুক্তিগুলো রথচাইল্ড ক্রীতদাস শ্রম পরীক্ষাগার চালু করেছে, যা ধীরে ধীরে বিশ্বব্যাপী চালু হবে। ইন্টিগ্রেটেড অরওয়েলিয়ান সিস্টেম 5G হিসেবে পরিচিত; আর এটা যে একটা অস্ত্র, সে ব্যাপারে কোনো ভুল নেই।

১৯৭০ দশকের শেষদিকে লরেন্স লিভারমোর ল্যাবরেটরিজের বিজ্ঞানীরা 'ব্রেন বোম্ব' নামে বিশ্বব্যাপী সুপরিচিত ছিলেন। তারা একটি কম ফ্রিকোয়েন্সির অস্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন, যা হাজারো সৈন্যের মাথা একসাথে পাগল করে দিতে পারে।

এই অস্ত্র সম্ভবত রাষ্ট্রপতি জর্জ এইচ.ডাব্লু. দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছিল। বুশ ইরাকিদের বিরুদ্ধে ১৯৯০ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় সৈন্যবাহিনীর ওপর ব্যবহার করেন। এই সময় খবর পাওয়া যায় যে—ইরাকের কয়েক হাজার সেনাবাহিনী একযোগে বসরার কাছে বিলুপ্ত হয়েছিল। তাদের দেহগুলো গণকবর দেওয়া হয়েছিল এবং কোনো ময়নাতদন্ত হয়নি।

HAARP (High-frequency Active Auroral Frequency Program)-টি ১৯৩৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি মার্কিন বিমানবাহিনীর একটি যৌথ প্রোগ্রাম ছিল, যা ইউএস নেভি, ফেয়ার ব্যাংকস ও ডিএআরপিএ-এর আলাস্কা বিশ্ববিদ্যালয় মিলে যৌথভাবে তৈরি করে নিকোলাস টেসলার চুরি হওয়া গবেষণার ভিত্তিতে। HAARP মূলত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিল রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি ও নতুন অস্ত্রের পরীক্ষা চালানোর জন্য, তবে সরকারীভাবে এটি বন্ধ হয় ২০18 সালে; যদিও পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। এই প্রোগ্রামটিই বর্তমানে শুধু নাম পাল্টে DARPA হয়েছে। এটি আরও ভয়াবহভাবে মানুষের ওপর তরঙ্গের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করছে। বর্তমানে DARPA—যার লোগোতে পিরামিডসমৃদ্ধ 'All seeing Eye' বিদ্যমান।

১৯৯০-এর দশক শেষ হয়ে ৬ আগস্ট ১৯৯১ সালে জনগণের কাছে সহজলভ্য হয় এবং বৃহৎ পরিসরে বিস্তৃতি লাভ করে; এটি খুব বেশি দিন নয়, মাত্র বিশ বছর আগের কথা। কিন্তু তাতেই দেখুন, পুরো বিশ্বকে কেমন করে নাচাচ্ছে ইন্টারনেট।

প্রাক্তন DARPA পরিচালক রেজিনা রিগেন বর্তমানে গুগলে কাজ করছেন। সেখানে তিনি 'স্মার্ট ট্যাটু' নিয়ে কাজ করছেন বিল্ডারবার্গারের সদস্য এরিক শ্মিটের সাথে। সেই সাথে কাজ করছেন বায়োমেট্রিক চিপ নিয়ে, যা 5G-কে

আরও দ্রুত এগিয়ে নিয়ে আসছে। ইন্টারনেট অব থিংস হিসেবে পরিচিত 5G মাইক্রোচিপগুলো এবার ধীরে ধীরে যুক্ত হবে শত শত বিলিয়ন বস্তুতে; যার মধ্যে আছে আমাদের সম্পত্তি, বাড়ি-ঘর, গাড়ি, আমাদের পাড়া এবং অবশেষে আমাদের দেহ। এর সমাপ্তি হবে আমাদের পুরোপুরি করায়ত্ত করে নেওয়ার মাধ্যমে। ইতোমধ্যেই কেউ কেউ বলছেন—"তারা আমাদের দেহে অ্যালুমিনিয়াম ভরে দিচ্ছে। কারণ, 5G-এর 'স্মার্ট গ্রিড' প্লাগ করার জন্য অ্যালুমিনিয়াম হচ্ছে সেরা পরিবাহক।

ম্যাসোনিক প্রকল্পের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমরা একটা আত্মা ছাড়া কিছুই থাকব না। আমরা নিজেরা তখন আর কিছুই নিয়ন্ত্রণ করতে পারব না।

লুসিফেরিয়ান অভিজাতদের ক্ষমতায় আনতে আমাদের প্রত্যেককে একটা করে নেগেটিভ ব্যাটারিতে পরিণত হতে হবে। ইতোমধ্যেই ইন্টারনেট অব থিংসে আমরা প্রত্যেকে একটা করে 'বস্তু' হয়ে ওঠেছি।

তারা আমাদের অক্সিজেন ও পানির অভাবে ফেলতে চায়। আমাদের জৈব DNA-কে ধাতব পদার্থে পরিবর্তন করতে চায়, যাতে খুব সহজে আমাদের ওপর ব্যাবিলনীয় দুঃস্বপ্ন চালিয়ে দিতে পারে। ট্রান্স-জেন্ডারিজম হচ্ছে এজেন্ডা-২১-এর অন্যতম ট্রোজান হর্স, যার মাধ্যমে তারা ট্রান্স হিউম্যানিজম প্রমোট করতে চায়।

সিলিকন ভ্যালির কিংবদন্তি পুরুষেরা ইলেক্ট্রনিক বস্তুর বিকাশকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব বলছেন। তারা সত্যিই পৃথিবীতে খুব বড় পরিবর্তন নিয়ে এসেছেন, কিন্তু সেটা ভালোর মুখোশ পড়ে খারাপকে ডেকে আনার মতো হয়েছে। পূর্বে জৈব বস্তুর সাথে স্মার্ট বায়োমেট্রিক চিপের লো-ফ্রিকোয়েন্সি অস্ত্র প্রযুক্তির ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তুলে ধরা হয়েছে এর ভয়াবহতা। এখন তারা সেই পথেই হাঁটছে। তাদের মূল লক্ষ্য—আমাদের একেকটা মেশিনে পরিণত করা, যাতে আমাদের প্রোগ্রাম করা যেতে পারে, নির্দিষ্ট কাজ করিয়ে নেওয়া যেতে পারে, নির্দিষ্ট চিন্তা-ভাবনা পুশ করা ও নির্গমন করা যেতে পারে। আর এ উদ্দেশ্যে কাজ যে খুব ভালোভাবেই শুরু হয়ে গেছে, 'ভার্চুয়াল রিয়েলিটি' কিংবা 'অগমেন্ট রিয়ালিটি'-ই তার উদাহরণ।

ইসরায়েলি সংস্থাগুলো এই 5G-এর দাসত্বের পেছনে রয়েছে। তারা রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের চাচা জেমস ট্রাম্প থেকে বিজ্ঞানী টেসলার ব্লুপ্রিন্টগুলো পেয়েছে এবং সে অনুসারে গোপনে অনেক কিছুই আবিষ্কার করে যাচ্ছে।

Scanned with CamScanner

তাছাড়াও হিংসাত্মক ও হানাহানিতে ভরপুর বিভিন্ন ভিডিও গেমগুলোর মাধ্যমে আমাদের বাচ্চাদের ধ্বংস করে ফেলছে। মিডিয়া ও আরও হাজারটা উপায়ে তারা বাচ্চাদের মস্তিষ্ক গিলে খাচ্ছে।

বিটকয়েন ও অন্যান্য ক্রিপ্টো-মুদ্রা ইলুমিনাতি প্রাইভেট ব্যাংকিং কার্টেলদের অন্যতম অস্ত্র, যা আটটি পরিবার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং 5G-এর উন্নতির সাথে সাথে ভবিষ্যতে এগুলোই অন্যতম মুদ্রাব্যবস্থার সারথী হয়ে উঠবে; আমাদের মুদ্রাব্যবস্থার মধ্যে সেভাবেই আকৃষ্ট ও ডুবিয়ে দেওয়া হচ্ছে। একটু চোখ খুললেই দেখতে পাবেন, কীভাবে ডিজিটাল ভিত্তিহীন মুদ্রাগুলো সবকিছুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে।

এবার একটু ভবিষ্যত কল্পনা করি। ধরা যাক, আপনি সারা জীবন কষ্ট করে কিছু অর্থ সংগ্রহ করলেন। রক্ত পানি করা সেই অর্থই আপনার একমাত্র সম্বল। এবার সেই টাকাটা আপনি কোথায় জমা রাখবেন? নিশ্চয়ই ব্যাংকে! তাই নয় কি? কিন্তু বর্তমানে সকল ব্যাংক ডিজিটাল হয়ে গেছে। তারা আপনার অর্থকে ডিজিটাল সংখ্যায় বদলে ফেলেছে। আপনি তাদের টাকা দিলেন, বিনিময়ে পেলেন কিছু সংখ্যামাত্র। আর পেলেন সে সংখ্যা আগলে রাখার একটা পাসওয়ার্ড। এবার কিন্তু আপনার অর্থ রক্ষা করার দায় আর ব্যাংকের রইল না। এবার সেটা রক্ষা করার দায়িত্ব আপনার নিজের। কেউ যদি আপনার পাসওয়ার্ড পেয়ে যায়, তাহলে সে নিমিষেই আপনার হাড় গুঁড়ো করা, রক্ত পানি করা টাকা নিয়ে চম্পট দেবে। তাহলে আপনার থাকবেটা কী? আপনার পুরো জীবনই কি ব্যর্থ হয়ে যাবে না তখন?

আরও মজাটা হচ্ছে, আপনার সেই পাসওয়ার্ডটা কিন্তু আর গোপন নেই। হাজারটা উপায়ে আপনার ডিজিটাল ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, আপনার পাসওয়ার্ড চলে যাচ্ছে প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর কাছে। কারণ, তারা আপনার ফোন, কম্পিউটার—সকল কিছুরই নিরবিচ্ছিন্ন অধিকার পেয়ে বসে আছে। তাদের যেকোনো মুহূর্তের বিশ্বাসঘাতকতা আপনাকে পথের ফকির বানিয়ে দিতে পারে। তাছাড়া হ্যাকাররা ওঁৎ পেতে বসে আছে সবসময়। অনেক সময় ব্যাংকগুলো স্বয়ং মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে ব্যবহারকারীদের তথ্য তুলে দেয় হ্যাকারদের হাতে। তাছাড়া প্রতিটা ব্যাংকের 'মোবাইল ব্যাংকিং' নামের ডিজিটাল বাটপারি তো আছেই।

কিংবা আপনি আপনার অর্থ কোন ডিজিটাল মুদ্রাব্যবস্থায় রূপান্তর করে রেখে দিলেন। যেমন : বিটকয়েন, ইথারিয়াম বা এরকম কিছু; তারপর নিরাপদে বসে থাকলেন। সে ক্ষেত্রে বিপদটা কিন্তু আরও বেশি। কারণ, এ সকল ডিজিটাল মুদ্রাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের কোনো কেন্দ্রীয় পর্ষদ নেই। নেই কোনো নিয়ম-নীতি কিংবা জবাবদিহিতা। আজই যদি কোনো মুদ্রাব্যবস্থা হাওয়া হয়ে যায়, কালই কেউ তার টিকিটি ধরতে পারবে না; তার বিচার করতে পারবে না কেউই। আপনাকে জবাবদিতিহা করতেও কেউ আসবে না কিংবা কেউ আসবে না আপনার টাকা ফেরত দিতে। ডিজিটাল মুদ্রাব্যবস্থার পুরোটাই একটা ভণ্ডামির খেলা। কিছু ভিত্তিহীন সংখ্যা, কিছু ভিত্তিহীন অ্যালগরিদম ছাড়া এগুলো কিছুই নয়। কম্পিউটার আর সার্ভার ছাড়া এগুলোর অস্তিত্ব বিশ্বের কোথাও নেই। কালই যে এই ভার্চুয়াল মুদ্রা হাওয়ায় উড়ে যাবে না, তার গ্যারান্টি কী?

সুতরাং, কালই আপনার কষ্ট করে জমানো টাকার অ্যাকাউন্টে ব্যাংক কিংবা ডিজিটাল মুদ্রার প্রতিষ্ঠান আপনাকে 'Access Denied' করলে আপনি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবেন?

১৯৯২ সালেই NSA-এর শ্বেতপত্রে 'ক্যাশলেস সোসাইটি' স্থাপনের কথা উল্লেখ করা হয়। ফলে পরবর্তী সময়ে এর কার্যকারিতা নিয়ে ব্যাপক আলেচনা চলে। শেষে সিদ্ধান্ত হয় যে—তারা একটি ডিজিটাল মুদ্রা সিস্টেম তৈরি করবে এবং সেগুলোর চিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত হবে ইলুমিনাতি ও ফ্রিম্যাসনদের বিভিন্ন সাইন। মানুষ তখন মিথ্যা কিছু ডিজিটাল সংখ্যা নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, কিন্তু কখনোই বুঝতে পারবে না আসল কাহিনীটা কী। যারা তাদের বিরুদ্ধগামী হবে, তাদের প্রদান করা হবে 'Access Denied'। ফলে তারা এমনিই সব কিছু থেকে ব্রাত্য হয়ে পড়বে।

ফেসবুক-ক্যামব্রিজ অ্যানালিটিকা কেলেঙ্কারী চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে—কীভাবে আমাদের সংবেদনশীল তথ্যগুলো নেওয়া হচ্ছে। কীভাবে আমাদের ওপর নজরদারি চলছে এবং আমাদের মন পাল্টে দেওয়া হচ্ছে। আসলে আমরা যারাই প্রযুক্তি ব্যবহার করছি, তারাই হয়ে যাচ্ছি একটা করে উন্মুক্ত বই; যে বইয়ের যেকোনো পৃষ্ঠা তারা চাইলেই যেকোনো সময়ে খুলে দেখতে পারে।

DARPA MK-ULTRA প্রোগ্রামের ফলে আমরা একেকজন হয়ে উঠছি তাদের হাতের পুতুল। তারা যেভাবে নাচাতে চাইছে, আমরা সেভাবেই নাচতে

Scanned with CamScanner

বাধ্য হচ্ছি। মন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কোন সময়ে কোন বোতামটি টিপতে হবে, এ উদ্দেশ্যে তারা প্রত্যেকের জন্য একটি করে মানসিক মানচিত্র তারা তৈরি করে রেখেছে। সেই মানচিত্রের অন্ধ গলিতে আমরা হাঁটছি।

মূলত হাঁটতে বাধ্য হচ্ছি।

তারা তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্য এক দারুণ পদ্ধতির প্রয়োগ করে। পদ্ধতিটি হচ্ছে সমস্যা-প্রতিক্রিয়া-সমাধান। তারা ডাকে Ordo-Ab-Chao (Order out of Chaos) বলে। এতে তারা প্রথমে সমস্যা তৈরি করে, তারপর আমাদের বলে যে, আমরা এটা সমাধান করতে পারি। কিন্তু এই সমস্যা সমাধান করার সাথে সাথে তারা তাদের দানবীয় এজেন্ডাকেও এর সাথে মিলিয়ে দেয়। দীর্ঘ মেয়াদে ভালোর থেকে খারাপই তাদের কাছ থেকে পাওয়া যায়, কিন্তু তাদের নিউ ওয়ার্ল্ড সেক্যুলার অর্ডার ঠিকই সামনের দিকে এগিয়ে যায়।

ইলুমিনাতিরা সংখ্যা দ্বারা আচ্ছন্ন। তারা জানে যে নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যায় ক্ষমতা আছে। প্রাচীন আধ্যাত্মিক গ্রন্থগুলোও আমাদের এই কথাই বলে যে, সৃষ্টি সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এই লুসিফেরিয়ানরা এই প্রাচীন জ্ঞান দখল করে রেখেছে। তারপর তা লুকিয়ে রেখেছে সাধারণ জনগণের কাছ থেকে। বর্তমানে এই সংখ্যার জ্ঞান তারা ব্যবহার করছে বিশ্বব্যাপী ছড়ানো ইন্টারনেট ওয়েবের দ্বারা মানবজাতিকে দাসত্বের শৃঙ্খল পরিয়ে দিতে। সংখ্যার সাহায্যে পুরো মানবজাতিকে বেঁধে ফেলার নেশায় তারা বুঁদ হয়ে আছে। খেয়াল করলে দেখবেন—ইন্টারনেট ও তার সাথে সম্পৃক্ত অ্যালগরিদিমগুলোতে শুধু সংখ্যারই খেলা চলে। 5G নামক আসন্ন DARPA-এর শেষ খেলায় এই সংখ্যাগুলোই মূল অস্ত্র হবে।

ফেসিয়াল রিকোগনেশন সিস্টেমের জন্য আপনার মুখের ছবি ব্যবহার করতে ড্রোনগুলো ইতোমধ্যেই আপনার মাথার ওপর দিয়ে উড়তে শুরু করছে। হাজারটা উপায়ে আপনার ছবি ও অন্যান্য তথ্য নিতে শুরু করেছে। তাছাড়া বিভিন্ন সংস্থা সম্প্রতি তাদের বিলগুলো ফোনে তথা ডিজিটাল মাধ্যমে নিতে শুরু করেছে। শুধু তাই নয়, আপনার ভয়েস তথা কণ্ঠস্বরকেও তারা চুরি করছে বিভিন্ন উপায়ে। তারপর চিনে নিচ্ছে ভয়েস রিকোগনেশন সফ্টওয়্যারের মাধ্যমে, যা 5G-এর শেষ খেলার জন্য খুব কাজের হবে।

Scanned with CamScanner

আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে প্রতিটি শহরের প্রতিটি ব্লকে 5G ট্রান্সমিটারের 'স্মার্ট গ্রিড' থাকবে। 'অ্যালেক্সা' জাতীয় ডিভাইসগুলো প্রতিটি বাড়িতে মনিটরিং করে চলবে। প্রতিটি বস্তু, প্রতিটি জায়গা ইলুমিনাতি ও শয়তানের চ্যালাদের কব্জায় থাকবে। আপনার স্মার্টফোনের মাধ্যমে আপনার প্রতিটি চলাচল, আলোচনা, আবেগ ও চিন্তাকে ধরে ফেলা হবে। আপনার চিন্তাধারা ও আবেগগুলোকে ইমপ্লান্ট করে পরিবর্তিত করে শয়তানবাদী এজেন্ডার সাথে একত্রিত করা হবে। ইতোমধ্যেই কিন্তু ফেসবুকের মাধ্যমে আপনার দুর্বলতা ও আবেগগুলো সম্পর্কে জেনে গেছে।

হাঙ্গার গেমস শুরু হয়েছে। আমরা যদি এর থেকে মুক্তি পেতে চাই, তাহলে প্রত্যেককে মেজ রানার হওয়া ছাড়া উপায় নেই। আপনার চারপাশে তাকিয়ে দেখুন শেষ খেলার সূচনা ইতোমধ্যেই ঘটে গেছে।

Scanned with CamScanner

অধ্যায় : একুশ

এডেনের উদ্যানে ফেরা

অনেকের কাছে এই তথ্যগুলোকে খামখেয়ালিপূর্ণ কিংবা অন্ধকারাচ্ছন্ন বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আমরা যদি নিজেকে ও আমাদের গ্রহ নিরাময় করে তুলতে চাই, তাহলে আমাদের অবশ্যই এই মায়ার জগতকে পেছনে ফেলে সত্যিকারের বাস্তবতা গ্রহণ করতে হবে।

ইলুমিনাতি অভিজাতরা আমাদের মধ্যে মিথ্যার বীজ রোপণ করে দেয়। তাদের সেই মিথ্যা আমাদের মধ্যে সবসময় নেতিবাচক প্রভাব রাখে। আমরা সত্যের আলো থেকে দূরে চলে যাই এবং নিজেদের আর প্রকাশ করতে পারি না। কারণ, মিথ্যার ভিত্তির ওপর গড়া অট্টালিকা বেশি দিন টিকতে পারে না। তবে আমরা সত্যিকারের জ্ঞান জানতে পারলেই একমাত্র তাদের মিথ্যার জাল ছিন্নভিন্ন করা সম্ভব হবে, নতুবা মিথ্যার অন্ধকার কানাগলিতেই আমাদের ঘুরতে হবে।

আমরা সকলে সমান। পুরুষ-মহিলা, সাদা-কালো, সমকামী, পাথর, বাতাস, পানি—সকলে মিলে আমরা এক। ঈশ্বরের রাজত্বে আমরা সকলেই খুব প্রিয়। সৃষ্টিকর্তা আমাদের ভাগ করতে চান না, নইলে এত কিছুর সাথে সম্পর্কযুক্ত করে আমাদের পাঠিয়ে দিতেন না। একের ওপর অন্যকে নির্ভরশীল করে দিতেন না। কিন্তু ইলুমিনাতির শয়তানের পূজারীরা আমাদের ভাগ করতে চায়। তারা আমাদের একে অপরের প্রতি বিদ্বেষী করে তুলতে চায়। আমরাও চাই না ভাগ হতে, কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে—আমরা তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে আসলে ভয় পাই।

এই মানসিক অবস্থার একটি বৈজ্ঞানিক নাম রয়েছে—'স্টকহোম সিনড্রোম', যেখানে আমরা কর্তৃত্ববাদীদের কাছে কাপুরুষের মতো মাথা নত করি, এই অত্যাচারীদের অবচেতনভাবে শক্তিশালী করি। এটি করার ক্ষেত্রে আমরা প্রায়শই আমাদের সবচেয়ে ভালোবাসার কিছুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করি। আমরা আমাদের মনের কথা শুনি না।

ভালো বনাম মন্দের এই মহাকাব্যিক যুদ্ধে আমাদের সবসময় প্রথমটির পক্ষপাতিত্ব করা উচিত, কিন্তু আমরা প্রায়শই তা করি না। কারণ, শয়তান

Scanned with CamScanner

আমাদের ব্রেনওয়াশিং করতে যথেষ্টই দক্ষ। আমরা তার মাধ্যমে ইতোমধ্যেই ব্রেনওয়াশড হয়ে বসে আছি। আপনি যখন নিজের মনের কথা বলতে শিখেন এবং কর্তৃত্ববাদীদের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ান, তখন আপনি যা পছন্দ করেন, তার সাথেও ভালো আচরণ করা শুরু করেন। আপনার ভালোটাকে মনে লালন করেন। আমাদের সকলকে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের শক্তির ভারসাম্যহীনতা সংশোধন করতে হবে। মিথ্যা ও ঘৃণার পথ পরিহার করে সত্য ও প্রেমের পথে চলতে হবে।

নতুন বিজ্ঞান প্রমাণ করছে—মহাবিশ্বের ৯৩% অ্যানার্জি তথা শক্তি এবং কেবল ৭% বস্তু, আমরাও এর ব্যতিক্রম নই। আমরা এই মহাবিশ্বে কেবল একটা হোলোগ্রামমাত্র। আমাদের দেহগুলো শক্তিকে বেঁধে রাখার একেকটা করে খোলসমাত্র। আমরা যে শক্তির উৎপাদন করি, বৈজ্ঞানিকভাবে তা মহাবিশ্বের ফলাফলগুলো প্রভাবিত করে।

কোয়ান্টাম মেকানিক্স প্রমাণ করছে যে—একজন গবেষকের শক্তি তরঙ্গও পরীক্ষার ফলাফলকে প্রভাবিত করে। সুতরাং প্রতিদিন সকালে উঠে আরেকটা দিন আপনাকে বেঁচে থাকার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ জানানো খুব গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের তাই সম্মিলিত চেতনায় উজ্জীবিত হতে হবে। সম্মিলিত হয়ে ভালো শক্তি উৎপাদন করতে হবে, তবেই খারাপকে কুপোকাত করা সম্ভব। আমাদের অবশ্যই প্রেম ও ভয়ের মধ্যে যেকোনো একটি বাছাই করতে হবে। যদি আমরা প্রেম চয়ন করি, তাহলে বৈজ্ঞানিকভাবে একীভূত হয়ে ভালো নিরাময় শক্তির উৎপাদন করতে পারব। আর যদি ভয় বেছে নিই, আমরা যে নেতিবাচক শক্তির উৎপাদন করব, তা শুধু নিজেদেরই নয়, মহাবিশ্বকেও টুকরো টুকরো করতে যথেষ্ঠ।

সচেতনতা ও জনগণের একত্রিত হওয়া ব্যাবিলনীয় পন্থাধারী ইলুমিনাতিদের পতনের অন্যতম হাতিয়ার। এর সাহায্যেই আমরা তাদের পরিকল্পনা ও মিথ্যার জগত ভেঙে দিতে পারি। তবে আমাদের অবশ্যই অনেক সচেতন থাকতে হবে এবং লোকদের নিয়ে আরও ভালোভাবে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। একটু ভুল করলেই সেই ভুলের ফাঁক গলে তারা ঢুকে পড়বে, যা এর আগে তারা অনেকবারই করেছে।

Scanned with CamScanner

লুসিফেরিয়ানরা ভাগ করতে ও ভাঙতে বেশ পছন্দ করে। এ কারণেই তারা ধ্বংসাত্মক অস্ত্র তৈরি করতে পারমাণবিক ফিশন আর সীমাহীন বিষাক্ততার জঞ্জাল বেছে নিয়েছে। তারা চাইলে পারমাণবিক ফিশনের পরিবর্তে ফিউশনের আরও বেশি উন্নতি ঘটিয়ে সীমাহীন মুক্ত শক্তি উৎপাদনে সচেষ্ট হতে পারত। আর উপজাত হিসেবে কোনো ক্ষতিকর বর্জ্য তৈরির পরিবর্তে তা রিসাইকেল করার দিকে বেশি নজর দিতে পারত। কিন্তু তারা সেটা আদৌ করতে চেষ্টা করে কি? আসলে তারা মেতে থাকে ধ্বংসের কারবার নিয়ে।

আমাদের শক্তি অবশ্যই একীভূত করতে হবে, বিভক্ত নয়। যদি আমরা একটি স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন করতে চাই, সমৃদ্ধ ও অভাবমুক্ত বিশ্ব চাই, তাহলে এর কোনো বিকল্প নেই। একত্রতাই কিন্তু প্রকৃতির পছন্দ; বিশৃঙ্খলা নয়।

বিজ্ঞান ও ধর্ম একই, কিন্তু ইলুমিনাতিরা একে পৃথক করাতে চায়। তারা দুটোরই নিত্য-নতুন ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে চায়। তাদের অতৃপ্ত ধর্ষণ, জালিয়াতি ও গণহত্যা ন্যায়সঙ্গত করতে চায়। আর এজন্য তারা ডিজাইন করে নেয় বিজ্ঞানকে। সুকৌশলে মিথ্যাকে সত্যের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়, যাতে আমরা তাদের চালাকি ধরে উঠতে না পারি।

ভারতীয় পণ্ডিত, বিপ্লবী চিন্তাবিদ জে. কৃষ্ণমূর্তি বলেছিলেন—"সত্যকে কোনো ধর্ম, মতবাদ, দার্শনিক মাধ্যম, জ্ঞান, মানসিক কৌশল, আদর্শ, আচার বা ধর্মতাত্ত্বিক ব্যবস্থা দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না, একে শুধু উপলব্দি করতে হয়। আপনিই বিশ্ব এবং বিশ্বই আপনি। এই পৃথিবীর আপনি ও আমার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের অসাধারণ একটি সূত্র রয়েছে। আমরা সবাই একসাথে গভীরভাবে সংযুক্ত; আমরা সকলেই। আমরা যাকে বিভক্ত দেখি, সেগুলো আসলে বাহ্যিক জিনিস, আমাদের সৃষ্টি করা। পৃথক পৃথক গোষ্ঠী, বর্ণ, সংস্কৃতি, রঙ, জাতীয়তা, ধর্ম ও রাজনীতি—সবই ফেলনা। আসল সত্যিটা আপনি নিবিড়ভাবে তাকান, অনুভব করুন—দেখতে পাবেন। আমরা সমস্ত জীবই আসলে একটি মহান কিছুর অংশ; সেটা হোক কোনো বৃহৎ পরিকল্পনা কিংবা বৃহৎ সৃষ্টি। আমরা যখনই সত্য সম্পর্কে অজ্ঞ থাকি, একে অপরকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করি, সমস্যা তখনই সৃষ্টি হয়। ঠিক তখনই ধর্ম বা রাজনীতির চেয়েও সমস্যাগুলো অনেক গভীরে যায়। এটি শুরু হয় আমাদের মনে, অভ্যাসে, জীবনে। একটি ধ্রুব সত্য ঘটে চলছে শতাব্দী থেকে শতাব্দী, আমি বিশ্বাস করি যে, মহান পর্যবেক্ষক তার

Scanned with CamScanner

পর্যবেক্ষণ থেকে আলাদা, মহান চিন্তাবিদ তার চিন্তা থেকে আলাদা। স্বতন্ত্র এই দ্বৈতবাদ, এই বিভাগীয়করণ ও এ সমস্ত দ্বন্দ্বের জননী।"

আমরা যদি পুরো মাদার আর্থকে রক্ষা করতে ঐক্যবদ্ধ হই এবং একসাথে আনুন্নাকি সর্পদের মাথায় আক্রমণ করি, তবে আমাদের মধ্যে এই বিদ্বেষের নিরাময় ঘটাতে পারি, এই বিশ্বের বোঝা কিছুটা হলেও নামাতে পারি। সকলে মিলে আবার স্বর্গীয় উদ্যান তৈরি করে ভালো সময় নামাতে পারি।

সহজভাবে বলা সহজ কথাটি হলো—আমাদের সচেতন হতে হবে, সকলকে; কিন্তু সময় হয়তো কম। কারণ, বিশ্বমাতা তার বাসিন্দাদের নিয়ে ইতোমধ্যেই অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করেছেন। কী কী উপায়ে ও কী কী কারণে তাকে বিভক্ত ও বিরক্ত করা হয়েছে, তা এই বইয়ে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। আশা করি আরেকবার সেগুলো মিলিয়ে নিলে আপনার হিসাবটা মিলেও যেতে পারে।

আপনি যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখন আপনার দেহ রোগ-জীবাণুগুলোর সাথে লড়াই করার জন্য জ্বর উৎপন্ন করে, শরীর গরম হয়ে ওঠে। আমাদের পৃথিবী মাতাও কিন্তু গরম হয়ে ওঠছে; এবার হয়তো আমাদেরই চিকিৎসা করে তাকে সুস্থ করে তুলতে হবে, নতুবা তার আরোগ্য লাভ করার সম্ভাবনা খুবই সামান্য।

লুসিফেরিয়ানরা মাদার আর্থ নিয়ে কাজ করেছে। সৌর শিখা বাড়ছে, আগ্নেয়গিরি ও ভূমিকম্প আরও ঘন ঘন হচ্ছে, আবহাওয়া ও জলবায়ু আরও বেশি হচ্ছে; এসব কিন্তু তারই লক্ষণ। তাই আমাদের অবশ্যই ইলুমিনাতি ও তাদের সৃষ্ট ধ্বংসের বিরুদ্ধে জেগে উঠতে হবে। আমাদের এখন তাই করা উচিত। কারণ, আমরা যদি তা না করি, তবে জ্বর আরও বেশি হতে পারে এবং পৃথিবী মারাও যেতে পারে। রাজনীতি, ধর্ম, গোষ্ঠী, চক্র, বিভাগ ইত্যাদির বাইরে বেরিয়ে এসে একে বাঁচাতে হবে।

লুসিফেরিয়ানরা মনে করে যে, তারা শেষ পর্যন্ত জয়ী হতে পারবে; কিন্তু তারা স্রষ্টার ধৈর্য ও পরিকল্পনা সম্পর্কে জানে না। তারা বুঝতে পারে না যে, মহান স্রষ্টারও কিছু পরিকল্পনা আছে। ইলুমিনাতি ও তাদের সমস্ত অর্থ-সম্পদ, পরিকল্পনা, মিথ্যা ধীরে ধীরে অতল গহ্বরে গলে যাবে। তারপরও প্রাচীন কিছু জ্ঞান রয়ে যাবে এবং সেগুলোই আমাদের শিক্ষা দেবে ভালোবাসা, মানবতা, ধর্ম,

Scanned with CamScanner

চরিত্র, সম্পর্ক, কৃতজ্ঞতার; আমাদের আবার 'মানুষ' হয়ে ওঠার। যার গ্যারান্টি এডেন উদ্যানে চিরস্থায়ীভাবেই ছিল। আমাদের উদ্যানটিতে এর আগে সম্ভবত বহুবার এসেছি এবং সম্ভবত আবার আসব।

বর্তমানে আমরা সবচেয়ে অন্ধকার সময়ে আছি। তবে এগুলোও একসময় কেটে যাবে। একসময় আলো আসবেই। অন্ধকার উজ্জ্বল হয়ে ওঠবে। তবে তার আগে আমাদের অবশ্যই প্রকৃতি ও সমস্ত জীবনের প্রেমে ফিরে যেতে হবে।

এটাই বিজ্ঞান। এ লড়াই করার মতো বৃহৎ দৃষ্টিভঙ্গি, এক মহাকাব্যিক প্রেমের গল্প। এর গ্রহণযোগ্যতা ও বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা আমাদের সামনে এই এডেন উদ্যানেই রয়েছে।

Scanned with CamScanner

লেখক পরিচিতি

ডিন হ্যান্ডারসন

ডিন হ্যান্ডারসন আমেরিকার ফল্কটন, দক্ষিণ ডাকোটায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি B.L.S ডিগ্রি লাভ করেন 'University of South Dakota' থেকে এবং M.S ডিগ্রি নেন 'University of Montana' থেকে। মন্টানা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন তিনি সম্পাদনা করতেন 'Missoula Paper' নামের এক পত্রিকা। তাছাড়া সেখানে তিনি 'Montana Kaimin'-এর একজন কলামিস্টও ছিলেন। তার আর্টিকেলগুলো নিয়মিত পাওয়া যায় 'Multinational Monitor', 'In These Times', 'Paranoia' এবং শত শত অনলাইন ওয়েবসাইট ও ম্যাগাজিনে।

হ্যান্ডারসন পুরো জীবনে প্রায় পঞ্চাশটি দেশ ঘুরে বেরিয়েছেন। লাভ করেছেন অগাধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা। তিনি নিয়মিতভাবে একজন রাজনীতি বিশেষজ্ঞ হিসেবে হাজির হন Iran Press TV, RT, Russian Channel 1, The syria Times, Rense Radio, Tactical Talk with Zain Khan, Richie Allen Show ইত্যাদিতে। ২০১৮ সালের জুনে তিনি নিউইয়র্ক সিটির 'Deep Truth Conference'-এ বক্তৃতা দেন 'All Roads Lead to the City of London' শিরোনামে।

তার লেখা উল্লেখযোগ্য বইয়ের মধ্যে আছে 'Big Oill & Their Bankers in The Persian Gulf : Four Horseman', 'Eight Families & Their Global Narcotics & Terror Network', 'Stickin' It to the Matrix', 'The federal Reserve Cartel' ইত্যাদি।

জিল হ্যান্ডারসন

জিল হ্যান্ডারসন একজন লেখক, শিল্পী ও হারবাল চিকিৎসক। তিনি বন্য উদ্ভিদ দিয়ে হারবাল চিকিৎসার নতুন দিক উন্মোচন করতে চান। তাছাড়া তিনি USA Acres-এর একজন ফিচার কলামিস্ট ও Llewellyn's Herbal Almanac-এর সহযোগী লেখক। জিলের লেখাগুলো বিভিন্ন সময়েই বিভিন্ন অনলাইন ও প্রিন্ট মিডিয়ায় ফিচার হয়েছিল। তার মধ্যে আছে Permaculture Activists, permaculture Design, Essential Herbal ইত্যাদি।

Scanned with CamScanner

সেই প্রাচীন কাল থেকে আজ অবধি চলছে ভালো এবং মন্দের মধ্যকার লড়াই। আপনার যদি এসকল বিষয়ে আগ্রহ থাকে, তাহলে বইটি আপনার জন্যেই।

বইটিতে লেখক চিহ্নিত করেছেন লুসিফেরিয়ান তথা শয়তানের উপাসকদের। তারা আসলে কারা, কোথা থেকে এসেছে, কেন এসেছে, কী চায়, ইত্যাদি এই বইয়ের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

জানতে পারবেন কীভাবে তারা মানবজাতির ঘাড়ের ওপর চেপে বসে আছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। বইটিতে সুবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে ফ্রিম্যাসন, ইলুমিনাতি, নাইট ট্যাম্পেলারসহ বেশ কয়েকটি গুপ্ত সংগঠনের পরিচয় ও কার্যাবলি সম্পর্কে। আর বর্তমানে তারা কী কী ভয়ানক অপকর্ম করে যাচ্ছে, তাদের এজেন্ডাসমূহ কী, তাদের লক্ষ্য কী, তাদের হয়ে কারা কাজ করছে, কোন কোন প্রতিষ্ঠান তাদের ইশারায় চলে এবং ভবিষ্যতে তারা কী করবে ও করতে পারে তার বর্ণনা দিয়ে গেছেন এক এক করে।

তাছাড়া সাম্প্রতিক সময়ের যুদ্ধগুলোর পিছনের কথা, ফ্যাসিবাদ, পুঁজিবাদের আসল রূপ, অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থার ছদ্মবেশী মুখোশ, জনসংখ্যা কমানোর এজেন্ডা ও পর্দার আড়ালের গল্প, বিষাক্ত খাবার, ভ্যাকসিন, টিকা, মেডিক্যাল ডেথ ইন্ডাস্ট্রি, মুসলিম খেলাফত ধ্বংস, সোভিয়েত গঠন, ইন্টারনেটের গোপন কথা, আয়রন মাউন্টেন, গোয়েন্দা নজরদারি, তথ্যসন্ত্রাস, পর্ণগ্রাফি, ইত্যাদি বিষয়ও বিস্তারিত উঠে এসেছে একে একে।

অন্যদিকে ওয়ান ওয়ার্ল্ড অর্ডার আসলে কী, সেকুলারিজম ও নাস্তিকতার আড়ালে কী চলে, তাদের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত লক্ষ্য ও গোপন এজেন্ডাসমূহ কী কী—যা আমাদের থেকে মানবতা কেড়ে নেওয়ার হুমকি দিচ্ছে, আমাদেরকে মেশিনে প্রতিস্থাপিত করছে এবং ধ্বংস করছে সমস্ত সৃষ্টিকে—তা জানা যাবে এই বইয়ে। অন্তত একজন মানুষ হিসেবে যা আপনার জানা প্রয়োজন।

প্রজন্ম | মুক্তচিন্তায় স্বাধীনতা

www.projonmo.pub

Scanned with CamScanner